মহাভারতী কথা

কাব্য-গ্রন্থ

(মহাভারতের নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম লাইব্রেরি
পণ্ডিচেরি

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

পণ্ডিচেরি

প্রথম সংস্করণ: আষাঢ়, ১৩৫৭

মূল্য—৩॥০ টাকা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস

পণ্ডিচেরি

207—'49—1000

ওঁ

উৎসর্গ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শক্তি লভিয়া তবু যে শ্রদ্ধা করে ধর্মেরে মনে,
তেজস্বিতার কথা শুধু বলে না যে রসনায় তার—
মানে অন্তরে : হিন্দু যে তার স্বভাবের আচরণে,
হিন্দুর দেশে হিন্দুর চিরাচরিত তুরভিসার
"ধর্মযুদ্ধ" বরিতে যাহার নয় হৃদি কম্পিত,
অত্যাচারের কুরুক্ষেত্রে "ক্লীব" নয় প্রাণ যার,
মিথ্যারে ভয়ে সত্যের নামে করে না যে চিহ্নিত,
মহাভারতেরে অমৃতকাহিনী তার করে উপহার।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি
নববর্ষ, ১৩৫৭

ইতি
গুণমুগ্ধ
শ্রীদিলীপকুমার রায়

নিবেদন

"ভাগবতী কথা"র ভূমিকায় যে-নিবেদন করেছি তার পুনরুক্তি করতেই হ'ল। কারণ "মহাভারতী কথা" "ভাগবতী কথা"রই দোসর—তার পরিকল্পনায় তথা আঙ্গিক-গঠনে। অর্থাৎ অনুবাদ নয়—মহাভারতের মূল চিত্রকে অনুসরণ ক'রে নিজের প্রেরণার পথে তার তিনটি পর্ব থেকে তিনটি ছবি আঁকার চেষ্টা : কৃষ্ণদৌত্য—উদ্যোগপর্ব থেকে, শিশুপাল-বধ—সভাপর্ব থেকে, ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ—শান্তিপর্ব থেকে। শিশুপাল-বধ হয়ত সব আগে দিলে ভালো হ'ত যেহেতু উদ্যোগপর্ব সভাপর্বের পরবর্তী। তবে কৃষ্ণদৌত্য সব আগে লেখা—১৯৪৬ সালে, শিশুপাল-বধ তারপরে, সবশেষে ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ। তাই সেই পর্যায়েই এরা বিন্যস্ত হ'ল।

ছন্দসম্বন্ধে "ভাগবতী কথা"-য় বলেছি। তার পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। শুধু এইটুকু বলব যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে স্থলে স্থলে ছন্দের সৌকর্যার্থেই মাত্রাবৃত্তভঙ্গি এনেছি যে-ভঙ্গি অক্ষরবৃত্তে বেশি না হলেও খানিকটা চালু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। যথা রবীন্দ্রনাথের "যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে" বা "আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে"। নিশিকান্তের "জগদ্ধারিণী মাতা" শ্রীসুধীন্দ্রদত্তের "হিরণ্ময়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে" বা "জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভিড়ে"। মৈত্রেয়ী দেবীর "ফেনিলোচ্ছল জল" ইত্যাদি। এখানে উদ্ধৃত লাইনগুলি অক্ষরবৃত্ত

ছন্দে-রচিত কবিতায়ই লেখা হয়েছে অথচ "যুগান্তরের" "অবগুণ্ঠিতা" "জগদ্ধারিণী" "হিরণ্ময়ের" তথা "ফেনিলোচ্ছল" মাত্রাবৃত্তভঙ্গিম ছয়মাত্রা—অক্ষরবৃত্তভঙ্গিম পাঁচমাত্রা নয়। আমার "ছান্দসিকী"তে আমি এধরণের আরো বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি যে প্রয়োগকৌশল জানলে অক্ষরবৃত্তে এধরণে মাত্রাবৃত্ত চাল স্বচ্ছন্দেই আনা যায় ও আনা বাঞ্ছনীয় কেননা তাতে ক'রে ছন্দের সৌন্দর্য বাড়ে। উদাহরণতঃ মহাভারতী কথায় ১৩৩পৃষ্ঠায় আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্তে লেখা হয়েছে "সারথি চিরন্তন—কিন্তু কভু বলের প্রভাবে" এখানে "চিরন্তন" মাত্রাবৃত্তের ম'ত পাঁচমাত্রা। সূর্যমুখীতেও আমি এধরণের ভঙ্গি দিয়েছি (ধ্রুবসুন্দর কবিতায়):

"করে ফুল বঞ্চিত মোরা চাহি সঞ্চিত রাখিতে সম্পদ"

এখানে বঞ্চিত ও সঞ্চিত চার মাত্রা। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী অনুবাদেও আমি এ-প্রয়োগ করেছি যথা:

শ্রুত বহুবাঞ্ছিত চরণের ধ্বনি সম

কিম্বা

অপরিবর্তনীয় দৈব ও মৃত্যুর নিত্যবিধি

ইত্যাদি, সাবিত্রী অনুবাদের ভূমিকায় যেকথার উল্লেখ করেছি। বাঞ্ছিত এখানে চারমাত্রা, অপরিবর্তনীয় আটমাত্রা।

ইতি।

নববর্ষ ১৩৫৭

ভূমিকা

বহুদিন থেকে ইচ্ছা ছিল মহাভারত মূল সংস্কৃতে পড়ব। কিন্তু সময় হয়ে ওঠে নি। বিদ্যাপতির একটি কীর্তন শিখেছিলাম, তাতে আঁখর ছিল: "আমার সকল কাজের সময় হ'ল তোমায় ভজবার সময় হ'ল না।" আধুনিক জীবনের কী চমৎকার ভাষ্য! নৈলে প্লেটো আরিষ্টট্‌ল্ স্পিনোজা ক্যাণ্ট হেগেল বার্গসঁ এমন কি হেগেল মার্ক্স পর্যন্ত পড়বার আমাদের সময় হয়, হয় না কেবল ব্যাস বাল্মীকি পড়বার।

আমি বলছি না আ-প্লেটো-হেগেল তত্ত্বার্ণব মন্থন ক'রে কিছুই মিলতে পারে না। জ্ঞানের জাতি নেই, স্বদেশ নেই। প্রতি ভাবুকের চিন্তা থেকেই কিছু না কিছু আমরা লাভ করি বৈ কি। আমার আপত্তি নয় আধুনিকতায়; আমার আপত্তি—প্রথম, আধুনিক হ'তে গিয়ে আমরা আমাদের অদ্বিতীয় রসশিল্পের মহৎ উত্তরাধিকার খোয়াচ্ছি—মনে প্রাণে বৈদেশিক ব'নে; দ্বিতীয়, এই মহৎ উপলব্ধিকে হেলায় হারাতে বসেছি যে, সব জ্ঞানের সেরা জ্ঞান হ'ল অধ্যাত্ম জ্ঞান। পরমহংসদেবের প্রিয় গান মনে পড়ে: "রামকো যো ন জানা সো ক্যা জানা হ্যায় রে?" আর এই যে জ্ঞানের জ্ঞান—অধ্যাত্মতত্ত্ব, এতে আমাদের জন্মস্বত্ব—যেকথার সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের মহাভারত। অর্থাৎ, অধ্যাত্মতত্ত্বের কুলুধ্বনি সবদেশেরি শ্রেষ্ঠ মানুষের মন টানলেও তার মহাকল্লোল নিবিড়তম হয়েছে একমাত্র ভারতবর্ষে, আর মহাকাব্য তথা মহাজীবন-নাট্যরূপে সে কল্লোল গভীরতা, বৈচিত্র্য ও ঘাতপ্রতিঘাতের ত্রিবেণীসঙ্গমে সমৃদ্ধতম হ'য়ে উঠেছে আমাদের মহাভারতে। আরো একটু বলতে পারি—মূল সংস্কৃতে

মহাভারত পড়ার পরে—যে, "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে" প্রবচনটি মাত্র স্বাদেশিকতার সস্তা জাঁক নয়। মহাকাব্যের চিরঞ্জীবী ছন্দে জগতে কোনো কবি অদ্যাবধি রচনা করেন নি এমন বহুবিচিত্র প্রাণমর্মর, মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনচিত্র—সর্বোপরি, নররূপী নারায়ণের মহাসারথ্যগরীয়ান্ চিরন্তন দীপ্তদিশারিবিগ্রহ।

কিন্তু এ-সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার জন্যে আমার প্রয়োজন ছিল বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বোধি-দিশারির নির্দেশ পাওয়ার। তিনি শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর কাছে এ-নির্দেশ পাওয়ার ফলেই আমার উৎসাহ জাগে সংস্কৃত ভাষার ফের চর্চা করবার—বিশেষ ক'রে যখন তিনি একটি পত্রে লিখলেন আমাকে: "The Mahabharata is a greater creation than the Iliad, the Ramayana than the Odyssey and spread, either and both of them, their strength and achievement over a larger field than the whole dramatic world of Shakespeare; both are built on an almost cosmic vastness of plan and take all human life (the Mahabharata all human thought as well) in their scope and touch too on things which the Greek and Elizabethan poets could not even glimpse."

(ভাবার্থ: রামায়ণ মহাভারত হোমারের ওদিসি ও ইলিয়াদের চেয়েও মহত্তর সৃষ্টি—শেক্সপীয়রের নাট্যজগতের চেয়েও বিশালপরিসর; এদের পটভূমিকা যেন সমগ্র জৈবলীলাকে অঙ্গীকার করেছে, মহাভারত সমগ্র মানবিক চিন্তাজগৎকেও এনেছে তার পরিধির মধ্যে: এদের উপজীব্য ও ক্ষেত্র গ্রীক ও ইংরাজ কবিযুগলের ধারণারও অতীত।)

এর পরে মহাভারত রামায়ণ মূল সংস্কৃতে না প'ড়ে শান্তি পাই কেমন ক'রে? অথচ সংস্কৃত ভালো ক'রে শেখার সময়াভাব—নানা কাজের চাপে। কিন্তু তবু চর্চা করতে হ'ল ফের। একটু সুবিধা হ'ল এই যে, পিতৃদেবের সংস্কৃত ছন্দপ্রীতির দরুণ (যা অত্যাধুনিক কবিদের মতে ভ্রান্ত

প্রীতি) আবাল্য বুকের মধ্যে একটা তার উঠত বেজে সংস্কৃত ছন্দ শুনতে না শুনতে। এই জন্তেই ম্যাট্রিকে ইংরাজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলাম আমি খাঁটি অনুষ্টুপে—ষোলোবৎসর বয়সে। কী ক'রে করলাম তার কোনো কারণ নির্দেশ করতে আমি অক্ষম, তবে এবিষয়ে আমার এতটুকু সংশয় নেই যে, ভাষার পরমতম শক্তি নিহিত নয়—ব্যাকরণে, নিহিত—তার ছন্দকল্লোলে। (আর কল্লোলে সংস্কৃত ছন্দের প্রতিযোগী হ'তে পারে আর কোন্ ভাষা ?) তাই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না-হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত কাব্যের ছন্দের মাধ্যমে আমি দেবভাষার অন্তরলোকে পৌঁছতে পেরেছিলাম—যার মূলে ছিল সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে আমার গভীর অনপনেয় শ্রদ্ধা ও পিতৃদেবের-কাছ-থেকে পাওয়া সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে সহজ গভীরায়মান অন্তঃশ্রুতি।

কিন্তু মিথ্যা বলা ভাল নয়—গুরুভক্ত বা রসিক সাজতেও নয়। তাই সদুঃখে স্বীকার করছি, গুরুদেবের প্রশংসা সত্ত্বেও রামায়ণ প'ড়ে আমার হৃদয়ের তার বেজে ওঠে নি। তাই একটু ক্ষুণ্ণমনেই ধরলাম মহাভারত—রামায়ণ শেষ ক'রে। সব খেদ গেল মিলিয়ে চক্ষের নিমেষে : বুকের মধ্যে ডমরু বেজে উঠল নানাচরিত্রেরই আবেদনে, কিন্তু বিশেষ ক'রে কৃষ্ণের ছবিতে। তাঁর প্রতি হাসি, প্রতি ভঙ্গিমা, প্রতি স্বতোবিরোধ এমন কি —শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ভাষায়—তাঁর "Divine 'crookedness"-ও যেন মহাভারতে ছন্দকল্লোলের মধ্যে দিয়ে নতুন ক'রে অনুভব করলাম রক্তের প্রবাহে। কৃষ্ণকে ভালোবাসার দরুণই আমি "অহিংসা" মন্ত্রকে জপমালা করতে পারি নি। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে, ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ !"—এই-ই তো হিন্দুর প্রাণের কথা : ধর্মের জন্তে অস্ত্র না ধ'রে, যে-আসুরী শক্তি আসছে সংঘবদ্ধ হ'য়ে, চড়াও হ'য়ে তাকে গিয়ে বলা : "আমার মা বোনের গায়ে হাত দিলেও আমি অহিংসা মন্ত্র জপ ক'রে ক্লৈব্যসিদ্ধি লাভ করব"—এরই নাম কি মনুষ্যত্ব ? মেনে নেওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণেরই উক্তি মনে পড়ে যখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে উস্কে দিচ্ছেন :

"বধ্যঃ সর্প ইবানার্যঃ সর্বলোকস্ত দুর্মতিঃ
জহ্যেনং ত্বমমিত্রঘ্ন মা রাজন্ বিচিকিৎসিথাঃ।" *

মহাভারতের ছত্রে ছত্রে আছে এই ধরণের বীর্যের কথা: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" তাই এযুগে আমাদের আরো পড়া দরকার বারবার কৃষ্ণচরিত্র—কাশীদাসী কৃষ্ণ নয়, মূল মহাভারতের কৃষ্ণ। "মহাভারতের কৃষ্ণ" বলছি এইজন্যে যে এযুগে ক্লৈব্যকে অহিংসা ও তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে ভ্রম হবার সম্ভাবনা দিনে দিনে এমনই ফেঁপে উঠছে যে অনেক চিন্তাশীল মানুষেরও দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে যার ফলে তাঁরা এই অতি অসার ও অসত্য কথার প্রচারে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠেছেন যে, হিন্দুর চরম মন্ত্র নিষ্ক্রিয় অহিংসা। তাইতো আজকের দিনে আমাদের আরো শোনা দরকার ভগবান্-স্বয়ং-এর মুখ থেকে—যেকথা কৃষ্ণ বলেছেন যুধিষ্ঠিরকে ঘোর নৈশ্চিত্যের সুরেই (উদ্যোগপর্ব, ৬৮অধ্যায়)।

"মনুষ্যলোকক্ষয়কৃৎ সুঘোরো নো চেদনুপ্রাপ্ত ইহান্তকঃ স্যাৎ।
শস্ত্রাণি যন্ত্রং কবচান্ রথাংশ্চ নাগান্ হয়াশ্চ প্রতিপাদয়িত্বা॥
যোধাশ্চ সর্বে কৃতনিশ্চয়াস্তে ভবন্তু হস্ত্যশ্বরথেষু যত্তাঃ।
সাংগ্রামিকং তে যদুপার্জনীয়ং সর্বং সমগ্রং কুরু তন্নরেন্দ্র॥"

(ভাবার্থ: "মানুষ বিপাকে পড়েছে রাজন্, সাক্ষাৎ কৃতান্ত এসে দিলেন হাজিরি। কাজেই যুদ্ধের জন্যে উঠে প'ড়ে লাগুন, সাজান সাজান চতুরঙ্গ সেনা—নৈলে জানবেন সর্বনাশ আসন্ন।")

কিন্তু জীবন স্বতোবিরোধে ভরা। তাই ধর্মযুদ্ধের জন্যে কৃষ্ণের "সাজ সাজ" পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে আমরা শুধু যে কান পাততে ভুলে যাচ্ছি তাই নয়, এমন কথাও মহাত্মা গান্ধির মুখে শুনে যাচ্ছি বিনা প্রতিবাদে যে গীতায় কৃষ্ণ অহিংসামন্ত্রেরি জয়গান করেছেন। আর "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"—স্বয়ং কৃষ্ণই বলেছেন। তাই হিন্দুর নেতার মুখে রটছে এই অতি অসার কথা

* দুর্মতি-যে সে সর্পের ম'তই সর্বলোকের বধ্য, তাই হে শত্রুহন্তা, দুষ্ট কৌরবকে তুমি বধ করো—পিছিয়ে যেও না।"

(মহাভারতী কথা ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

যে ভারত কোনদিনই যুদ্ধের সাধুবাদ করে নি—যে-ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব—দেবমানব কৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠ দেবী দুর্গা দনুজদলনী। আশ্চর্য নয়?

তাই মনে হয় যে, কৃষ্ণের পরমমহিমা বোঝা হয়ত এযুগের মানুষের কাছে নানা কারণে একটু বেশিরকমই কঠিন হ'য়ে উঠেছে। কেন এ-সংশয় এল বোঝাতে দুটি মাত্র উদাহরণ দেব।

প্রথম। অন্নদাশঙ্কর চিন্তাশীল লেখক। কিন্তু তিনিও অসাবধানে লিখে বসলেন: মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র—যুধিষ্ঠির। "অসাবধানে" বলছি এইজন্যে যে, হঠাৎ কোনো কারণে একটা মূলগত দৃষ্টিবিভ্রম না হ'লে এতবড় একটা ভুল রায় তিনি কখনই দিতে পারতেন না। আর এই দৃষ্টিবিভ্রমের মূলে ক্রিয়মাণ—অহিংসা মতবাদের অগভীর, একপেশো নৈতিকতা, উৎকট অসুখের সরল টোটকা বাৎলে দেওয়ার সস্তা প্রবৃত্তি। মানে, কৃষ্ণ হ'লেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান অচক্রধর চক্রী— ‹‹ mover —(বার বার তিনি পাণ্ডবদের কী ভাবে যুদ্ধের জন্যে উস্কে দিচ্ছেন কৃষ্ণ-দৌত্যে দ্রষ্টব্য)—কাজেই কৃষ্ণকে ছোট না করলে যুধিষ্ঠিরকে বড় করা যাবে কেমন করে—যে-যুধিষ্ঠির যুদ্ধে দারুণ বীতরাগ—যেজন্যে দ্রৌপদী তাঁকে প্রকাশ্য সভায় অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন—এমন-কি ক্লীব পর্যন্ত বলতে তাঁর বাধল না! কিন্তু যা বলছিলাম। অন্নদাশঙ্করের এ-মতবাদ প'ড়ে আমার এমনও মনে হয়েছে যে, মহাভারত সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করতে তিনি কাশীরাম দাসের কাছেই হাত পেতে থাকবেন—যাঁর গ্রাম্য সরল মনোভঙ্গি কৃষ্ণের সে-সর্বতোমুখ বিশ্বরূপের কোনো নাগালই পায় নি যে যুগে যুগে স্বভাবে বহুরূপী হ'য়ে এসেছে নিজের বিপুল লীলার নিহিতার্থ বিধান করতে। (হয়ত আমি তাঁকে ভুল বুঝে থাকব—তিনি আমার সহৃদয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু, তবে মতভেদের অধিকার তিনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যের গুণে, তাই বলি যা আমার মনে হয়েছে এ সম্পর্কে।)

আমার মনে হয় মূল মহাভারত পড়লে কারুর মনে হ'তেই পারে না যে কৃষ্ণ শুধু মহাভারতের প্রধান চরিত্র তাই নয়—তিনি মহাভারতী জীবন-

নাটিকার হর্তাকর্তাবিধাতা—তুফান তুলতেও তিনি, শান্তিপাঠ করতেও তিনি, পালকও তিনি ; ঘাতকও তিনি, কোতোয়ালও তিনি ; দূতও তিনি, যুদ্ধ না ক'রেও সেনাপতি, রাজা না হ'য়েও রাজস্রষ্টা—kingmaker : এককথায়, সঞ্জয়ের ভাষায় : কাল জগৎ ও যুগচক্রের চক্রধারী :

কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ ।
আত্মযোগেন ভগবান্ পরিবর্তয়তেঽনিশম্ ॥

আর একথা শুধু-যে রহস্যময় নিয়ন্তা হিসেবে খাটে তাই নয়—মহাভারতের কোটিচক্র জীবনরথের প্রতি চক্রের মেরু, ব্যাস, নেমি ও অর একমাত্র তিনিই, আর কেউ নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩১০ সালে তিনি একটি পত্র লিখেছিলেন* তাতে তিনি এই আশ্চর্য রায়টি দিয়েছিলেন অনেক গবেষণা ক'রে যে : "শিব কালী ও কৃষ্ণ এই তিন দেবতারই আচার ব্যবহার এবং ভাবগতিক সমস্তই আর্য-রীতির বহির্ভূত।…শিব এবং কৃষ্ণ সামাজিকভাবে হিন্দুর আদর্শ নহেন, বরং তাহার বিপরীত। এই দেবতারা যে অনার্যের দেবতা এবং তাহারা যে সূর্যবংশাভিমানী অনার্য রাজপুতের মতো গায়ের জোরে বৈদিক প্রাচীনত্ব গ্রহণ করিয়া আর্যসমাজে মিশিয়া গেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ভাবুকতা সত্ত্বেও এতবড় দৃষ্টিবিভ্রম যে কবির হয়েছিল তার একটি প্রধান কারণ মনে হয় এই যে তিনি মানবসমাজকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন—আধুনিক যুগের ভাষায়—নিছক ঐহিক মনোবৃত্তি (secular outlook) দিয়ে। কিন্তু কোনো সমাজকেই শুধু তার সামাজিক ব্যবহারিক লোকাচার দিয়ে বোঝা যায় না। কারণ যে মহানিয়ন্ত্রী শক্তি বিশ্বাতিগ হ'য়েও বিশ্বানুগ ছন্দে জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন, মাত্র ঐহিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে তার তলস্পর্শ করা অসম্ভব। ভাগবতে ভীষ্ম কৃষ্ণের এই দুর্বোধ্য রূপের ঈষদাভাস দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন যখন যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলছেন :

* ১৩৫০, বৈশাখের প্রবাসীতে চিঠিটি ছাপা হয়েছিল সমগ্র চিঠিটি—দ্রষ্টব্য।

ন হৃস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি॥

অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের মৎলব যে কী কেউ জানে না মহারাজ! মনের বিচার দিয়ে তাঁকে বুঝতে গিয়ে এমন কি যোগারূঢ় দ্রষ্টা কবিরাও পড়েছেন অথই জলে।"

পড়েছেন, কেন না কৃষ্ণ মানবিক নীতিবাদের নিয়মকানুন মেনে চলেন নি—চললে তিনি আর যাই হোন না কেন কৃষ্ণ হ'তেন না। শ্রীঅরবিন্দের কাছে যখন প্রথম শুনি যে, নীতিবাদ অধ্যাত্মতত্ত্বের নাগাল পায় না—তার জন্যে চাই অন্য চেতনা, অন্য দৃষ্টি, তখন আমাদের অনেককেই এইরকমই অথই জলে পড়তে হয়েছিল বিশেষ ক'রে যখন তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে দিব্য অবতারেরা মানবিক মাপকাটির দিক থেকে যে নিখুঁৎ হবেন এমনো কোনো কথা নেই: "আমি এখানে বলতে চাই দুটি কথা যাদের আমার কাছে মনে হয় স্বতঃসিদ্ধ—যদি না আমরা সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞানকে উল্টে দিতে চাই আধুনিক য়ুরোপীয় ভাবধারা দিয়ে: এক, দিব্য অবতরণ যখন মানসিক তথা মানবিক ধরণধারণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকট করে তখনো তার পিছনে থাকেই থাকে একটি চেতনা যে শুধু-যে আমাদের মনের নাগালের বাইরে তাই নয়, যে এই অজ্ঞান বিশ্বমানবের ক্ষুদ্রপরিসর মানসিক বা নৈতিক বিধিবিধানের কোনো ধারই ধারে না। কাজেই এই সব সঙ্কীর্ণ ধারণা ভগবানেব ঘাড়ে চাপাতে যাওয়া অযৌক্তিক ও বিড়ম্বনা।"*

কিন্তু মানুষ মানুষ ব'লেই ভগবানের উপর তার নিজের মনগড়া নীতিবাদ না চাপিয়ে পাবে না। তাই গান্ধিজি বললেন যে শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন অহিংসার পুরোহিত, রবীন্দ্রনাথ বললেন কৃষ্ণ ছিলেন অনার্যদের দেবতা, শুধু গায়ের জোরে বৈদিক প্রাচীনতার নামাবলী পরে ছদ্মবেশে আর্যসমাজে ঢুকে পড়েছেন—অলক্ষ্যে। এঁদের দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

* মূল চিঠিটি মস্ত—স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা পাবেন এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টির পরিচয় Second Series of Letters-এ Avatarhood and Evolution অধ্যায়ে। এচিঠিটি ছাপা হয়েছে ৫১৮—৫২০ পৃষ্ঠায়।

আমার উদ্দেশ্য শুধু এই কথাটি প্রতিপন্ন করা যে কৃষ্ণের কাছ থেকে আমরা আজো জীবনদীক্ষা পেতে পারলেও ঠিক আমাদের নৈতিক মনোভঙ্গি নিয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা চাইলে সে-দীক্ষা হবে পায়ে না চ'লে হাতে চলবার চেষ্টার মতনই পণ্ডশ্রম। কারণ কৃষ্ণকে আমরা কিছুতেই ঠিক্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারব না যতদিন না আমরা বুঝতে শিখব যে, মন দিয়ে চেষ্টা করতে করতে ও ভাষা দিয়ে সে-চেষ্টাকে প্রকাশ করতে করতে পাওয়া যায় না তাঁর হদিশ "যতঃ বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যেখান থেকে কাঙাল বচন মন শূন্য হাতে আসে ফিরে ফিরে।

মহাভারতের কৃষ্ণের বেলায় একথা আরো বেশি ক'রে প্রযোজ্য এই জন্যে যে মহাভারতের কৃষ্ণকে ব্যাসদেব খানিকটা ঢেকে রেখেই এঁকে-ছিলেন, একেবারে তাঁর ভাগবত বিভূতির পূর্ণ মহিমাকে উদ্ঘাটন ক'রে দেখান নি—যেমন দেখিয়েছিলেন তিনি পরে ভাগবতে। (একথা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে নারদ ও ব্যাসের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে বিশদ ক'রে—আমার ভাগবতী কথায় যার কাব্যরূপ আমি দিতে চেষ্টা করেছি—বাহুল্যভয়ে সেসব উদ্ধৃত করলাম না, কৃষ্ণোৎসাহীরা পড়ে দেখতে পারেন) কিন্তু যা বলছিলাম।

বলছিলাম, কৃষ্ণকে বোঝা তাঁদের পক্ষে সহজ নয় যাঁরা আমাদের মতন য়ুরোপের বুদ্ধিবাদকেই বরণ করেছেন পরম দিশারি ভেবে। শ্রীঅরবিন্দ বার বার বলেছেন যে এইখানেই হয়েছে আমাদের গোড়ায় গলদ আর তাই জন্যেই আমাদের স্বাভাবিক ভারতীয় আধ্যাত্মিক সহজবোধ দিনে দিনে এতই ঝাপসা হ'য়ে এসেছে যার ফলে রবীন্দ্রনাথের মতন ভাবুকও অম্লান বদনে বলতে পারলেন যে, কৃষ্ণ ছিলেন অনার্যের দেবতা, অন্নদাশঙ্করের মতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকও ভাবতে পারলেন মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণ নন—যুধিষ্ঠির। এযুগের বুদ্ধিবাদী মহামনীষীদের মধ্যে কৃষ্ণকে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পেরেছিলেন বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তিনিও এই মানবিকতার আবহাওয়ার প্রভাব পুরোপুরি কাটাতে পারেন নি—তাই কৃষ্ণকে অবতার বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তিনি প্রাণপণে আঁকতে চেয়েছিলেন তাঁকে

নিখুঁত মানুষ রূপে। সেই সনাতন anthropomorphic মনোবৃত্তি—'কিনা, ভগবানকে আমাদেরই একটা রাজসংস্করণ হিসেবে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা। নৈলে বঙ্কিমচন্দ্র অতবড় মনীষী হ'য়েও যেখানেই তাঁর প্রতিপাদ্যকে বজায় রাখা শক্ত হয়েছে সেইখানেই তাকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু মহাভারতকার জানতেন যে কৃষ্ণ মানবিক বুদ্ধির পরিধির বাইবে, তাই তিনি কৃষ্ণাবতারের স্বতোবিরোধবহুল চিত্র এঁকেও দিয়েছেন তাঁকে নারায়ণের পদবী—শঠের সঙ্গে কৃষ্ণের শাঠ্যাচরণ দেখে নীতিবাদীদের মতন চমকে উঠে তাঁকে "অনার্য" ব'লে দূর থেকে দণ্ডবৎ ক'রেই বিদায় নেন নি। সম্ভবত তাঁর কল্পনার পরিধিব মধ্যে এ-দুশ্চিন্তার উদয়ই হয় নি যে কৃষ্ণের যে-ছবি তিনি তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে এঁকেছেন সে-ছবিব মহিমাকে পরবর্তী যুগের বুদ্ধিবাদীদেব কেউ কেউ অস্বীকার করবেন কৃষ্ণের রকমারি "দুঃশীলতাকে" কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে তাঁকে একটি নীতিসিদ্ধ সুশীল মানুষ ব'লে দাঁড় করাতে চেয়ে, কিম্বা "ভগবান্ স্বয়ং"-কে মানবিক পিনাল কোডের ধারায় অভিযুক্ত ক'রে অনার্যদের দেবতা ব'লে দায়রায় সোপর্দ কববাব কর্তব্যবোধে।

কিন্তু এজন্যে দুঃখবোধ করলেও আক্ষেপ করা বৃথা। কারণ সুনীতি দুর্নীতির ভাবধারা কালগত ব'লে তাকে দিয়ে কালাতীতকে ধরা ছোঁওয়া যায় না—যেতে পারে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দিলাম তাঁদের সমালোচনা করতে নয়—তাঁরা ভ্রমবশে কৃষ্ণের দিব্য-কায়াকে চলতি নৈতিক মাপকাটি দিয়ে মাপতে গিয়ে গোলমেলে কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন এই শোকাবহ মতটির দিকে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তাঁদের তাই আরো মনে করিয়ে দিতে চাই—যেকথা বলেছেন ব্যাসদেব অকুতোভয়ে এমন কি কুন্তীর কৌমার্যভঙ্গরূপ অসতীত্বকেও সমর্থন ক'রে (অনুশাসন পর্ব):

সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচি :।
সর্বং বলবতাং ধর্মঃ সর্বং বলবতাং স্বকম ॥

অর্থাৎ বলবানের কাছে তাই হ'তে পারে অমৃত যা দুর্বলের কাছে বিষ।

ভারতের ছিল এই আত্মিক বলে শ্রদ্ধা যেজন্তে উপনিষদে স্বর্গরাজ্যের পাসপোর্ট দেওয়া হয় নি দুর্বলকে, দেওয়া হ'য়েছিল বীরকে, বলা হয়েছিল "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আর বিশেষ করেই এই শক্তিদীক্ষার মূর্ত বিগ্রহ তথা সাক্ষাৎ গুরু হ'য়ে এসেছিলেন মহাভারতের কৃষ্ণ পার্থসারথি-রূপে। বৃন্দাবনের বাঁশি নয় এখানে—দুর্জনের শাস্তা চক্রধর। রসাবেশে ঢুলু ঢুলু নওলকিশোর নন আর—পাণ্ডবের সদাজাগ্রত রক্ষক, বলিষ্ঠ দ্বারপাল তথা বিচক্ষণ মন্ত্রী যিনি শত্রুর গৃহে দূতবেশে যাচ্ছেন বটে কিন্তু সশস্ত্র হ'য়ে, বলছেন সাত্যকিকে "রণসাজে সাজো বন্ধু, শত্রু দুর্বল হ'লেও বলবানের অবজ্ঞেয় নন—সাবধান হওয়াই চাই" (মহাভারতী কথা ৪৬ পৃষ্ঠা) তাইতো শক্তির এই মূর্ত প্রতিভূর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে—পাণ্ডবদের মধ্যে? নীতিপন্থীদের নয়নানন্দ, নিখুঁৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? না তো: সে অর্জুন:

"ন হি দারা ন মিত্রাণি জ্ঞাতয়ো ন চ বান্ধবাঃ।
কশ্চিদন্যঃ প্রিয়তরঃ কুন্তীপুত্রান্মমার্জুনাৎ॥ *

অর্থাৎ "জ্ঞাতি স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কেউ আমার তেমন প্রিয় নয় যেমন প্রিয় কুন্তীপুত্র অর্জুন।"

কৃষ্ণের অবশ্য নানা রূপ। বলেছি তিনি স্বভাবে বহুরূপী। গোপীদের কাছে তাঁর যে রূপ উদ্ধব অক্রূর প্রমুখ ভক্তদের কাছে তাঁর সে-রূপ নয়। আত্মীয় সাত্বতদেব কাছে তাঁর যে-রূপ অনাত্মীয় দর্পীর কাছে সে-রূপ নয়। সতীর্থ গোপবালকদের কাছে যে-রূপ গুরুজনের কাছে সে-রূপ নয়। এমন কি এক স্ত্রীর কাছে যে-রূপ অন্য আব এক স্ত্রীর কাছে তাঁর সে রূপ নয়। উদাহরণবাহুল্যের প্রয়োজন দেখি না: আমার মূল বক্তব্য এই যে সাধারণ মানুষেরই চরিত্র নানামুখী—কেননা জীবনের প্রাণের নানামুখিতা তথা ক্ষণে-ক্ষণে-পবিবর্তনশীলতাই হ'ল মর্ত্যজীবনের বৈচিত্র্যের প্রধান উপজীব্য। কৃষ্ণ শুধু এই বিপুল প্রাণলীলার উর্ধ্বে-সঞ্চরমাণ অনুমন্তা ও অধিনায়ক নন, এই প্রাণলীলার অন্তঃপুরবাসী সখা সহচর বিচারক গুরু

* দ্রোণপর্ব ৭০ অধ্যায়ে দারুককে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

দিশারি সুখের সরিক দুঃখের কাণ্ডারী। এহে'ন বহুরূপী অথচ বিশ্বম্ভর, অতি সুন্দর অথচ দুরবগাহ, দৃশ্যত সসীম অথচ বস্তুত বিরাট—ইচ্ছামাত্র-অতিকায়—লোকনাথের যে-রূপটিকে ব্যাসদেব ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অপরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকাব্য মহাভারতে তার সঙ্গে পরিচয় লাভ এযুগে আমাদের বিশেষ দরকার যখন চারিদিক থেকে অহিংসার ছদ্মবেশে ক্লৈব্য, উচ্ছ্বাসের ছদ্মবেশে অসারতা, ভোগের ছদ্মবেশে কাপুরুষতা ও সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার ইঙ্গিত আমাদের অহরহই পথ থেকে টানছে বিপথে! যাঁরা মনে করেন কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার রূপই তাঁর চরম রূপ তাঁরা কৃষ্ণকে সীমিত করেন। কারণ কৃষ্ণের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় দ্রষ্টা মহাকবি ব্যাসদেব কোথাও একথা বলেন নি যে কৃষ্ণ এই এই। বলেন নি কারণ তিনি মর্মে মর্মে জানতেন, যে কৃষ্ণ কী বস্তু তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যে তাঁকে যে রূপে বরণ করে সেই রূপেই দেখতে পায় ও মনে করে সেই রূপই হ'ল তাঁর স্বরূপের সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ। কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণের ক্ষণে-ক্ষণে-পরিবর্তনশীল রহস্যময় বিরাটপুরুষের পরিচয় যে না পেয়েছে সে জানে নি শ্রীঅরবিন্দ কী বলতে চেয়েছেন যখন তিনি আমাকে লেখেন একটি পত্রে যে কৃষ্ণ কবিকল্পনা ছিলেন না—তাঁর অবতরণই আমাদের কাছে এনে দেয় এই পরম নৈশ্চিত্য যে "অন্ততঃ একবার ভগবান্ পার্থিব ভূমিতে পদার্পণ ক'রে তাঁর পূর্ণ মর্ত্যপ্রকাশকে সম্ভব ক'রে তুলেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন যে বিশ্বাতিগ দিব্য প্রকৃতিকে নামিয়ে আনা যায় এই ক্রমোন্মেষমাণ হ'লেও চ্যুতিভরা মর্ত্য প্রকৃতির বুকে।"*

* If one can accept the historical reality of the Incarnation, there is the great spiritual gain that one has a *point d'appui* for a more concrete realisation in the conviction that once at least the Divine has vividly touched the earth, made the complete manifestation possible, made it possible for the divine supernature to descend into this evolving but still very imperfect terrestrial nature."

(Letters of Sri Aurobindo Ist Series..353—358 pages)

কথায় কথায় কথা বেড়েই চলল। আর বেশি ব'লে লাভ নেই—বিশেষ এই জন্যে যে কৃষ্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য নন ব'লেই বুদ্ধির কাছে তাঁর মহিমা বেশি ক'রে বলা নিষ্ফল—পরমহংসদেবের ভাষায় "একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে?" তবু যে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত কিছু বললাম, সে কৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে আঁকবার স্পর্ধায় নয়, শুধু এই কথাটি ব'লে বোঝাতে যে, শুধু বুদ্ধি দিয়ে যে তাঁকে ধরতে যাবে তাকেই যাবেন তিনি ফসকে—তা তাঁর পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথই হোন বা বঙ্কিমচন্দ্রই হোন্।

তবে আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতন মহামনস্বীরও এ-ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম হ'য়েছিল এই একটি গোড়াকার কথা না বুঝে—যেকথা আমাকে শ্রীঅরবিন্দ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর একটি পত্রে—যে, কোনো অতীত যুগের স্বরূপকে চিনতে হ'লে এ-যুগের মনোভঙ্গি তথা বিচারপদ্ধতি খানিকটা বর্জন না করলেই নয়। একথা আরো বেশি ক'রে খাটে পরীক্ষার বস্তু যতই বিকাশগভীর হ'য়ে ওঠেন। সুতরাং—যেহেতু অবতারেই মানবের পরমতম বিকাশ, অসমোর্ধ পরিণতি, সেহেতু—অতীত যুগের অবতারকে পরবর্তী যুগের পক্ষে বোঝা সবচেয়ে কঠিন হ'য়ে তো উঠবেই। কিন্তু একথা মেনে নিয়ে তবু বলা যায় যে এহেন আবির্ভাবকে তার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া সাধারণ (বা অসাধারণ) বুদ্ধিজীবীর পক্ষে প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি হ'লেও তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সংজ্ঞা বা সূত্র বাঁধতে যাওয়া যে বিড়ম্বনা এটুকু বোঝা সম্ভব। আর এটুকু বোঝার মূল্য খুবই বেশি কেন না এই বিনতির মধ্যেই নামে সেই জ্ঞানের আলো যা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে চেয়েও প্রতিহত হ'য়ে ফিরে যায় আমাদের বুদ্ধি-অভিমানের কবচে আহত হ'য়ে। কৃষ্ণের এই করুণার কথাই ভীষ্ম বলেছিলেন তাঁর অন্তিম স্তবে ভাবরূপে ভক্তিরসে, অন্তর্দৃষ্টিতে তথা জ্ঞানদীপ্তিতে যার জুড়ি মেলা ভার—শুধু ভক্তির মন্দিরে নয় কাব্যেরো নাটমঞ্চে।

এবার মহাভারতী কথার নির্বাচিত বিষয় তিনটি সম্বন্ধে কিছু ব'লেই এ-ভূমিকার সমাপ্তি টানব।

মহাভারত পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে (যা ইতিপূর্বে ভাগবতী

কথার ভূমিকায়ও বলেছি) যে, মহাভারত শুধু মহাকাব্য এটুকু বললেই তার সম্বন্ধে পরম ও চরম কথা বলা হ'ল না। মহাভারতের প্রধান উপজীব্য যে নররূপী নারায়ণের অবিশ্বাস্য অথচ অনস্বীকার্য অবতরণ এই সত্যটিকে সব আগে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখতে হবে। না দেখলে শুধু সন্ধানীর দৃষ্টিবিভ্রমই নয়—কাব্যরসিকের রসাবেশও পূর্ণসমৃদ্ধ হবে না। মর্ত্য দেহে অমর্ত্যের লীলামহিমার মাত্র তিনটি ভঙ্গি আমি বেছে নিয়েছি কোনো ছক কেটে নয়—যে-যে-ভাবে আমার মন সাড়া দিয়েছে সহজ আবেগে ও স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিবশে সেই সেই ভাবেই।

প্রথম: কৃষ্ণের দূত-রূপ—কিন্তু কী বিচিত্র দূত! বিশ্বসাহিত্যে এ-রূপের কোথায় জুড়ি—যিনি বাহন হ'য়েও চালক, মুখপাত্র হ'য়েও উপদেষ্টা, নির্লিপ্ত হ'য়েও ভক্তাধীন, সর্বোপরি দ্রষ্টা হ'য়েও সমর-সতীর্থ—এককথায়, সাথীর ছদ্মবেশে ত্রাতা। তাই তো সংঘাতের কেন্দ্রে নেমেও তিনি রইলেন নির্বিচল—অসহায় বাণীবাহ হ'য়ে এসে ফিরে গেলেন সবাইকে মূর্ছিত ক'রে তাঁর অসহ্য বিশ্বরূপের ঝলকে।

দ্বিতীয়: কৃষ্ণের শাস্তারূপ। কিন্তু সেই সঙ্গে মিশিয়ে আছে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে তাঁর ক্ষমাময় মূর্তি। ভাগবতে তাই তো বলছেন নাগপত্নীরা—কালিয়দমনে—

ক্রোধ তব হরি নহে অভিশাপ নহে,
অকরুণতায়ও করুণা তোমার বহে,

"ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ"—কেন না

অসতেরে দাও দণ্ড রুদ্ররবে
পাপলেশহীন করিতে তাহারে ভবে।

"দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।"

কিন্তু এই সঙ্গে ব্যাসদেব শুধু তাঁর শুদ্ধিদাতার রূপ দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি দণ্ডের পথে ভাগবতী ক্ষমা কী ভাবে সক্রিয় হয় তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন যখন শেষে বর্ণনা করলেন শিশুপালের আত্মা প্রবেশ করল কৃষ্ণ-দেহে। আমরা যাকে নিধন বলি তার মধ্যেও যে-তারকের তারিণী মাতৃ-

মূর্তি বিরাজ করে—রুদ্রের মধ্যে দুর্গা—এ-অপরূপ চিত্র ব্যাস ছাড়া আঁকতে পারেন আর কোন কবি ?

তৃতীয়ঃ ভীষ্মের মহাপ্রয়াণে—কৃষ্ণের শুধু মহালোকনাথরূপ নয় সেই সঙ্গে একান্ত মানবিক—'uma —বন্ধু রূপ। যুধিষ্ঠির তাঁকে সম্বোধন করছেন কৃষ্ণ অন্যমনস্ক। কী ব্যাপার ? না, ভীষ্মের জন্যে তাঁর মন কেমন করছে !

মনে হয় না কি—একে কে না চিনি ? মনে পড়ছে তখন তাঁর ভক্ত ভীষ্মের কত কথাঃ তার ভক্তি বীর্য পুণ্য চরিত্র ত্যাগ··· কত গুণ !—অথচ দুদিন আগে এই সর্বগুণাধারকেই নিপাত করার জন্যে এই বিচিত্র বরদ বন্ধুটির কী না আকুলি বিকুলি ! যখন দেখলেন অর্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ করছে না তখন নিজেই নামলেন চক্র হাতে তাকে বধ করতে। তখন অর্জুন এল ছুটে—"না না আর অমন করব না, কথা দিচ্ছি—যুদ্ধ করব মন দিয়ে।" যেন শিশুদের খেলাধুলো ও বোঝাপড়া ! একেবারে আধুনিক, চিরন্তন, মানবচরিত্রের সেই চিরকেলে মানবিকতা ফুটে উঠল তার অপরিবর্তনীয় আলোছায়া দোষগুণের সমষ্টি নিয়ে পরিবর্তনের রঙ্গমঞ্চে—অনিত্যের পাদপ্রদীপের সামনে নিত্যের অভিনয় ! তবে এদিক দিয়ে দেখতে গেলে, মহাভারতে শুধু কৃষ্ণের রূপ কেন, প্রতি চরিত্রেরই একটা আশ্চর্য আবেদন হৃদয়ের তারে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠেঃ সে হ'ল তার আধুনিকতা। কৃষ্ণ যে সনাতন হ'য়েও পুনর্নব, প্রাচীন হ'য়েও চিরতরুণ এ না হয় বোঝা যায়—যাদুকরের রাজা যিনি তিনি না পারেন কী ? কিন্তু শুধু কৃষ্ণই তো নয়, মহাভারতের কোন চরিত্রকে মনে হয় সেকেলে ? এমন কি, অমন যে নিষ্ঠুর ঘাতক অশ্বত্থামা তার পৈশাচিক প্রতিহিংসা-পরায়ণতার ছবিকেও কোন্ আধুনিক কবি এহেন লোমহর্ষকভাবে চিত্রিত করেছেন যাকে মনে হয় চোখের সামনে দেখছি—অথচ যেন ভয়াল দৈনন্দিনতার চিরাচরিত ঢঙে ! আর শুধু পুরুষই নয়—কী আশ্চর্য চাক্ষুষ করা নারীচরিত্র—the eternal feminine ! কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী—শুধু তেজস্বিতায় নয় অত্যাধুনিকতায় ও দৌর্বল্যেও যেন এ বলে আমাকে দেখ্ ও বলে—

আমাকে! এ তিনটি মহিমময়ী নারীর তেজস্বিতার কথা সবাই জানেন। কিন্তু দুর্বলতার দিকটা আমাদের প্রায় চোখে পড়ে না—বিশেষ ক'রে তেজস্বিনী দ্রৌপদীর চরিত্রে। কিন্তু অমন যে-তেজস্বিনী যিনি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা ক'রেই বললেন যে, স্বামীরা যদি যুদ্ধ না করেন তিনি একাই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুকে সেনাপতি ক'রে—তাঁরও সে কী চিত্তদৌর্বল্য যখন অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করার পরে দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন! পূর্বপত্নী সাভিমানে বললেন স্বামীকে কী কথা? না:

"তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা
সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে॥"

অর্থাৎ

"একটি বাঁধনে বাঁধা যে আছিল তারে যদি কেহ চায়
পরে পুনরায় বাঁধিতে—দ্বিতীয় বাঁধনের দৃঢ় ফাঁসে,
পূর্ব বাঁধন হয় শ্লথ কে না জানে বলো বসুধায়?
তাই যাও—সেথা যেখানে আছে সে—যে তোমারে ভালোবাসে।"

সুভদ্রা সম্বন্ধে দ্রৌপদীর এই যে মৃদু ঈর্ষার ভাব—jealousy—পড়তে পড়তে কার মনে হবে এ তিন হাজার বৎসরের আগেকার একটি নারীর মন? এ যে আমাদের প্রাত্যহিক দৃষ্টিতে দেখা ঘরোয়া অতি আধুনিক মেয়ে!

তারপর কুন্তী। সেই সনাতন মাতৃপ্রাণ, অথচ কোমলে কঠিনে: পুত্রবিরহে পরিম্লানা অথচ পুত্রেরা যুদ্ধ করতে চায় না তাদের এ-কাপুরুষতায় লজ্জিতা। গান্ধারী: যে-পতিব্রতা স্বামীর জন্যে চিরজীবন স্বেচ্ছান্ধতা বরণ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্য সভায় স্বামীকেও ভর্ৎসনা করবার শক্তি ধরেন, বলতে পারেন তীব্রভাষায়—বীরপুত্র দুর্যোধনকে কুলপাংশুল ব'লে ত্যাগ করতে। আর অগণিত জনসমুদ্রসঙ্ঘাতের সমুখের হিংসা, ত্যাগ, বীর্য, তপস্যা, পাপ পুণ্য সমস্তকে অতিক্রম ক'রে এক আশ্চর্য নিয়ন্তার রহস্যময় আবছায়া রূপমণ্ডল দেখা যায় অথচ যায় না···ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয়

১

··নর অথচ নারায়ণ···সর্বসাথী অথচ সর্বনিয়ন্তা···এ-চিত্রের কি দোসর আছে? মানবজীবনের নাট্যকার হিসেবে পাশ্চাত্য জাতির অসামান্য কৃতিত্ব সানন্দে স্বীকার ক'রেও তবু বলব এ-পরিকল্পনা তাদের ধারণারও বাইরে যেখানে মানবিক ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতি ঢেউ তুলছে যে-অদৃশ্য নিয়ামকের অঙ্গুলিসঞ্চালিত পবনহিল্লোল তার ইঙ্গিত প্রতি পদে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে শুধু বুদ্ধির নির্দেশে নয়—সেই অলক্ষ্য দিশারির গহন অভিপ্রায়ের চূর্ণরশ্মিলব্ধ দৃষ্টিপ্রদীপে যার আলোতেই কেবল প্রত্যক্ষ করা যায় এই আশ্চর্য অভাবনীয় সত্যকে যে যাঁকে অবোধ মূঢ় মানবমন "মানবতনু-ধারী ব'লে অবজ্ঞা"ই ক'রে এসেছে আবহমানকাল—তিনি সেই অবজ্ঞার অন্তরাল থেকেই তাঁর অপার করুণার আকাশটানে যুগে যুগে দেশে দেশে নব নব আবির্ভাবের অচিন্তনীয় প্রেরণায় তাদের নিয়ে চলেছেন তাঁর অকল্পনীয় জ্যোতিঃকৈলাসের গৌরীশৃঙ্গে। আরো একটা কথা সর্বশেষে মনে হয় মহাভারত পড়তে পড়তে: যে, এহেন বিপুল ব্রহ্মাণ্ডলীলায় কালযুগজগৎ-চক্রের এহেন চক্রধারীকে যখন আধুনিক বিজ্ঞ বিজ্ঞানের অজ্ঞ বুদ্ধি নামঞ্জুর করে "প্রমাণাভাবাৎ" তখন বোধহয় সে-পরমক্ষমাশীল বিশ্বতোমুখ এমনি অনুকম্পার কোমল হাসি হেসেই সেই অজ্ঞানকে দিয়েই বহন করান জ্ঞানের তল্পি; পরুষভাষীর বিদ্রোহের ব্যাকরণেই গ'ড়ে তোলেন পরমস্বীকৃতির চরম স্বস্ত্যয়ন; সর্বশেষে: আসুরিক চক্রান্তের নাস্তিক্যকরাল বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘবদ্ধতার ভয়াল ব্যূহরচনাপ্রতিভার মধ্যে দিয়েই তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী চাতুরীবলে নব নব দৈবীসৃষ্টির অপরূপ লীলানন্দে ধূলিম্লান মানবমনকে তার অজ্ঞানতিমিরান্ধ দুষ্কৃতির গহ্বর থেকেই উত্তীর্ণ করেন সর্বস্খলনাতীত চিরপ্রভার অনির্বাণ শিখরলোকে।

ইতি।

১৪-৪-১৯৫০

মহাভারতী কথা

কৃষ্ণদৌত্য

প্রথম সর্গ

অন্ধ সম্রাটের প্রিয় সুহৃৎ সঞ্জয়
কৌরবের দৌত্য বরি' দূর মৎস্যদেশে
পাণ্ডবের বৈবাহিক বিরাট রাজার
উপপ্লব নগরীতে করিল প্রয়াণ
যেথা পাণ্ডবের মিত্র কুটুম্ব স্বজন
কুরুক্ষেত্র-রণোদ্যোগে মহতী সভায়
সভাপতি কৃষ্ণ সাথে মন্ত্রণানিরত।

সাদরে দূতেরে অভিনন্দি' যুধিষ্ঠির
পাদ্য অর্ঘ দিয়া দান শুধালো কুশল :
"স্বাগত হে প্রিয়ংবদ! স্বাগত সুহৃৎ,
আনন্দবর্ধন দূত সর্বশুভকামী!
কুশলসংবাদ সখা, বলো সকলের।
বিদুর-আলয়ে হায়, বিষণ্ণা জননী
কুন্তীদেবী দিন আজ যাপেন কেমনে
প্রাণাধিক প্রিয় তাঁর সন্তানবিরহে?
বলো বন্ধু, এলে বার্তাবহ হ'য়ে কোন্
ক্ষেমঙ্কর বারতার? শান্তির জল্পনা
আমরাও করি নিত্য। বলো ভাই আজ
সম্রাটের অভিপ্রায়। কবি অঙ্গীকার :

শুভার্থী অতিথি হেথা সমাগত যাঁরা
নহেন সমরাকাঙ্ক্ষী কেহ। সকলেরি
এক চিন্তা : শান্তিসুখে কেমনে করিবে
সসাগরা পৃথ্বীভোগ কৌরব পাণ্ডব
জ্ঞাতি পরিজন মিলি'। যদি আমাদের
শুভাদৃষ্টে ন্যায়সন্ধি হয় স্বাক্ষরিত
তবে বৃথা লোকক্ষয় কুলক্ষয় বলো
চাহিবে সে-কোন্ মূঢ় নিত্যসিদ্ধি ছাড়ি'
অনিত্যের আহরণে? শুধু জাগে খেদ :
অসহিষ্ণু দুর্যোধন অসাধু দুঃশীল
অমাত্যের মন্ত্রণায় জ্ঞাতিযুদ্ধ-রূপ
কালান্তক যজ্ঞানলে চায় দিতে হায়
আহুতি শোণিতহবি-দানে—না চাহিয়া
মানিতে শুভবুদ্ধির যুক্তি শ্রেয়োময়ী।
নিভেও নিভে না আশা তবুও হৃদয়ে :
বরণ আমরা সবে তাই করি তাত,
তোমার শুভাগমন।"

কহিল সঞ্জয়
অনিন্দ্য ভাষণে : "নরনাথ! হস্তিনায়
কুশলে আছেন সবে—যদি বাহিরের
অভিজ্ঞান হয় গণ্য। কিন্তু জানো তুমি—
প্রসুপ্ত আগ্নেয়গিরি-পাদমূলে যারা
করে নিত্য বাস—তাহাদের দৃশ্যমান
নিরাপদ সুখভোগতলে নিরন্তর
ধূমায় অনিশ্চিতের শিখা অশান্তির।

কৃষ্ণদৌত্য

সুখের আড়ালে জাগে দুশ্চিন্তা নিয়ত—
চিরসুখী যে তাহারো—গহন অন্তরে :
প্রচ্ছন্ন অনলশিখা কবে প্রজ্বলিয়া
মহামারী হাহাকার আনিবে বহিয়া !
হাসিমুখ তাই শুধু অভিনয় আজ।
নিদ্রাও আনে না হায়, শঙ্কার বিস্মৃতি.
আনে আরো ঘোর স্বপ্ন-ছায়ামূর্তিদল।
স্বস্তিহীন অন্ধ রাজা কুলক্ষয়ভয়ে
প্রেরিলেন দৌত্যে বন্ধু, তোমার সমীপে
শুভদা শান্তির তরে। বলিলেন তিনি :
'দুর্যোধন কৃতকল্প যদি রণোদ্যোগে,
মূঢের আচার তবু অনুকরণীয়
নহে প্রাজ্ঞ সুধীরের। তাই নমি' প্রভু
কৃষ্ণ-নারায়ণে—নিখিলের নম্য যিনি,
তোমাদের বন্ধু ভ্রাতা দিশারি সারথি—
তোমারে মিনতি করি কাতরে সুহৃৎ :
শান্ত দান্ত বীর তুমি—স্বভাবে কোমল,
জ্ঞানী, মহাসত্যাশ্রয়ী—নৃশংস আচার
তোমার স্বধর্ম নহে। নীতি, শাস্ত্র, শ্রুতি,
দর্শন, নিরুক্ত, ন্যায়, সংহিতা, পুরাণ
অধীত তোমার বাল্য হ'তে বারবার।
স্বচ্ছ, ধর্মভীরু তুমি। তাই হে বিবেকী,
অবহিত হওয়া সাজে আচরণে তব।
পাপের বিন্দুও বন্ধু, আনে সমধিক
নেত্রশূলপীড়া হেন নির্মল চরিতে

নিষ্কলঙ্ক পটে কজ্জলের বিন্দুসম ।*
শৌর্যে বীর্যে মহীয়ান্ তুমি চিরদিন,
মহত্ত্বের শুভ্রাদর্শ। নামগানে তব
অখ্যাতনামারো চিত্তে শুদ্ধির ঝঙ্কার
জেগে ওঠে—বীণাস্বরে ম্লান হৃদয়ের
মৌনতন্ত্রী যথা। তাই করি অনুরোধ :
এ-করাল কুরুক্ষেত্র-নরমেধব্রতে
করিওনা পৌরোহিত্য মারণযজ্ঞের।
আত্মঘাত জ্ঞাতিঘাত সমার্থক জানি'
পরমার্থ-প্রণিপাতে কৃতকৃত্য হ'য়ে
পুণ্য করো পাণ্ডুকুল—এই নিবেদন
সম্রাটের। মুখপাত্ররূপে আমি আজ
কহি তাঁর সমর্থনে : ঘৃণ্য যুদ্ধ কভু
সাজেনা বরেণ্যতমে। বন্ধু, রণব্যূহে
প্রবেশ দুষ্কর নহে তেমন ভুবনে
প্রবেশিলে একবার দুষ্কর যেমন
নিষ্ক্রান্তি সে-ব্যূহ হ'তে। রণোদ্যোগ হায়
মত্ত করে লুব্ধ চিত্ত মানবের—তাই
সমরান্তে শান্তিপাঠ চাহে না সে আর
একবার জিঘাংসার লভিলে আস্বাদ।
সমৃদ্ধ ইন্ধনযোগে বহ্নিজ্বালা সম
হত্যায় জিঘাংসাবৃত্তি পরিপুষ্টি লভি'

* ন যুজ্যতে কর্ম যুষ্মাসু হীনং সত্ত্বং হি বস্তাদৃশং ভীমবেগাঃ ।
উদ্ভাসতে হ্যঞ্জনবিন্দুবত্তচ্ছুভ্রে বস্ত্রে যদ্ভবেৎ কিল্বিষং বঃ ॥
(উদ্যোগপর্ব ২৫)

মহতী বিনষ্টি আনে। সাধু সদাচারী
তাই চিরশান্তিকামী। বিনা শান্তি প্রভু,
বিকশিত হয় কবে প্রাণের মনের
অবিকচ আশাঙ্কুর? নিরাশঙ্ক স্থির
চিত্তপটে শুধু ফলে মহিমময়ের
আলোকিত ধ্যানধাম শুভদ, সুন্দর।
প্রবৃত্তির পথে নাই নাই অনাহত
চিত্তের মহাপ্রসাদ! নিবৃত্তিই শুধু
পরমানন্দের তীর্থযাত্রী—যার করে
বাজে শাশ্বতের শঙ্খ অসাঙ্গঝঙ্কার।
করালসংহারমত্তনির্ঘোষঝঞ্ঝায়
যায় ডুবে রেশ তার। মুনি, জ্ঞানী, যোগী
তাই গায় যুগে যুগে: 'প্রবৃত্তিবিমুখ
জ্ঞান বিনা ব্যর্থ কর্ম, বন্ধ্যা এ-জীবন।'
ধর্মের আদর্শরূপী তোমরা পাণ্ডব
শান্তি না চাহিলে বলো সংশয়-আকুল
নিরানন্দ নির্দিশারা লভিবে কেমনে
লক্ষ্যের সন্ধান? কোথা লভিবে দুর্গত
শুভবুদ্ধি-নীতিদীক্ষা? তাই কহি আজ:
দিও না হিংসার হবি হত্যার চিতায়।
মুহূর্তের মত্ততায় ধ্রুবের নিধন।
বীর্য—ত্যাগে, ধর্মে: নহে ভোগে, আহরণে।"

দূতের নয়নে রাখি' নেত্র যুধিষ্ঠির
কহিল: "নীতিজ্ঞ সখা! মন্তব্য ভাষণ

অনিন্দ্য তোমার। নহে ভ্রান্তিমুখী তব
বুদ্ধি বিচক্ষণা : ভ্রান্তি শুধু তুমি আজ
করিলে বিচারে—নাহি করিয়া প্রয়োগ
সুবুদ্ধির ব্যাকরণ নীতি-প্রণয়নে।
জানো না কি তুমি সুধী—জীবন জটিল,
সুসূক্ষ্মা ধর্মের গতি? নির্ধারণ তার
নহে অনায়সলভ্য—জানো নাকি আজো?
ভাষা এক—ভাষ্য তার বিচিত্র বহুল।
তাই সমাদর ভূয়োদর্শীর—যাঁহার
দেখে গূঢ় দৃষ্টি—কোথা ধর্ম অধর্মের
ধরে বাহ্যরূপ, কোথা অধর্ম মায়াবী
ধরে ধর্ম-ছদ্মবেশ। ভূয়োদর্শী তাই
নিস্পৃহ বিচারপথে ধর্ম-অধর্মের
নিশ্চিতনির্ণয়কামী।* যথা, দেখ ভাবি' :
সম্পদে জীবের যাহা ধর্ম—রহে না সে
বিপদে আচরণীয়। আপদ্ধর্ম ধরে
নিত্য হেন রূপ যাহা ধর্মের শীলের
সহজ চিরাচরিত নীতি ও মন্ত্রণা
করে অস্বীকার—সেথা হয় না বলিয়া
প্রত্যবায়-স্পর্শ। শাস্ত্রে তাই আছে বিধি :
নিয়তি-নির্দেশে স্বধর্মের বৃত্তি কভু
হয় যদি লুপ্ত ব্রাহ্মণের—অধিকার
আছে তার বিধর্মীর বৃত্তি গ্রহণের।

* অত্রাধর্মো ধর্মরূপাণি ধত্তে ধর্মঃ কৃৎস্নো দৃশ্যতেঽধর্মরূপঃ।
বিভ্রদ্ধর্মো ধর্মরূপং তথা চ বিদ্বাংসস্তং সংপ্রপশ্যন্তি বুদ্ধ্যা॥

কিন্তু যদি স্বধর্মের মুক্ত রহে পথ,
নিন্দনীয় পরধর্ম। যদি বন্ধু, তুমি
'গর্হিত' এ-বিশেষণে করো পাণ্ডবের
বৃত্তিরে চিহ্নিত—হবে ভ্রান্তদর্শী তুমি।
রাখিও স্মরণে নিত্য—পাণ্ডব জাতক
দিগ্বিজয়ী বীরকুলে : স্বধর্মে ক্ষত্রিয়
নহে কভু বিপ্রধর্মী। ভ্রষ্ট স্বাধিকারে
হয় যে-ক্ষত্রিয়াধম—অভিশপ্ত সে-ই।
যুদ্ধ যার পরধর্ম—যুদ্ধের তাণ্ডবে
তাহারি চরণতলে দীর্ণ হয় ভূমি।
আমরা চেয়েছি শুধু প্রাপ্য আমাদের।
প্রজাপতি করিলেন রাজ্য কার তরে
সুচিহ্নিত ?—রাজধর্মে আসীন যেজন।
রাজা বিনা শূন্য শুধু নহে সিংহাসন,
প্রজা হয় ভ্রষ্টলক্ষ্য। গৃহিণী বিহনে
গৃহ যথা স্বস্তিহীন—তেমনি কাণ্ডারী
রাজা বিনা রাজ্যতরী রহে দিশাহারা।
রাজত্ব বিলাস নহে : রাজত্ব জীবিকা
রাজবংশীয়ের। তবু জানিও সুহৃৎ,
নহে রণ—ন্যায়সন্ধি-উন্মুখ আমার
ধর্মনিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় প্রাণ। কিন্তু হায়,
ধর্মমন্ত্রদীক্ষা আজো চাহে না কৌরব,
চাহে না প্রতিষ্ঠা ন্যায়মার্গে। লিপ্সামুখা
পরস্বাপহারী তারা চাহে আমাদের
দেখিতে নিরন্ন, ভিক্ষাজীবী—বলে তাই :

মহাভারতী কথা

বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে দিবে না কদাপি
সূচ্যগ্র মেদিনী। তাত, নহিলে পাণ্ডব
অন্যায় আহবে কবে হয় শস্ত্রধারী ?
লোভ কবে লক্ষ্য তাহাদের ? কবে তারা
চাহিয়াছে জ্ঞাতিবধ ? ঈর্ষা ও গৃধ্নুতা
কৌরবেরি চরিত্রের কবচকুণ্ডল।

"বহুভাগ্যে লোকগুরু কৃষ্ণ এ-সভায়
মহাসভাপতি—চিরহিতৈষী বিশ্বের,
সর্ববন্ধু, নিশ্চয়জ্ঞ, পরম পুরুষ।
শুধাও তাঁহারে—কোন্ পক্ষ রণোন্মুখী
মতিভ্রান্ত ? অমিতাভ উপদেশে তাঁরি
আমরা উদ্বুদ্ধ আজ আনিতে আঁধার
কলিরাজ্যে ধর্মসূর্য-উদ্বোধন। বিনা
তাঁর মন্ত্র উপদেশ আমরা পাণ্ডব
চলি না জীবনপথে। আদেশ তাঁহার
আমরা করি না কভু স্বপ্নেও লংঘন।*
ত্রিকালজ্ঞ তিনি। অন্ধ বাসনাচঞ্চল
গর্জমান মানসের মেঘ-অন্তরালে
স্থিরোজ্জ্বল যে-তারকা শুভদা বরদা
দৃষ্টি তাঁর লহমায় মেঘ দীর্ণ করি'
দেখে তার ধ্রুবদীপ্তি—নিপুণ ধানুকী
দেখে যথা সূক্ষ্মতম বিন্দুর নিশানা।

ঈদৃশোঽয়ং কেশবস্তাত বিদ্বান্ বিদ্ধি হ্যেনং কর্মণাং নিশ্চয়জ্ঞম্)
প্রিয়শ্চ নঃ সাধুতমশ্চ কৃষ্ণো নাতিক্রামে বচনং কেশবস্য ॥

লক্ষ্যবেধে। তাই করি' প্রণাম তাঁহারে
লহ তাঁর বাণী : ভ্রান্ত কাহার বিচার?
ধনী কৌরবের—কিবা নিঃস্ব পাণ্ডবের?"

চাহিল সঞ্জয় কৃষ্ণপানে। মহাভাগ
বাসুদেব কহিলেন স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
কণ্ঠের ঝঙ্কারে করি' বিমুগ্ধ শ্রবণ :
"সঞ্জয়! হিতৈষী আমি নহি শুধু প্রিয়
পাণ্ডব পক্ষের। অন্ধ কৌরব-অধিপও
আমার স্নেহভাজন। তাঁহারো সম্পদ,
শ্রীবৃদ্ধির অভ্যুদয় বাঞ্ছিত আমার।
সর্বজীবহিতৈষণা-ধর্ম চিরদিন
আরাধ্য আমার। বহু যুদ্ধের নায়ক
হয়েছি জীবনে আমি, তবু চিরোন্মুখ
রসনা আমার শান্তিপাঠ উচ্চারণে।"
মৃদুহাস্য ওষ্ঠপ্রান্তে উঠিল ফুটিয়া
কেশবের : মুগ্ধনেত্রে রহিল সঞ্জয়
চাহি'। কহিলেন কৃষ্ণ : "কিন্তু হে ধীমান্!
বহুজ্ঞ তোমার কাছে শোকাবহ এই
ঘোর সত্য রহিল কি আজিও অজ্ঞাত :
লোভান্ধ নয়ন তার প্রত্যক্ষ মরণ
দেখিয়াও দেখিতে না পায় মোহবশে?
ধৃতরাষ্ট্র নহে অন্ধ স্বভাবে। কেবল
পুত্রস্নেহমূঢ় রাজা পুত্রের স্খলনে
দেখে না দুর্মতিলেশ। তাই দুর্যোধন

কণ্টকের মহারণ্যজালে আনে ডাকি'
কুসুমের লুপ্তি—আলোকের সর্বনাশ।

"নিবৃত্তির গুণগান করিলে মনীষী
সভাদূত! কিন্তু বলো, এ-উচ্ছ্বাস তব
নহে কি নির্দিশামুখী? কর্ম বিনা দিশা
পায় কি জীবনে কেহ? কর্ম চলাচলে
নহে কি প্রত্যক্ষসিদ্ধি, আশুফলদায়ী?
স্বল্পদর্শী যারা ঘোষে তাহারাই শুধু:
কর্মত্যাগে জ্ঞানসিদ্ধি। কিন্তু যদি করো
চিন্তা ধীরমনে—তব চিত্রপটে এক
ধ্রুবতার স্থির ছবি উঠিবে ফলিয়া।
শুধাই তোমারে: জ্ঞানিচূড়ামণি যারা
তাহারাও বিনা নরদেহের দুর্বার
ক্ষুধাতৃষ্ণাশান্তি কবে সমতার লোকে
পেয়েছে প্রতিষ্ঠা জীবনের সাধনায়?
যোগী যতি, মৌনী মুনি, বনচারী জ্ঞানী
সবারই কর্মের তাই আছে শুভবিধি। *

কর্মনাহুঃ সিদ্ধিমেকে পরত্র হিত্বা কর্ম বিদ্যয়া সিদ্ধিমেকে
নাভুঞ্জানো ভক্ষ্য ভোজ্যস্ত তৃপ্যেদ্বিদ্বানপীহ বিহিতং ব্রাহ্মণানাম্॥
যা বৈ বিদ্যাঃ সাধয়ন্তীহ কর্ম তাসাং ফলং বিদ্যতে নেতরাসাম্।
তত্রেহ বৈ দৃষ্টফলন্তু কর্ম পীত্বোদকং শাম্যতি তৃষ্ণয়ার্তঃ॥
সোঽয়ং বিধির্বিহিতঃ কর্মণৈব সংবর্ততে সঞ্জয় তত্র কর্ম।
তত্র যোঽন্যৎ কর্মণঃ সাধু মন্যেন্মোঘং তস্যালপিতং দুর্বলস্য॥

বিদ্যার আদর কেন ? কর্মের সেথায়
সিদ্ধি দৃষ্টিগম্য বলি'। যে-বিদ্যার ফল
দুরায়ত্ত, অনিশ্চিত—নাই তার কভু
সমাদর বস্তুবিশ্বে। কর্ম বিনা কোথা
লভিবে নিষ্কৃতি—যবে তৃষার্ত জনেরো
কাম্য জলপান—যবে নাই অনাহারে
জ্ঞানের অধীশ্বরেরো পথ সাধনার ?
তাই, হে সঞ্জয়, জ্ঞান গণ্য চিরদিন
আশুফলপ্রদ শুধু কর্মসহযোগে।
যেথা নাই কর্ম—নাই জ্ঞানেরো সাধনা।
কর্মত্যাগবিধিদাতা যে-জ্ঞান ভুবনে
নিষ্ফল বিধান মর্ত্যে সে ক্ষীণ শাস্ত্রীর।
স্বর্গে রাজে দেবগণ কর্মের আশিসে।
পবন সঞ্চরমাণ মর্ত্যে কর্মবলে।
সূর্য সাধে রাত্রিদিন কর্মপ্রেরণায়
নিরলস নিত্যানন্দ নিত্যনবোদয়ে।
অগ্নি পায় প্রভা—সেও কর্মপ্রতিভায় :

কর্মণামী ভান্তি দেবাঃ পরত্র কর্মণৈবেহ প্লবতে মাতরিশ্বা।
অহোরাত্রে বিদধৎ কর্মণৈব অতন্দ্রিতো নিত্যমুদেতি সূর্যঃ ॥
মাসার্ধমাসানথ নক্ষত্রযোগানতন্দ্রিতশ্চন্দ্রমাশ্চাভ্যুপৈতি।
অতন্দ্রিতো দহতে জাতবেদাঃ সমিধ্যমানঃ কর্ম কুর্বন্ প্রজাভ্যঃ ॥
অতন্দ্রিতা ভারমিমং মহান্তং বিভর্তি দেবী পৃথিবী বলেন।
অতন্দ্রিতাঃ শীঘ্রমপো বহন্তি সন্তর্পয়ন্ত্যঃ সর্বভূতানি নদ্যঃ ॥
অতন্দ্রিতো বর্ষতি ভূরিতেজাঃ সন্নাদয়ন্নন্তরীক্ষং দিশশ্চ।
অতন্দ্রিতো ব্রহ্মচর্যং চচার শ্রেষ্ঠত্বমিচ্ছন্ বলভিদ্দেবতানাম্ ॥ (২৯)

ইন্ধন বিনা সে হ'ত না কি জ্যোতিহীন,
ম্লায়মান, নাস্তিমুখী ? ধরিত্রী ধারণ
করে জীবগণে ফল-ফুল-শস্যদানে—
অতন্দ্রিত সাধনায় সহিষ্ণু করুণা—
বহি' গিরিনদীভার শক্তিতে আপন
জীবের জীবনভার করিতে লাঘব।
নদ নদী বেগ রক্ষা করে শুধু রহি'
নিরন্তর শ্রান্তিহীন প্রবাহচঞ্চল,
করি' বিনির্মল লোকালয় জনপদ
পুলকিত কলনৃত্যে উর্বরি' জীবের
ঊষর অন্তরলোক—গাহি' শ্যামলের
মৃতসঞ্জীবনী গীতি আনে নিরাশায়
নব আশা—বেসুরায় বিছায়ে রাগিণী।
কূল ছাড়ি' অকূলের পানে সে উধাও
শুধু অবনীর বক্ষে রাখিতে জাগায়ে
অলক্ষ্যের অভীপ্সা অটল। তপস্যারো
কর্মবিনা কোথা তপঃসিদ্ধি ? যে তাপস
স্বধর্মে—তপস্যা তারো নহে কি সাধনা,
নিত্যকর্ম ? দেবগণ শুদ্ধ তপোবলে
জিনিল অমৃতলাভে দেবত্বপদবী।
জ্ঞানিবর তুমি সুধী ! তবে কেন আজ
যুধিষ্ঠিরে ভ্রান্তিপথে দাও প্রবর্তনা ?
কেন করো নিবৃত্তির মিথ্যা গুণগান
ক্ষত্রবীর-পরিষদে ? রণ যার কাছে
পালনীয় ধর্ম বৃত্তিনির্দেশে তাহার—

অন্তর যাহার বলে : ধর্মযুদ্ধ শ্রেয়
মরণেরো পণে—মৃত্যু নয় যার কাছে
অন্তিম সমাপ্তি—শুধু আত্মবিকাশের
ক্রম-আরোহণী—অহেতুক তারে কেন
দাও হেন মিথ্যা দীক্ষা ? স্বভাবে যে চির-
শাসক, স্বধর্মে রাজা—কেন করো তার
হেন বুদ্ধিভেদ বৈরাগ্যের মন্ত্র জপি' ?
রাজার কর্তব্য নিত্য পালন সাধুর,
দণ্ডদান—দুর্জনের, হনন—দস্যুর।
কৌরব দস্যুতাধর্মী। পরস্বহরণ
দস্যুতার সমার্থক নহে কি ভুবনে ?
দুর্যোধন নহে শুধু দস্যু—তদুপরি
দাম্ভিক, কিতব, ক্রূর, কুরুকুলাঙ্গার।
জন্মলগ্নে তার অন্তহীন দুর্লক্ষণ
দিয়েছিল দেখা—নাই স্মরণ কি তব ?
ছলদৌত্যে বঞ্চি' ধর্মপ্রাণ ভ্রাতৃগণে
রহিল না তুষ্ট তবু মূঢ় দুরাচার—
চাহিল কুলবধূর করিতে লাঞ্ছনা
প্রকাশ্য সভায় লজ্জাহীন—সভামাঝে
করিল ভ্রাতৃবধূরে অনুচ্চারণীয়
ভাষায় দুরন্ত ব্যঙ্গ—করিল আদেশ
কাপুরুষ দুঃশাসনে—অসূর্যম্পশ্যারে
কুন্তল ধরিয়া আনি' করিতে লাঞ্ছনা
কৌতূহলী অনাত্মীয় নয়ন-প্রাঙ্গণে—
স্মরণ কি নাই তব ? নহিলে পাণ্ডবে
কেন দাও উপদেশ ক্লীব নিবৃত্তির ?
মনে কর উপহাস কর্ণের সেথায় :

অশ্লীল অশ্রাবণীয়ঃ 'দ্রৌপদী! বরণ
করো আজ মহাবল দুর্যোধনে—তার
সেবিকা রক্ষিতা হ'য়ে আজ নপুংসক
পূর্ব রক্ষকেরে হবে ভুলিতে তোমারে।'
মর্মন্তুদ সে-বিদ্রূপ শল্য সম আজো
পার্থের অন্তরে আছে বিদ্ধ। তবু আমি
চাই শান্তি—ন্যায় সন্ধি বাঞ্ছিত আমারো।
কিন্তু মনে লয়ঃ ন্যায় সন্ধি—সে দুরাশা।
মতিভ্রষ্ট মরণার্থী স্বভাববিমুখ
চিরদিন সুমতির সংকীর্তনে হায়!"
বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি' কহিল কেশবঃ
"শুন সুধী! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নহে নহে
দ্বন্দ্ব সাধারণ। হেথা দ্বৈরথ-সংঘাত
চিরন্তন সূর্য-অসূর্যের। এ-আহবে
দুর্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ যার
স্কন্ধ—কর্ণ, শাখা—ক্রূর শকুনি দুর্মতি,
ফুলফল—দুঃশাসন, আর মহারাজ
ধৃতরাষ্ট্র—তিমিরান্ধ মূলদেশ তার।
যুধিষ্ঠির—ধর্মময় মহাতরু যার
স্কন্ধ—পার্থ, ভীমসেন—শাখা, সহদেব
নকুল—প্রসূন ফল, আর, সর্বশেষেঃ
মূলদেশ তার—কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ।"*

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥

দ্বিতীয় সর্গ

কহিল সঞ্জয় : "হে সম্রাট ! আমি এনেছি বহিয়া কৃষ্ণের বার্তা ;
পাণ্ডবের সাথে সন্ধিকামী হরি চাহে চিরশান্তি-মঙ্গলযাত্রা।
কুলক্ষয় হয় মিথ্যার আহবে—অন্যায়ের মন্ত্রে কোথায় সিদ্ধি ?
শুধু ন্যায়নীতি করিতে পালন ক্ষাত্র পাণ্ডবের রণপ্রদীপ্তি।
তাহাদের রাজ্যভাগ দাও ফিরে—নাই নাই শুভ অপর মন্ত্রে।
'কৃষ্ণ বাসুদেব মূর্ত নারায়ণ'—ঝঙ্কারিল মোর হৃদয়তন্ত্রে।
নরনাথ ! তাঁর বিক্রম দুর্বার, তাঁর ক্রোধে হবে ভুবন ভস্ম।
নিয়ন্তা ও কর্ণধার তিনি যার—অনুগামী তার সুধাপ্রবর্ষ।
যেথা ধর্ম সেথা কৃষ্ণ শুভঙ্কর, যেথা কৃষ্ণ সেথা জয় ও সত্য।*
ইচ্ছার ইঙ্গিতে তাঁর চিহ্নহীন হয় অসুরেরো একাধিপত্য।
পুরুষোত্তম অবতীর্ণ তিনি—ধরণীর বুকে অন্তরীক্ষ :
কাল যুগ তথা জগৎ চক্রের চক্রধারী প্রভু দুর্নিরীক্ষ। †
মায়ামানবের রূপে আজি হরি ধরিলেন দুঃখধরায় মূর্তি
দেখিয়াও হায় চিনিল না তাঁরে পুত্রগণ তব—মূঢ় কুবুদ্ধি।
শুন উপদেশ তাই বন্ধুরাজ, নাহি চাও যদি অকাল-মৃত্যু :
রাখো বাণী তাঁর, করো সন্ধি—জানি' অনিত্য ভুবনে তাঁহারে নিত্য।

কহে ধৃতরাষ্ট্র : "কেমনে চিনিলে কৃষ্ণের স্বরূপ চির-অলক্ষ্য ?
আমি কেন তাঁর জানি না মহিমা—কৌরবেরা তাঁর চাহে না সখ্য ?"

---

* যতঃ সত্যং যতো ধর্মো যতো হ্রীরার্জবং যতঃ।
ততো ভবতি গোবিন্দ যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥ (৬৭)

† কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ।
আত্মযোগেন ভগবান্ পরিবর্তয়তেঽনিশম্।

কহিল সঞ্জয় : "বিনা চিত্তশুদ্ধি নাহি হন হরি দৃষ্টিগম্য। *
মলিন মুকুরে ফলে না কিরণ—জানে কি পাতাল রবি প্রণম্য ?
পরম প্রণামে আত্মনিবেদনে তবে জাগে ম্লান হৃদয়ে ভক্তি ;
ভক্তি নহে যার আরাধ্য ধরায়—লভে না সে দিব্য নয়নশক্তি।
আসুরী মায়ায় মুগ্ধ চরাচর—তাই রণরোল এ-কুরুক্ষেত্রে
দম্ভধূম করে বিবর্ণ আকাশ, দৃষ্টি আবিলায় মানবনেত্রে।
মায়ার প্রতাপ দুর্দম অপার, বিনা কৃপা মায়াতীতের বিশ্বে
কে পারে তরিতে মায়ারে ? —ডরে সে-মায়া হেরি' শুধু কেশবশিষ্যে।
শ্রীচরণে তাঁর লুটায় যে শির—অভীপ্সা তাহারি গগনস্পর্শী
জয়লক্ষ্মী অঙ্কলক্ষ্মী শুধু তারই—কৃষ্ণের দিশার যে অনুবর্তী।
কৌরব চাহিল প্রমত্তের ভোগ, দুর্ভোগসঙ্কুল সে যে অনর্থ।
শুধু জিতেন্দ্রিয় অকিঞ্চন পারে জিনিতে তাঁহার মহান্ তত্ত্ব।
হেন কৃষ্ণ হেথা আসিবেন প্রভু কারুণিক বরি' দৌত্যধর্মে :
ধন্য সে পাণ্ডব দূত যার তিনি—সখা ও সারথি নর্মে কর্মে।
করিও হে তাঁর পূজা হেথা যাচি' তাঁহার দুর্লভ চরণতীর্থ
প্রীতি হ'লে যিনি সর্ব প্রীতি মিলে, রুষিলে—সকল ভোগ অসিদ্ধ।
জানিও রাজন ! কৃষ্ণ অভিধার নিহিতার্থ—সত্তা, পরমানন্দ +
তাঁরে যে চিনিল কালাতীত সে-ই, অস্বীকারে তাঁরে—যে উদ্‌ভ্রান্ত।

* শুদ্ধভাবং গতো ভক্ত্যা শাস্ত্রাদ্বেত্তি জনার্দনম্।

\+ কৃষির্ভূবাচক শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

তৃতীয় সর্গ

কৃষ্ণেরে তবে কহিল সভায় কাতরে ধর্মপুত্র :
"বলো প্রভু, কোন্ পথে দিবে ধরা অভ্রান্তির সূত্র ?
শ্রেয় কোন্ মুখে আমি যে জানি না। অশেষ বিরোধী যুক্তি
আমারে মুগ্ধ করে আজ—তাই হারায়েছি ধ্রুব বুদ্ধি।
বুঝি ধনী যবে হ'য়ে ধনহীন নিশীথ যাপে বিনিদ্র
দুঃখী যেমন সে—নহে তেমন আজন্ম যে দরিদ্র।*
তাই কি এমন মনে হয়—'বিনা ধন এ-জীবন ব্যর্থ ?'
মনে হয়—'ভোগ তরে প্রাণলীলা, বিভব নহে অনর্থ,
কোথা তার পরমার্থ—যাহার ভাণ্ডারে নাই অন্ন ?
গুণের মরণ অভাব-মারণে, নিঃস্ব তাই নগণ্য।'†
কিন্তু আবার পরক্ষণেই ছায় মনে বৈরাগ্য!
মনে হয় নাথ তখন—'কে বলে দারিদ্র্য দুর্ভাগ্য ?
সম্পদই আনে প্রমাদ, নহ কি তাই তুমি দীনবন্ধু ?
আসে না কি ধন দুঃখতারণরূপে হ'য়ে মায়া-ইন্দু—
জ্যোৎস্নায় যার কাটে না আঁধার, পথদিশা দেখা যায় না !
তবু গুণ গায় চাঁদিনির মূঢ়—সত্যরবি সে চায় না !
ছায়াভ আলোকে নাই আঁখিসুখ, তবু গায় জয় কৃষ্ণার !
ছায়া কবে দেয় কায়াবর ?—শুধু গভীরায় ব্যথা তৃষ্ণার।'

---

* ন তথা বাধ্যতে কৃষ্ণ প্রকৃত্যা নির্ধনো জনঃ।
যথা ভদ্রাং শ্রিয়ং প্রাপ্য তয়া হীনঃ সুখৈধিতঃ ॥ (৬৭)

† ধনমাহুঃ পরং ধর্মং ধনে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্

"কেন তবে রণ ধনতরে—যদি অর্থের নাই অর্থ ?
অনর্থ তরে জ্ঞাতিবধ কভু সাধে কি অপ্রমত্ত ?
যেথায় কলির রাজধানী—সেথা কেমনে রহিবে তৃপ্তি ?
জয়ী ও বিজিত সম শোকার্ত যেথা—সেথা কোন্ সিদ্ধি ?*
ভোগের লালসা দুর্বার বলি' পশু নিতি রণধর্মী।
মানব পশুর অনুকারী হ'য়ে কবে হয় শুভকর্মী ?
কোথায় শান্তি সে-গৃহীর যার প্রতিবেশী খল সর্প ?
কোথায় ধর্ম সে-বীরের—যার প্রাণে জাগে জয়গর্ব ?
কোথায় তৃপ্তি তার—মন যার ম্লান জপি' রণযুক্তি ?
প্রখর প্রতাপে আছে শুধু তাপ—নাই নাই আলোমুক্তি।
তবু কেন তুমি বলিলে—রণেই ক্ষাত্রের চিরসিদ্ধি ?
মানিয়াও হায় মানে না যে মন—সংহারেই সমৃদ্ধি !
নবারুণে দহি' আঁধার আমার নয়নে করো হে ধন্য।
সন্ধি প্রয়াস শ্রেয়—কিবা রণ—শুধাই শরণাপন্ন।" †

কহিলেন হরি : "জানি হে রাজন্, হৃদয়ের দ্বিধা-গ্রন্থি
হয় না সহজে ছিন্ন—মনের অগণন অভিসন্ধি।
জটিল বাসনা-কাঁটাবন পলে হয় না কুসুমকুঞ্জ।
প্রাণ নহে শুধু ফুলবীথি—যেথা গুঞ্জরে অলিপুঞ্জ।
প্রতিপদে সেথা বিপরীত ডাক—তবু জীব শুভপন্থী।
রণোন্মুখেরো বরণীয় তাই—ন্যায়জীবী শুভ সন্ধি।

* তথৈবাপচয়ৌ দৃষ্টৌ ব্যপযানে ক্ষয়ব্যয়ৌ। (৬৭)

† ঈদৃশেহত্যর্থকৃচ্ছ্রেহস্মিন্ কমন্তং মধুসূদন।
উপসংপ্রাপ্তে মহ্যামি জানুতে মধুসূদন॥

মনে রেখো আরো—বুদ্ধি তোমার ধর্মাশ্রিত, সত্য।
কৌরবদের—বৈরাশ্রিত, তাই তারা তব বধ্য।*
তবু নহে রণ শ্রেয় কভু যেথা ন্যায়ের সন্ধি সাধ্য।
দৌত্য আমার তাই আজ দিতে দিশা—কোথা পরমার্থ।"

কহিল ধর্মরাজ: "হে বন্ধু, আমার মন অশান্ত:
স্বয়ং কেমনে যাবে তুমি—যেথা অরি করে চক্রান্ত?
আপনার অপমান সহে সখা—তুমি যে চির-অনিন্দ্য!
অতিক্রমিবে তোমারে তাহারা—স্বপ্নেও যে অচিন্ত্য!
আমরা যে সহি দুঃখ—সে শুধু আমাদেরি দুরদৃষ্ট:
আমাদের তরে তব মানহানি! মন হয় ম্লান—ক্লিষ্ট।"†

কহিলেন হাসি' কেশব: "রাজন্, প্রেমের এমনি ধর্ম
প্রেমাস্পদেরে করে সে রক্ষা রচিয়া দুর্গ-হর্ম্য।
ভয় নাই, নহি অক্ষম আমি, আছে হে আমার শক্তি।
দুর্জনে আমি নাশি—রহি তারি বন্দী যে করে ভক্তি।
বলি এক কথা: মনে অকারণ দিও না ঠাঁই অশান্তি।
কুটিল কামনা নাই যেথা—সেথা নাই উদ্যমে ভ্রান্তি।
আপন ধর্ম করিয়া বরণ মৃত্যুও ভালো নিশ্চয়।
ন্যায়রণে বীর ক্ষত্রিয় লভে মরণে স্বর্গ অক্ষয়।
জানিও তুমি যে, অন্যায়ভয়ে যাহারা নহে নিরস্ত
হেন অরিবধে তব গৌরবসূর্য যাবে না অস্ত।

* তব ধর্মাশ্রিতা বুদ্ধিস্তেষাং বৈরাশ্রয়া মতিঃ। (৬৮)

† ন হি নঃ শ্রীণয়েদ্ দ্রব্যং ন দেবত্বং কুতঃ সুখম্।
ন চ সর্বামরৈশ্বর্যং তব দ্রোহেণ মাধব॥

পক্ষান্তরে যে-জন লভিয়া গৌরবী কুলে জন্ম
সহে অপযশ হৃদিবিক্লবে—নিন্দিত তারি কর্ম।
নিন্দার চেয়ে নিধনো শ্রেয়—যে-কুলীন সহে অকীর্তি
শত ধিক্ তারে কুলপাংশুল—নাহি তার যশসিদ্ধি।
পাপী দুরাচার যদি হয় জ্ঞাতি—সর্পসম সে বধ্য।*
হননে তাহার কর্ম তোমার রবে বীর, অনবদ্য।
তবু সন্ধির প্রবর্তনারে কেন আমি অভিনন্দি?
ফিরালে আমারে জানিবে সকলে—চাহে না রিপুই সন্ধি।
শুভদৌত্যের মর্যাদা যদি করে সে সভায় লঙ্ঘন
হেন বিচারণে উঠিবে ফলিয়া দম্ভ তার কুদর্শন।
চিত্তে যাদের আছে আজো দ্বিধা—ঘুচিবে তাদের সংশয়।
প্রত্যাখ্যাত হ'লে আমি তাই হবে তব যশসঞ্চয়।
যারা নাথ, নিরপেক্ষ—তাহারা লবে চিনি' কার অন্যায়,
সমাপ্ত হবে তখনি অশেষ অনিশ্চিতের অধ্যায়।
বলিবে তাহারা : ধার্মিক তুমি তাই চাহ নাই যুদ্ধ,
দেখিবে যখন—কৌরবকুল কেমন কুমতি লুব্ধ।
আলো-করা তব সুযশ রাজন্, দলি' কালো মেঘনিন্দা
পূর্ণপ্রভ হবে—তাই করো পরিহার দুশ্চিন্তা।
আরো, উত্তম শ্রেয়—যবে আছে আশালেশ শুভকর্মে।
নিষ্ফলতায় নাই দুর্নাম তার—যে আসীন ধর্মে।
ফলাফলে নহে পরম প্রাপ্তি, নিষ্কামনায়ই সিদ্ধি।
অর্পিয়া শিবে সব ফল জীব লভে শাশ্বত ঋদ্ধি।
তবে, লয় মনে : সন্ধি দুরাশা, যুদ্ধের তরে প্রস্তুত

* বধ্যঃ সর্প ইবানার্যঃ সর্বলোকস্য দুর্মতিঃ।

থাকো বীর! আমি দেখি চারিধারে দুর্লক্ষণ অদ্ভুত।
অতীন্দ্রিয় সে-অনুভব: ফিরে করালকায়া কৃতান্ত:
যুদ্ধলেলিহ শিখা শুধু হয় রক্তসমিধে শান্ত।*

---

* সর্বথা যুদ্ধমেবাহমাশংসামি পরৈঃ সহ।
নিমিত্তানি হি সর্বাণি তথা প্রাদুর্ভবন্তি মে॥
মৃগাঃ শকুন্তাশ্চ বদন্তি ঘোরং হস্ত্যশ্বমুখ্যেষু নিশামুখেষু।
ঘোরাণি রূপাণি তথৈবচাগ্নির্বর্ণান্ বহূন্ পুষ্যতি ঘোররূপান্॥ (৬৮)

চতুর্থ সর্গ

সহসা ভীমসেন কহিল : "হে কেশব ! সন্ধি শ্রেয়, নহে যুদ্ধ। *
বলিও সুযোধনে মৃদুল ভাষ—তারে অযথা নাহি করি' ক্ষুব্ধ।
জানি হে জানি আমি কেমন সে ক্রোধন, স্বভাবে নহে দূরদর্শী।
গণিবে মরণেও কাম্য—অবনত হবে না তবু সে-তেজস্বী।
তুমিও জানো তার প্রকৃতি সুকুটিলা, কুলীন কুলে সে-কুলাঙ্গার :
চাহে না ভুলিয়াও ধর্মপথ, চাহে করালপথে কুলসংহার।
চাহি না তবু নাথ, অহেতু জ্ঞাতিবধ। কী ফল ভর্ৎসিয়া রুক্ষে ?
হয় না স্নানযোগে অমল অঙ্গার—শোনে না জ্ঞানভাষ মূর্খে।
আমার মন তাই চাহে না আজ তারে করিতে বৃথা উদ্দীপ্ত।
দুষ্টবাঞ্ছিত উগ্রাচার : ক্ষমা—শিষ্ট সদাচারসিদ্ধ।
নষ্টবুদ্ধি সে কেমন—জানি আমি, তথাপি ভরতের বংশে
হবে অকীর্তির আরোপ—নাহি চাই, কী ফল রণে কুল-ধ্বংসে ?
চাহিলে কৌরব না হয় অবনত হব হে, তারি শরণার্থী।+
কুলের রক্ষণ শান্তিপাঠে—রণগরলে শুধু শোক-আর্তি।
পুরুষকারে হয় লক্ষ্যভেদ বলে যে-জন—নাই তার দৃষ্টি :
দৈব শুধু করে চালিত—বায়ু যথা মেঘের গতি করে সৃষ্টি।"

* যথা যথৈব শান্তিঃ স্যাৎ কুরূণাং মধুসূদন।
তথা তথৈব ভাষেথা মাস্ম যুদ্ধেন ভীষয়েঃ ॥ (৩৯)

+ অপি দুর্যোধনং কৃষ্ণ সর্বে বয়মধশ্চরাঃ।
নীচৈর্ভূত্বানুযাস্যামো মাস্ম নো ভরতা নশন্ ॥

পঞ্চম সর্গ

কৃষ্ণ শুনি' ভীমসেনের এহেন সুভাষণ,
(পবন যথা চায় শিখার দীপ্তির বোধন)
ব্যঙ্গ হাসি' কহিলেন : "হে বীর, তোমার মুখে
শুনেছি যাহা সত্য কি ? লঘুত্ব কিগো সুখে
বরণ করে শৈল ? চাহে অনল শীতলতা ?
জীবন ভরা জটিলতায় !—যে-প্রবীরের কথা
শুনি' একদা ক্লীবেরো বুকে জাগিত মহাবল
সে-ও যে হয় রণের ভয়ে আর্ত বিহ্বল
চক্ষে যদি না দেখিতাম—হ'ত কি প্রত্যয় ?
গর্জে যার অমিতবলও মানিত পরাজয়
রণাঙ্গনে মূর্ছাহত—যুদ্ধ ছিল যার
জাগরে সাধ, স্বপ্ন ঘুমে—সে আজি মানে হার !
পরন্তপ ! শ্রুতি আমার আজি অকস্মাৎ
এ-বিপরীত কথায় যেন শোনে বজ্রপাত
অমল নভ হ'তে—বিবশ আমি হে বিস্ময়ে !
বাল্যে ছিল যে যুযুধান, যৌবনে সে ভয়ে
কম্পমান সমররোলে ? জাগিয়া আছি—কি বা
স্বপ্ন দেখি ? অন্ধকার আনিল রবিবিভা ?
রণের নাম-উচ্চারণে নাচিত হৃদি যার,
রণাঙ্গণে অবশ সে-ই—একী চমৎকার !
সাগর-ঢেউ হারালো গতি ! আকাশ নীলহারা !
সতীচরিতে অশ্লীলতা ! জলদে নাই ধারা !

"ভরসা তুমি পাণ্ডবের—তুফানে কাণ্ডারী,
আবহমানকাল স্বভাবে বিপদ্-অভিসারী'
এ-হেন তুমি, দীপ্যমান্, বিধবা রবিহীনা
নিশার সম অশ্রুমুখী, শঙ্কাতুরা, দীনা!
হে পৌরুষ-পরুষ সখা! তোমার মুখে হেন
শুনিয়া বাণী লয় মনে যে, শুনেছি ভুল যেন।
বীরের মুখে গাভীর ডাক শুনিতে জাগে খেদ,
কৃতীর মুখে ক্লীবের ভাষ—এ-কোন্ সঙ্কেত
লীলাময়ের—বুঝি না হ'য়ে বহুদর্শী তবু।
নটরাজের বেতাল ঠাম দেখেছে কেহ কভু?
অরিন্দম! নপুংসক ভঙ্গি ত্যজি' আজ
বীরের দায় বহন করো পরিয়া বীরসাজ।
কুলের কথা কেমনে বলো বলিলে শতমুখে
শুনিতে যাহা কুলীন নতনয়ন অধোমুখে?
ক্ষত্রিয়ের ভাষণে শুনি' কাপুরুষের বাণী
ভুলিয়া যাই সকলি লাজে—কী বলিব না জানি'
বলিব তবু জ্ঞাপ্য যাহা বীরবংশীয়ের:
ওজসে যাহা লভ্য নয়—নাহি ক্ষত্রিয়ের
সেথায় ভোগ শান্তিসুখ। কুলের রক্ষণ *
সাধ্য নয় সেই বীরের—করে যে ক্রন্দন।

* ন চৈতদনুরূপং তে যত্তে গ্লানি অরিন্দম।
যদোজসা ন লভতে ক্ষত্রিয়ো ন তদশ্নুতে।। (৭০)

ষষ্ঠ সর্গ

দেখি' কৃষ্ণের মুখে মৃদু উপহাস হাসি, শুনি' হেন খরধার ব্যঙ্গ
কম্পিয়া ভীমসেন উঠিল—পবনে যথা স্থির হ্রদে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ।
কহিল ক্রুদ্ধ স্বরে: "আমার বাণীর হরি, কেন তুমি করিলে কুভাষ্য?
বলিলাম আমি এক, অনুমিলে তুমি আর—ক্ষমারে করিয়া উপহাস্য।
বীরবুকে পায় ঠাঁই উগ্র সাহস সাথে ক্ষমারো প্রতিভা রোষবিদায়ে।
দণ্ড যে দেয় আজ সমরযজ্ঞে—করে মার্জনা রণশিখা নিভায়ে।
আক্ষেপ জাগে শুধু: আমারে আজিও তুমি চিনিলে না বহুপরিচয়ে হে!
ভাসে যে সিন্ধুবুকে অতল-বারতা হায় জানে না, উপরে যবে বহে হে!
করো যাহা অভিরুচি, তথাপি আমিও প্রভু করিব বলিব যাহা
সমীচীন।
ভ্রান্তির নিরসন হবে তব যবে তুমি দেখিবে যে ভীম নহে বলহীন।
দেখিবে যেদিনে তুমি পলকে কেমনে আমি করি অরাতির চমূসংহার,
সেদিনে ব্যঙ্গ তব হবে অনুতপ্ত হে—চিনিয়া কেমন ভীম দুর্বার।
বুঝিবে সেদিন যাহা বুঝিয়াও বুঝিলে না আজ তুমি উপহাস-লালসায়!
বিচার-চঞ্চলতা পরিহরি' বিস্মিত হবে অমানুষী ভীম-প্রতিভায়।
দেখিবে দেখিবে ভীম কেমন অকম্পিত অশঙ্ক রণরোল-কেন্দ্রে
পলাতক হবে সেথা যবে অরিকুল দেখি' মূর্ত কৃতান্ত বীরেন্দ্রে।
আপনার স্তবগান করে না যে মহীয়ান্, ক্ষমাশীল নহে মূঢ় ভ্রান্ত।
একরূপে যে-তপন করে আঁখিচুম্বন, আনরূপে আনে সে নিশান্ত।
বাহ্বাস্ফোটে যার কেঁপে ওঠে রথ, রথী, শার্দূল, পশুরাজ, কুঞ্জর,
বজ্রমুষ্টিপাতে যার টলে পর্বত—গর্জনে অতিকায় অজগর,

হেন ভীমকায়ে তুমি করিলে জর্জরিত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ-কলঙ্কে !
চিহ্নিলে ক্লীবনামে ক্ষমাশীলে! পার তব লীলার পেয়েছে কবে বলো কে ?

কহিলেন হরি তবে কোমল বচনে : "বীর ! মাহাত্ম্য তব জানে বিশ্ব ।
এ-তিন ভুবনে নাই দোসর যে-প্রবীরের কে বলিবে তারে হীন নিঃস্ব ?
জানি তব তেজ সখা, চিনি অমিতাভ তব শক্তির সীমাহীন ব্যাপ্তি,
জানি তব ঘনঘোর বিক্রম—রণে যার নাই ভয়, ক্লান্তি, সমাপ্তি ।
শুধু আমি ঘুমন্ত বীর্যের তব আজ চাহি' নবজাগরণ—ব্যঙ্গের
খরশরে সুষুপ্ত আত্মবোধন তব চাহিয়াছিলাম ভাষে রঙ্গের ।

"শুধু, এক কথা বলি : 'ব্যর্থ পুরুষকার'—এ-কথা তোমার নহে সত্য।
পুরুষকারে যে করে সন্দেহ—বাণী তার আনে শুধু জীবনে অনর্থ।
দৈবও চলাচলে প্রবল—নিখিল জানে, তবু রহে যে দৈবনির্ভর
দৈবেরি সিদ্ধির পথে আনে বাধা—হ'য়ে সংশয়শরজালে জর্জর ।
পুরুষকারের আছে বীর্য ও বিক্রম, স্বভাবে সে তবু সন্দিগ্ধ,
দৈবের মুখ চাহি' পৌরুষ নির্বল হয়—দেখ না কি তুমি নিত্য ?
সত্য—পুরুষকার জীবনের পথে নহে একনাথ, সুফলনিয়ন্তা ।
বীজের বহুবপন, কর্ষণ পরে তবু কর্মাঙ্গন রহে বন্ধ্যা ।
তথাপি পুরুষকার নহে নহে নিষ্ফল—দৈবে সে যদি হয় ব্যর্থ
দৈবও হয় বহু ক্ষেত্রে পুরুষকার-বলে প্রতিহত এ-ও সত্য ।
যেমন, বসনে জিত শৈত্য, ব্যজনে তাপ, ছত্রে বারিত শিলাবৃষ্টি,
তৃষ্ণা সলিলে, ক্ষুধা আহারে, পুরুষকার বিনা উপজায় অনাসৃষ্টি ।*
সঞ্চিত দৈবের প্রারব্ধগতিমুখ অপরিবর্তনীয় নয় নয় :
প্রায়শ্চিত্ত তথা জ্ঞানবলে দিনে দিনে প্রারব্ধ কর্মেরো হয় ক্ষয় ।

* দৈবমপ্যকৃতং কর্ম পৌরুষেণ বিহন্যতে ।
শীতমুষ্ণং তথা বর্ষং ক্ষুৎপিপাসে চ ভারত ॥ (৭১)

কৃষ্ণদৌত্য

পুরুষকারের মহাশক্তি বিহনে শুধু দৈবে না পায় জীব জীবিকা।
দৈব-পুরুষকার-মিলনে তবেই ভবে মিলে সিদ্ধির গতি-শিবিকা।
দৈবে অঙ্গীকারি' তাহারে অস্বীকার পৌরুষ-বলে তবু কাম্য।
সিদ্ধির আশে নয়, নিষ্কাম-ব্রতে শুধু সাধনীয় ফলাফল-সাম্য।
সংশয়মেঘ যদি ছায় কভু—সফলতা যদি হয় দুরাশা কি ছায়াময়,
তথাপি তেজস্বী না ত্যজিবে ওজস্—যেন গ্লানি ও বিষাদ হ'তে
দূরে রয়। *
হেন ভাব প্রাণে তব করিতে বপন আমি করিয়াছিলাম সখা ব্যঙ্গ।
বীর্যব্রতী হোক স্বভাবে-আসীন চাহি'—শুধু রসনার ক্ষণরঙ্গ।

—

* নাতিপ্রহীণরশ্মিঃ স্যাত্তথা ভাববিপর্যয়ে।
বিষাদমর্চ্ছেদ্ গ্লানিং বাপ্যেতমর্থং ব্রবীমি তে॥ (৭১)

সপ্তম সর্গ

কহিল পার্থ : "সখা, আমারো সভায় ছিল কিছু নিবেদন—
যেকথা ধর্মরাজ প্রশ্ন-দ্বিধায় তাঁর করিলেন আজিকে জ্ঞাপন।
পুনর্ভাষণে তার নাই প্রয়োজন, তবু জাগে দ্বিধা নাথ!
উক্তি তোমার যেন দ্ব্যর্থক, পুছি তাই করি' প্রণিপাত :
মনে লয় : ভাব তব—শান্তি অসম্ভব। প্রথম কারণ :
পাণ্ডব হৃতধন, দ্বিতীয় কারণ—অরি লুব্ধ ক্রোধন
দিবে না রাজ্যভাগ আমাদের রণ বিনা। চাহিলে কি তাই
সন্ধিদৌত্য প্রভু?—নিগূঢ় মতির তব দিশা নাহি পাই।
কভু করো দৈবের স্তবন—দৈব বিনা প্রয়াস বিফল।
কভু বলো : পৌরুষ বিনা দৈবও হয় ব্যর্থ, অচল।
পাণ্ডব-অবসাদ দেখি' কি অবিশ্বাস এসেছে মাধব?
বাহিরে উদ্দীপিত করি' অন্তরে কি গো চাহ না আহব?
অথবা সর্বসখা বলি' তুমি আশ্বাস দিয়া আমাদের
উভয়েরি শুভার্থী যেতে চাও শুভমতি দিতে তাহাদের?
কুটিল দুর্যোধন বধের যোগ্য—জানি, তবু হিত চাও
তারো তুমি—মনে লয় : তাই কি পাণ্ডবের বীর্য জাগাও?
আমাদের বীর্যের বোধনে তারা কি প্রভু, হবে শঙ্কিত?
ব্যাকরণে দিয়ে সায় ভাষারে করিলে তাই ভাষ্য-অতীত?
কী বলিব আর নাথ, অন্তর্যামী তুমি, জান তো সকলি :
দ্রৌপদী-লাঞ্ছনা সহিনু কী বেদনায় হে, অচঞ্চলি'।
বঞ্চিত করি' খল দ্যূতে পর-রাজ্য যে চাহে নরাধম
মিথ্যার সম্পদ সঞ্চিতে লোভে—সে যে বধ্য পরম

জানি জানি, তবু আমি চাই—তুমি যাহা চাও, বুঝি না তো নাথ,
কী অভিপ্রায় তব—তাই শ্রীচরণে শুধু করি' প্রণিপাত
জানাই : ইচ্ছা তব হৃদয়েশ, মেনে লব পরম প্রণামে
শান্তি, সন্ধি, রণ, বনবাস—যাহা চাও—বরি' দুর্নামে।
যে-পথেই যাবে ল'য়ে—চলিব সে-পথে আমি হে আদরণীয়!
দিশারি, সারথি যার তুমি—তার আছে আর কোন্ বরণীয়?
যাহা তব ঈপ্সিত—বাঞ্ছিত আমারো হে বল্লভ, জানি।
বিধান—ধর্ম তব, পালন—কর্ম মোর, এই শুধু মানি।*

শর্ম তৈঃ সহ বা নোঽস্তু তব বা যচ্চিকীর্ষিতম্।
বিচার্যমাণো যঃ কামস্তব কৃষ্ণ স নো গুরুঃ॥ (৭২)

অষ্টম সর্গ

কহিলেন হরি প্রীত স্বরে : "করিও না ভয় অকারণ :
যাহা তুমি চাও সখা, আমি রাখিব হে রাখিব স্মরণ।
যে-পন্থায় ক্ষেম উভয়েরি করিব সুগম সেই পথ।
উভয়পক্ষেরি চাই আমি সাধিতে মঙ্গল, মনোরথ।
শান্তি যদি হয় সাধনীয়— লোকক্ষয় অভিপ্রেত কার ?
অভীষ্ট আমারো বন্ধু, তাই সন্ধি—নহে অনর্থ সংহার।
শুধু বলি তোমারে আবার : চিত্ত তব করিতে বিকল
ভাষা আমি করিনি দুর্বোধ, সত্য নহে প্রাঞ্জল, সরল।
বহু তার আভাস, ব্যঞ্জনা : এক পথে বাঞ্ছিত যে-নীতি
অন্য পথে হয় অবাঞ্ছিত, ধর্ম—প্রাণগহন-অতিথি।
এক-চক্র যে-পন্নগ—তার দণ্ডদান সহজ দমনে।
শতশীর্ষ কালিয় কেবল মানে হার ফণায় নটনে।
যথালগ্ন আছে শাসনেরো : দিবালোকে লুকায়ে যে রয়
নিশাচর—বধ তরে তার নিশীথের চাই অভ্যুদয়।
কভু, যেথা দৈব মানে হার পৌরুষেরে জয়ী দেখা যায়।
পৌরুষ যেথায় প্রতিহত, ফলসিদ্ধি আনে দেবতায়।
দৈব ও পুরুষকার দোঁহে বিরচিল প্রাণনাট্যলালা।
সে-লীলা জটিল, ঘূর্ণী তাই রচে গতিবিচিত্রা ঊর্মিলা।
দৈবজ্ঞের দৈব-অঙ্গীকার নহে মিথ্যা—শুধু, নহে তারো
গণনা অভ্রান্ত সর্বকালে : পৌরুষেও কাটে দৈব কারো।

যথা, বিনা কঙ্করশোধন বিনা জলসিঞ্চন নির্মল
যথারীতি বীজের বপন ক্ষেত্রে কভু ফলে না ফসল।
তবু দেখা যায়—খরতাপে শুষ্ক হয় অভিষেক-বারি।
অনাবৃষ্টি-অভিশাপে তাই কাঁদে প্রজা, আসে মহামারী।*
ফলোদয় হয় পৃথ্বীতলে দৈব-পৌরুষের সম্মিলনে:
চাই বহু যত্ন কৃষাণের, চাই সহযোগ প্রবর্ষণে।
দৈব হ'লে দৃঢ় অকরুণ হ'ত ব্যর্থ নিখিল প্রয়াস:
তবু দৈব-আশাপথ চাহি' হয় কবে পৌরুষ-বিকাশ?
তাই আমি চাহিনু বুঝাতে: সাধনাই সিদ্ধি আনে শুধু।
হতোদ্যম পুরুষের প্রাণ অনুর্বর—বন্ধ্যা মরু ধূ ধূ।
মানি—দৈব অনুকূল কিনা নিশ্চয়জ্ঞ নাই তার কেহ,
তাই আমি ঘোষিয়াছিলাম: সন্ধিদৌত্যফল অনির্ণেয়।
মর্ত্য নর দেখে মানবের রীতি নীতি কর্ম-প্রবর্তনা
সেথা লভি' কর্তব্য-নির্দেশ চলিবে সে বরি' শুভৈষণা।
তবু যেথা আছে আশাকণা, আছে অবকাশ সাধনার:
তাই ন্যায়-সন্ধির প্রয়াসে প্রার্থি দৌত্যপদ শেষবার।
কিন্তু দুর্লক্ষণ চারিদিকে হেরি বন্ধু, তাই লয় মনে:
শুভফল হবে না সাধিয়া, দুর্যোধন কৃতকল্প রণে।

* ক্ষেত্রং হি রসবচ্ছুদ্ধং কর্ষণেনোপপাদিতম্।
ঋতে বর্ষান্ন কৌন্তেয় জাতু নির্বর্তয়েৎ ফলম্॥
তত্র বৈ পৌরুষং ব্রূয়ুরাসেকং যত্র কারিতম্।
তত্র চাপি ধ্রুবং পশ্যেচ্ছোষণং দৈবকারিতম্॥
তদিদং নিশ্চিতং বুদ্ধ্যা পূর্বৈরপি মহাত্মভিঃ।
দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্॥ (১৩)

নবম সর্গ

কহিল নকুল ঃ "হে যদুপতি !
আমার কেবল এক মিনতি ঃ
জনে জনে প্রভু আজি তোমারে
নিবেদিল ভাব বহু বিচারে ।
আমি জানি—তুমি কাহারো কথা
না করি' গ্রহণ—সাধিবে সদা
ভালো মনে হয় যাহা তোমার ।
তোমার সমান জ্ঞান কাহার ?
কালোচিত যাহা করিও আজ ঃ
ত্রিকালজ্ঞের এই তো কাজ ।
যদি তাহা সব মতেরি প্রভু
হয় বিরুদ্ধ—সাধিও তবু ।
অস্থির মত অধীর ভবে
ধ্রুবতা কোথায় কে জানে কবে ?*
একের চিন্তা-ঢেউ কোথায়
কারে ল'য়ে যায়—দিশা কে পায় ?
আজ করি যাহা অঙ্গীকার
কাল করি তারে অস্বীকার !

* অন্যথা চিন্তিতো হ্যর্থঃ পুনর্ভবতি সোহন্যথা ।
অনিত্যমতয়ো লোকে নরাঃ পুরুষসত্তম ॥ (৭৪)

কৃষ্ণদৌত্য

যেমন—যখন ছিলাম বনে
তখন যে-মত অতি যতনে
করিতাম নিতি লালন হায়,
আজ মনে হয় ছায়ার প্রায়।
তাই, শেষে আজ এই মিনতি
জানাই চরণে—তুমি সারথি
নহ আমাদের কেবল নাথ :
তুমি জ্ঞানী—আনো সুপ্রভাত
আপন আলোকে। চলো আপন
বরি' দিশা ওগো চিরন্তন
চিন্তা অতীত চিন্তামণি,
চিন্তা কাহারো কভু না গণি'।*

* সর্বমেতদতিক্রম্য শ্রুত্বা পরমতং ভবান্।
যৎ প্রাপ্তকালং মন্যেথাস্তৎ কুর্যাঃ পুরুষোত্তম।

দশম সর্গ

কহে সহদেব ঃ "প্রভু, কে না জানে—যার
তুমি সখা, দূত—নাই পরাভব তার।
তবু শেষবার
দৌত্য তোমার
না হয় সফল যেন—এই মনে চাই।
সন্ধিতে দুর্জনসহ কাজ নাই।

"যেদিন আনিল তারা অশ্রুমলিন
কৃষ্ণারে ধরি' কেশে লজ্জাবিহীন,
হাসিল অরি
যবে শ্রীহরি,
বিষাদে আমার মন হ'ল যে কালো,
সন্ধি কি দুরাচার সাথেও ভালো?

"বলুক যে যাহা চায়। আমার এ-পণ
সাধিব দুষ্ট রিপু-চমূর নিধন।
যদি ভ্রাতৃগণ
নাহি চাহে রণ
একক যুঝিব আমি—মানিব না হার ঃ
অধম-বিনাশ শুধু কাম্য আমার। *

* যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ ধর্মরাজশ্চ ধার্মিকঃ।
ধর্মমুৎসৃজ্য তেনাহং যোদ্ধুমিচ্ছামি সংযুগে॥ (৭৫)

একাদশ সর্গ

সহসা চমকি' সবে উঠিল শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস
রমণীর। কৃষ্ণ সাথে মন্ত্রণাসভার সভাসদ
চাহিল সকলে যুগপৎ মূর্তিমতী বেদনার
প্রতিমা—দ্রৌপদী পানে। তূর্ণ কেশবের কাছে আসি'
কহিল উদ্দীপ্তা দেবী অশ্রুমুখী, আয়তলোচনা :

"অকিঞ্চন-বন্ধু ওগো, লাঞ্ছিতার লজ্জা নিবারণ!
তুমি বিনা কে বুঝিবে অন্তরের আর্তি অন্তর্যামী?
স্বকর্ণে শুনিলে প্রভু লজ্জাহীন কৌরবদূতের
ধর্ম-উপদেশ ধর্মরাজে—যারে তুমি তীব্রোচ্ছ্বাস
তিরস্কারে লজ্জা দিলে—নহিলে সে বুঝি ধর্মরাজে
দিত লজ্জা বলি! প্রভু, তুমি জানো—চাহিয়াছিলেন
সে-কেমন অপরূপ রাজ্যভাগ ন্যায়নিষ্ঠ প্রভু।
পাণ্ডুরাজ যোগ্যপুত্র বিচিত্রবীর্যের। ভারতের
সমগ্র সাম্রাজ্য নহে ন্যায়মতে শুধু কি তাঁহার?
তুষ্ট তিনি অর্ধরাজ্যে—তাও পরে হারাতে শত্রুর
ছল দ্যূতে! সর্বসাক্ষী! তুমি তো সকলি জানো—তাই
কী ফল পুনর্ভাষণে? তবু ন্যায়পন্থী ধর্মরাজ
হৃতরাজ্য হ'য়ে—তাঁর প্রাপ্য স্বত্ব চাহিতেও হায়
বিবেক-দংশনে আজ মুহ্যমান্!—বলিব কাহারে
এ-ঘোর লজ্জার কথা? তবু নাথ, রমণীর মন

অবুঝ—সান্ত্বনা বিনা অধীর সে রহে চিরদিন।
পুছি তাই—মানি' কোন্ ন্যায়নীতি প্রার্থিলেন তিনি
মাত্র পঞ্চগ্রাম পঞ্চ ভ্রাতা তরে? পূজিত পাণ্ডব
আসমুদ্রহিমাচল এ-ভারতে—সর্বজনপ্রিয়,
বীর, ধীর, ধর্মভীরু, আচারে সমৃদ্ধ, মহাযশা,
ভারতের অধীশ্বর জন্মস্বত্বে। হেন রাজসুত
(আশ্রয় যাদের চাহে সর্ব প্রজা—ছাড়িয়া কৌরবে)
চাহে শুধু পঞ্চ গ্রাম বলো কোন্ ন্যায়ের বিধানে?
ন্যায় যদি এরি সংজ্ঞা—অন্যায়েরে কোন্ অভিজ্ঞানে
চিনিব আপন নামে? কিন্তু হয় নাই হায় তবু
অভ্রান্ত বিবেক তুষ্ট মহামনা ধর্মতনয়ের!
হৃতরাজ্য যে-সম্রাট্, জায়া যার আশ্রয়বিহীনা,
অজ্ঞাতবাসের ঘোর দুর্বিষহ সর্তের পালনে
বিরাটের রাজ্যে ছিল সৈরিন্ধ্রী সেবিকা বর্ষকাল,
স্বামীর আশ্রয়ে রহি' স্বামীরে করিয়া অস্বীকার
আজিও যে অনাথার সম—(যার নাথ নিরাশ্রয়—
সে কি নাথহীনা নহে?) অগৌরব আর কত হবে?
সব চেয়ে দুঃখ এই—বীর্যবান্ পুরুষ হারালো
বীর্য—নিরন্নের সম বীরের স্বধর্ম ছাড়ি' হায়
মানিয়া কাপুরুষের যুক্তি!—বুঝি এমনিই হয়:
দারিদ্র্যে কৃশতা শুধু আনে না দেহের—সেই সাথে
শৌর্যেরো হারায়ে পুষ্টি সুষমা কঙ্কালমাঝে পায়
আর্তির বিচিত্র যুক্তি সান্ত্বনা প্রবোধ! নহিলে কি
যে-জাতি আজন্ম শত্রু—(চাহে না সৌহার্দ, চাহে শুধু
পদে পদে তিলে তিলে পাণ্ডবের লাঞ্ছনা—উচ্ছেদ,

নাই যার আস্তিকতা—নাই ধর্মবুদ্ধি কি বিবেক,
আছে শুধু দম্ভ লজ্জাহীন—তাই করে যে ঘোষণ
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে দিবে না সূচ্যগ্রভূমি)—তারো
পাপার্জিত, স্বত্বহীন সাম্রাজ্যের একাংশও ফিরে
চাহিতে যাহার আজ এত দ্বিধা —সংশয়—বেদনা !
অন্ধকার দেখিয়াও তারে কৃষ্ণ বলিতে যাহার
এত কুণ্ঠা !—সত্যস্পন্দ অনুভব করিয়া অন্তরে
তবু যে সে-অনুভবে নিত্য সন্দিহান দুর্বিচারে,
এ-হেন ক্লীবের আমি অধন্য বনিতা প্রভু কোন্
পূর্বজন্ম-মহাপাপে—বলিতে কি পারো সান্ত্বভাষে ?
নহিলে কেমনে ধৈর্য ধরি শুনি' স্বকর্ণে সভায় :
ভীমার্জুন-রসনাও করে ভীরু ইষ্টমন্ত্র জপ :
সন্ধি তারা চায়—যুদ্ধ নহে ! আর সন্ধি কার সাথে ?
যে-রিপুরে জানে তারা কুলাঙ্গার—করে অভিহিত
পাপের বিগ্রহ বলি' !" ফুটে উঠে ব্যঙ্গের ঝলক
অশ্রুমুখী-নেত্রে, তীক্ষ্ণ হাস্যের ক্ষণাভা দিল দেখা
কহিল যখন রাণী : "বিচিত্র তোমার লীলা নাথ !
যারা যুগপৎ তব আজ্ঞাবহ, সখা, সহচর,
পূজারী, সেবক, শিষ্য—যাহাদের নিরন্তর তুমি
করো রক্ষা, দাও উপদেশ—তারা লাঞ্ছিত, দুর্গত
আবাল্য—আশ্চর্য, মানি : তবু সেথা আছে এক মহা
সান্ত্বনা—যে, তুমি আছ হে কাণ্ডারী, কর্ণধার তথা
দুঃখভাক্ তাহাদের। কিন্তু তারা লভিয়া তোমারে—
শুনিয়া তোমার বাণী—নিত্য দেখি' আদর্শ তোমার
(বীর্যবান্ সিংহসম, শান্ত ঋষিসম, অতন্দ্রিত

অক্লান্তি আদিত্য সম)—তবু আজো করে প্রভু তব
পুণ্য নামজপ শুধু রসনায়—তব উপদেশ
কর্ণে শুধু কাঁপে হায় তাহাদের—বাজে না বারেকো
অন্তরের গূঢ় তন্ত্রে ! নিঃসম্বিৎ এই অন্তঃপুরে
জাগিয়া কেবল সহদেব—তব যথার্থ পূজারী ।
ভীমার্জুনে ধিক্—যারা শুধু অভিজ্ঞানেই পুরুষ,
আন্তর স্বভাবে—নারী । নহিলে কি তারা প্রিয়তমা
রাজপুত্রী মহিষীর দেখি' অমর্যাদা অন্তহীন
সন্ধি চায় হেন অরিসাথে যারা স্বধর্মে কুটিল,
গতিভঙ্গে সরীসৃপ ? যদি সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত
হ'ত প্রভু ধর্মরাজ—রাখিত কি ভ্রাতৃগণে পণ
দুর্জনের দ্যুতের সভায় ? ধর্মধ্বজের কি কভু
বুদ্ধির নিপাত হয় হেন—যার ফলে আপনারে
হারিয়া—তাহারো পরে রাখে পণ সহধর্মিণীরে ?
ধর্মের-বিগ্রহ, পিতৃমাতৃকুল-মুখোজ্জলকারী
দেখে চেয়ে ক্লীব সম অবমান তার ? হে মাধব,
সে-সভায় যবে ক্রূর পাপের সে-মূর্ত অবতার
দুঃশাসন কেশ ধরি' আনিল আমারে অশ্রুমুখী
প্রকাশ্য সভায় পশুবলে—যেথা ঘৃণ্য সভাসদ
উৎসুক—কুলবালার ধর্ষণ করিতে উপভোগ,
সেদিন এ-প্রশ্ন জাগি' উঠেছিল অন্তরে আমার :
ধর্মের ধারক, স্তম্ভ—এ-যুগল বলিষ্ঠ উপাধি
অর্জিল কেমনে যুধিষ্ঠির ? হায়. শুধাসু লজ্জায় :
নহে কি যথার্থ বিশেষণ 'ক্লীব' সে-ভর্তার—গণে
ভার্যারে যে ভোগের সামগ্রী শুধু—নহে ভরণের,

আদরের, সম্রমের ? ” মুছি’ অশ্রু কহে কৃষ্ণা : “যবে
আপনারে অকস্মাৎ জানি’ প্রভু, হেন অপরূপ
স্বামীর আশ্রিতা—সেই দুর্যোগের নীরন্ধ্র তিমিরে
কহিলাম কাঁদি’ ডাকি’ তোমারে বান্ধব, নিরাশায় :
‘লজ্জা শুধু এই নয়—লজ্জা দিল নির্লজ্জ দুর্মতি :
সে-লজ্জার নাই তল—লজ্জিতা যে করিতে স্বীকার
নাথে তার নাথ বলি’ ।’ তাই যবে প্রার্থিনু সে-দিনে
আশ্রয় তোমার ওগো অগতির গতি !—বিনা যার
বরাভয় নাই ত্রাণ ভয়ে—বিনা যার ঝঞ্ঝাজয়ী
চরণ-তরণী—স্রোতস্বিনী হয় সিন্ধু পারহীন,
বিনা যার হেম হাসি অবিনাশী হয় কালো নিশা,
অন্তহীন সর্পিল বন্ধুর পথে শুধু দিশা যার
তারকা-পাথেয়-দানে জন্ম-মরণের চির ক্ষুধা
মিটায় জীবনে নিত্য—যার কেহ নাই তার আছে
শুধু যে অনন্তবন্ধু, দিশারি, সারথি অদ্বিতীয়,—
সে-তোমারে চিনি’ যবে কাঁদি’ কহিলাম ডাকি’ : ‘ওগো
সর্বাধ্যক্ষ প্রাণাধিক, লজ্জার এ-অকূলপাথারে
করো লজ্জা-নিবারণ—তুমি বিনা কে আছে কোথায়
আশ্রয় অসহায়ার ? হয় নি কি প্রায়শ্চিত্ত আজো
পূর্বজন্ম-দুষ্কৃতির ?—বন্ধনেরো পরে হ’তে হবে
বিবসনা সভামাঝে জঙ্গম ভর্তার দেখি’ হায়
স্থাবর-কঙ্কাল-পরিণতি ? কহিল না কথা তবু
কেহ সে-সভায় !—করিল না প্রতিবাদ-উচ্চারণ,
করিল না স্থানত্যাগ গণি’ সেই দৃশ্যেরে দুঃসহ :
মহারথী সভাসদ অগণন রহিল নীরবে

সুখাসীন—যেন কৌতূহলে—বুঝি করিতে কৌতুক
উপভোগ !—এ-হেন অভাবনীয় ধর্ষিতা-ধর্ষণ
দ্বাপরেও ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখে নাই কেহ
বুঝি অধর্মের হাতে ! শুধু তুমি শুনেছিলে নাথ,
সে-লগ্নে নিঃসহায়ার গভীর ক্রন্দন দূর হ'তে ।
নহিলে কি করিত না নরাধমে সেদিন আমার
চরম লাঞ্ছনা—করি' বিবসনা লোকসভা মাঝে ?
জেনেছি সেদিন হ'তে—অনাথার নাথ নয় পতি :
শুধু তুমি বিশ্বপতি,—সখা বন্ধু জনক তারক
দাহনে দুর্যোগে গাঢ় অন্ধকার বিপদে আমার ।
শুধু তুমি জানো দেব,—কী অতল ব্যর্থতা-সাগরে
মজ্জমানা এ-দুঃখিনী"—বলি' কৃষ্ণা রহিয়া নীরবে
ক্ষণকাল—বিষাদ-করুণ নেত্র রাখি' কেশবের
প্রশান্ত নয়ন 'পরে—কহিল : "নিন্দিত চিরদিন
দারিদ্র্য ধরণীতলে—ব্যর্থতার বাহন সে বলি' ।
দারিদ্র্য বিক্লব আনে শুধু তো দেহের নহে নাথ,
ইচ্ছাশক্তি করে সে বিকল—যার পরিণামে বীরও
হয় ধর্ম-ছদ্মবেশে নিরাপদ-পন্থী । তাই বুঝি
শুনিনু স্বকর্ণে আজি ভীরুতার যুক্তি সাবধানী :
বহু সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব যুধিষ্ঠির-ভীমার্জুন-মুখে !
গৃহে অগ্নি দেয় যারা তাহাদেরো সাথে না কি শ্রেয়ঃ
সৌহার্দ্য-মিতালি-রাখী-বন্ধন! হা ধিক্, যবে নারী
দুর্জনে দণ্ডিতে চায়—রহে নরধার্মিক সংশয়ী
ধর্ম পাছে রক্ষা নাহি হয় ! প্রভু, অবধ্য যাহারা
তাহাদের বধে স্পর্শে যে-গভীর পাপ—স্পর্শে না কি

তেমনি কলঙ্কী পাপ তাহাদেরে—যাহারা বধ্যেরে *
দেয় অব্যাহতি ?   নাথ, সাধুসঙ্গ-বিমুখ বলিয়া
দুর্জনের রটিল দুর্নাম :   কিন্তু মৈত্রী অসাধুর
দ্বাপরে ধার্মিক-চিহ্ন—তাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির !"
বলিয়া আলুলায়িতকেশা করি' গ্রহণ তাহার
সুলক্ষণ, মনোহর, সর্পসম তরঙ্গকুটিল †
কুন্তল অনিন্দ্য বামকরে—ধরি' দক্ষিণ শ্রীকরে
শ্রীকৃষ্ণের পাণি—করি' নয়নাশ্রুধারে সিক্ত তার
প্রকম্পিত যুগ্ম স্তন—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ব্যথাতুর
আবেদনে সমবেত সভাসদ-নয়নে জাগায়ে
অশ্রুচ্ছ্বাস—গাঢস্বরে কহিল : "হে সর্বব্যথাহারী !
যার ব্যথা বুঝিল না দরদী আত্মীয়, পরিজন
ব্যথা তার জানো তুমি—নাহি যেথা সান্ত্বনা-কণিকা।
তাই নাথ, এ-মিনতি চরণে তোমার ভক্তাধীন !—
আশ্রিতা নিরাশ্রয়ার দুঃখ সেই কৌরবসভায়
রেখো রেখো মনে।   যদি সন্ধি-প্রার্থী হয় সে-অরাতি,
তুমি সেই সন্ধিপত্রে দিও না স্বাক্ষর।   ভুলিও না
সে-দুর্লগ্নে দ্রৌপদীর ঘনকৃষ্ণ কেশ ভ্রষ্টবেণী
বাঁধে নাই যাহারে সে সেই দিন হ'তে—ল'য়ে পণ :

* যথাবধ্যে ভবেদ্দোষো বধ্যমানে জনার্দন।
স বধ্যস্যাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ॥ (৭৬)

† ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্বগন্ধাধিবাসিতম্॥
সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা॥

দুঃশাসন-হৃদিরক্তে রঞ্জি' এ-কুন্তল তবে বেণী
বাঁধিবে সে পুনরায় দণ্ডি' সেই মূর্ত নরকের
প্রতিনিধি—নররূপী কীটাধমে।—আর রেখো মনে ঃ
প্রতিজ্ঞা আমার—যদি ভীমার্জুন-সহ ধর্মরাজো
করে সন্ধি শত্রুসাথে, পঞ্চপুত্র সাথে আমি নারী
আপনি সমরে হব অবতীর্ণা করিয়া অগ্রণী
প্রবীর অভিমন্যুরে। বীর যবে যায় ভুলে তার
বীরযজ্ঞ-মন্ত্রপাঠ—পুনর্দীক্ষাভার লয় তার
অনধিকারিণী নারী। চ্যুত যবে হয় ধর্মাচারী
শঙ্কাবশে—নারী হয় গুরু ঃ দিশাহারা সঙ্কটের
নিরাশার ঘোর ঝঞ্ঝালগ্নে হয় দামিনী চকিতা
দেখাতে সরণী—যবে সূর্য হয় পরাস্ত জলদে।

দ্বাদশ সর্গ

কহিল কোমল হরি সান্ত্বনভাষণে ধরি'
কর স্নেহে অশ্রুলা কৃষ্ণার :
"লো অভিমানিনী, দূর করো চিন্তা অ-বন্ধুর
হবে কুলধ্বংস—যে তোমার
করিল লাঞ্ছনা সতী, পূরিবে পূরিবে ক্ষতি
উচ্ছেদে তাহার মহারণে।
অধর্মের অভ্যুদয় শুধু আদিপর্বে হয়,
শান্তিপাঠ—সমূল নিধনে।
চাহে যার জগৎপতি উৎসাদন—সে-দুর্মতি
প্রমত্ত দুরভিমানে করে
বরণ দম্ভেরে—গণি' অম্বিকারে চিরন্তনী
সেবিকা—দর্পেরি সিদ্ধিতরে।
দর্প রচে মোহপাশ, মোহে শুভবুদ্ধিনাশ,
বুদ্ধিনাশে বিনষ্টি মহতী।
কর্ম কর্মফল-ডোরে বাঁধে জীবে—অমাঘোরে
দুষ্কৃতের অন্তিম বসতি।
নীতিদ্রোহে নাই শুভ, সুনীতি ধারক ধ্রুব,
শ্রেয়োলাভ নাই বিদ্রোহীর।
নেত্রের লাঞ্ছনা চায় যে-দৃষ্টিনাস্তিক—পায়
অন্ধতার দণ্ড নিয়তির।
রমণীর অশ্রুধারা পুণ্যহন্ত্রী—মূঢ় যারা
মহাশক্তি নারী—জানে না যে!
অখিল প্রাণের ভ্রূণ যে করে বহন—ন্যূন
নহে কারো সে সৃষ্টির কাজে।

জননী দুহিতা জায়া রূপে নিত্য মহামায়া
করে সর্ব ক্ষেমেরে ধারণ
নিখিলবন্দ্যার হেন করে যে লাঞ্ছনা—জেনো
সর্বনাশ তার আকিঞ্চন।
যারে অভিশাপে বালা সে পরে সর্পের মালা
মোহে গণি' তারে পুষ্পহার।
সতী রুষ্টা যার পরে দারা পুত্র তার করে
দুর্বিষহ শোকে হাহাকার।
অধর্মে কৌরব যদি রহে মত্ত—রক্তনদী-
আবর্তে সে বরিবে মরণ।
শৃগাল শকুনি সবে শুধু কৃতকৃত্য হবে
শ্মশানের লভিয়া অশন।
করো অশ্রুসংবরণ, শুন কৃষ্ণা, কৃষ্ণ-পণ,
প্রতিজ্ঞা আমার ভয়ংকর :
পৃথ্বী যদি দীর্ণ হয় স্থানভ্রষ্ট হিমালয়,
নক্ষত্র-খচিত নীলাম্বর
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে পলে পড়ে যদি পৃথ্বীতলে,
বচনের অন্যথা আমার
হবে না হবে না তবু, ধর্মের দুর্গতি কভু
নাই দেবি!—কাঁদিও না আর।*

* চলেদ্ধি হিমবান্ শৈলো মেদিনী শতধা ভবেৎ।
দ্যৌঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মে মোঘং বচো ভবেৎ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি কৃষ্ণে বাষ্পো নিগৃহ্যতাম্।
হতামিত্রান্ শ্রিয়া যুক্তানচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে পতীন্॥ (৭৬)

ত্রয়োদশ সর্গ

এলো হেমন্ত মন্দমৃদু সমীরে
শরৎ-ঋতুর যবে হ'ল অবসান,
কৌমুদ মাসে রেবতী তিথি গভীরে
ধান্য-শীর্ষ যখন পক্বমান।

আঁধার যখন হ'ল দূর—হাসিমুখে
নির্মল সোনা ছড়ালো তপনোদয়ে ঃ
সে-অরুণিমার কোমল মিতালি-সুখে
মৈত্র লগন আসিল অপরাজয়ে।

শুদ্ধ
স্নান-আহ্নিক সমাপি' নিরঞ্জন·
রুচিবেশে সমলঙ্কৃত নির্জর
ব্রাহ্মণ-মুখে শুনি' সংকীর্তন

শ্রবণানন্দ, পবিত্র-ঝংকার,
পূজি' উষা, করি' অগ্নি প্রদক্ষিণ
কহিলেন ডাকি' ঃ "সাত্যকি দুর্বার!
রাখো রথে জয়শঙ্খ নির্মলিন,

তীক্ষ্ণ শায়ক, শক্তি গদা মহান্।
শত্রু যেথায় চক্রান্ত-কুটিল
সেথায় আমার দৌত্যের অভিযান,
অন্তর নয় যাহাদের অনাবিল

হেন অরি যদি নাও হয় বলবান্,
তবু যেথা তারা আপন দুর্গে রাজে
আমরা যখন হব সেথা আগুয়ান
প্রখর সজাগ হওয়া আমাদের সাজে।*

কৃষ্ণের যত আছিল পরিচারক
করিল যোজন রথে তাঁর শোভমান
চারি তুরঙ্গ : সুগ্রীব, বলাহক,
মেঘপুষ্প ও শৈব্য তেজস্বান্।

অমনি আকাশে মেঘ হ'ল তিরোহিত,
বহিল পবন অনুকূল, কল্যাণ,
ধরণীর ধূলিজাল হ'ল নির্জিত
বিহঙ্গকুল ধরিল পুলকতান। +

---

* দুর্যোধনো হি দুষ্টাত্মা কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ।
ন চ শত্রুরবজ্ঞেয়ো দুর্বলোঽপি বলীয়সা॥ (৭৭)

+ প্রদক্ষিণানুলোমাশ্চ মঙ্গল্যা মৃগপক্ষিণঃ।
প্রয়াণে বাসুদেবস্য বভূবুরনুযায়িনঃ॥
মঙ্গল্যার্থপদৈঃ শব্দৈরন্ববর্তন্ত সর্বশঃ।
সারসাঃ শতপত্রাশ্চ হংসাশ্চ মধুসূদনম্॥

বাল্মীকি, ব্যাস, ভৃগু, বশিষ্ঠ, গয়
নারদ, শুক্র, জমদগ্নি ও ক্রথ
আরো ঋষি সবে উঠিল গাহিয়া জয়
অনুসরি' বাসুদেবের পুণ্যরথ।

কৃষ্ণের অনুগামী সেনা চতুরঙ্গ
যে-পথে চলিল—ঝঙ্কৃত কলরোল:
প্রতি পথে ধায় জনতামহাতরঙ্গ
নরনারী-শিশু কণ্ঠের কল্লোল।

গ্রামে গ্রামে প্রতি পন্থে পতাকা জয়,
ছাড়ি' গৃহকাজ অলিন্দে নারীগণ
বর্ষিল ফুল। দেখি' আনন্দময়
পঙ্ক লুকালো লভি' সে-আস্তরণ। *

"আমার কুটীরে রজনী যাপন করি'
করো প্রভু, গৃহ পুণ্য নির্মলিন,"
কহে জনে জনে। কহিল হাসিয়া হরি
"ভক্তভবনে রাজি আমি নিশিদিন।"

দূতমুখে ধৃতরাষ্ট্র বারতা শুনি'
কহিলেন করি' আহ্বান পরিজনে:
"আকাশে বাতাসে উঠে ঐ গুঞ্জনি'
এল পৃথ্বীশ কৃষ্ণ শুভক্ষণে।

---

* তং কিরন্তি মহাত্মানং বক্তৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্ত্রিয়ঃ পথি সমাগম্য সর্বভূতহিতে রতম্॥ (৭৮)

"আসিছেন তিনি অতিথি পরম প্রিয়
অর্চনা কোরো মিলি' সবে নরনারী।
যে পূজে তাঁহারে রমণীয়, শরণীয়
অমৃতায়নের হবে হবে অধিকারী।

"পূজা যথোচিত না করে যাহারা তাঁর—
বন্ধ্যা তাদের জীবন। রাখিও মনে :
তিনি হ'লে প্রীত রহে না অভাব আর
ক্ষণিকের বুকে লভিয়া চিরন্তনে।"

চতুর্দশ সর্গ

চতুরঙ্গ শঙ্খবাঁশি উলসি'
ঢেউএর ম'ত বিছালো কলকল্লোল।
"কৃষ্ণ আসে, কৃষ্ণ আসে"—উছসি'
কোটি কণ্ঠ গায় পুলকে-উতরোল।

আসিল দূত ত্বরিয়া রাজসদনে,
কহিল : "প্রভু, অদূরে চতুরশ্ব
রথে কেশব আসিছে শুভ লগনে
প্রতি ঠমকে ঝরায়ে সুধাবর্ষ।"

কহিল ধৃতরাষ্ট্র শুনি' বারতা :
"তূর্ণ শুনি কৃষ্ণ হেথা আসিবে,
ভুবন-আশা যার চরণ-প্রণতা
দেখিয়া যারে পুলকে সবে ভাসিবে।

"চিরাশ্রয় কেশব জানি বিশ্বের :
সকলজীব তাঁরেই জানে ঈশ্বর
বুদ্ধি তেজ ধৈর্য বলবীর্যের,
তিনিই ধাতা—অপরাজেয় সুন্দর।

"জানি তাঁহারে ধর্ম সুচিরন্তন,
বিশাল তিনি সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম,
সুখেরে লভি করিলে যাঁরে বন্দন,
না অর্চিলে হৃদয়ে ছায় দুঃখ।*

"স্বর্ণময় ষোড়শ রথ তাহারে
করিব দান—অঙ্গীকারি হয়বে।
শতেক দাসী সেবিবে তারে স্বীকারে,
আবিক দিব—কোমল যাহা পরশে।

"ঘোষণা করো : পুরবাসী ও কামিনী
আরোহি' রথে স্বাগত তারে কহিবে।
কল্যাণী সুকন্যা মধুহাসিনী
বিহীন অবগুণ্ঠ তারে বরিবে।

"জয়পতাকা উড়ুক প্রতি তোরণে,
স্নিগ্ধ হোক্ সলিলে প্রতি পন্থ,
নয়ন যথা প্রণতি করে তপনে
নমিবে সবে তারে নয়নানন্দ।

---

* তস্মিন্ হি যাত্রা লোকস্য ভূতানামীশ্বরো হি সঃ।
তস্মিন্ ধৃতিশ্চ বীর্যঞ্চ প্রজ্ঞা চৌজশ্চ মাধবে॥
স মান্যতাং নরশ্রেষ্ঠঃ স হি ধর্ম সনাতনঃ।
পূজিতো হি সুখায় স্যাদসুখঃ স্যাদপূজিতঃ॥ (৭৯)

"সর্ববিধ রত্নমণি আলয়ে
তাহারে উপহার দিব হে বন্দি' ।
প্রেমদ সখা জানি' তাহারে প্রণয়ে
করিব পরিতুষ্ট—অভিনন্দি' ।"

বিদুর তবে কহিল : "যাহা বলিলে
সত্য তাহা সকলি । পুরুষোত্তম
মর্ত্যে যিনি—তাঁহারে নাহি বরিলে
বৃথা বরণ—বিফল সুখসঙ্গম ।

"চিরস্থির রেখা যেমন শিলাতে,
সূর্যে প্রভা, সমুদ্রে তরঙ্গ,
তেমনি কহে সকলে—অবলীলাতে
ধর্ম রাজে তোমার মাঝে, অঙ্গ !*

"করিতে হবে রক্ষা হেন কীর্তি
সরল সুরে, হে কুরু-অবতংস !
বঞ্চনায় নাই তো সুখসিদ্ধি,
মূঢ়তা আনে বহি' কুলধ্বংস ।

"কৃষ্ণ নহে রত্ন-রাজ-প্রার্থী,
তাহার কাছে বাহ্য মণি-রত্ন :
সে চায় তারে—যে তার শরণার্থী,
তারি সে করে সফল গূঢ় স্বপ্ন ।

---

* লেখাশ্মনীব ভাঃ সূর্যে মহোর্মিরিব সাগরে ।
ধর্মস্বয়ি তথা রাজন্নিতি ব্যবসিতাঃ প্রজাঃ ॥ (৮০)

"চাহিছ তুমি—আমার জয় মনে হে
চমকে করি' তাহারে উদ্দীপ্ত—
পক্ষে তব টানিতে সযতনে হে,
এ-পথে নাই শুভের চিরতীর্থ।*

"চায় যে শুধু সরল প্রাণতর্পণ
আড়ম্বরে ধ্বনিতে সে কি মজিবে ?
পাণ্ডবের লভিয়া হৃদিবন্দন
কোন্ সুখে সে শূন্য শোভা সহিবে ?

"পূজা তাহার চাও যদি হে সত্য,
যার তরে সে আসিছে—করো সিদ্ধি।
মহারণের চায় না সে অনর্থঃ
শান্তিতরে দৌত্য তার নিত্য।

"নহে তো তার প্রিয়—যে করে উচ্ছাসে
তাহার গুণগান। করে যে জীবনে
পালন তার ইচ্ছা—ভালো সে বাসে
তারেই শুধু পরম প্রীতিবরণে।

"আলো বিলায় স্বভাবে যে চিরন্তন
তারে পায় না—পাতালে করে বাস যে।
সুর যে চায়—করে না অভিনন্দন
বেসুরা শুধু যেথায় পরকাশ হে!

---

* অর্থেন তু মহাবাহুং বাষ্ণেয়ং ত্বং জিহীর্ষসি।
অনেন চাপ্যুপায়েন পাণ্ডবেন বিভেৎস্যসি॥

কৃষ্ণদৌত্য

"সমান সাথে হয় নিয়ত বিনিময়
সমানের—এ-মন্ত্র গায় বিশ্ব।
সুশীল যাচে সজ্জনেরি পরিচয়,
সাধু-যে—হয় মহাত্মারি শিষ্য।

"পাণ্ডবেরা একথা জানি' নিয়ত
বরিল তারে ধর্ম অপবর্গে।
তাদের শুভ তরে সে তাই নিরত,
ভুলিবে না সে মিথ্যা পূজা-অর্ঘে।"

দুর্যোধন কহিল : "তাত! সত্য
দিলেন যাহা সুযুক্তি পিতৃব্য।
কৃষ্ণে বহুদানে হবে অনর্থ—
পাণ্ডবের যে আজ উপজীব্য।

"করিবে মনে লভি' সে পূজা শেষহীন
শঙ্কাবশে তাহারে করি দান হে!
পাণ্ডবেরি রবে সে সখা চিরদিন,
সাধিয়া করে বরণ অপমান কে?

"আমরা যবে চাহি না যাহা চায় সে,
যুদ্ধ বিনা দিব না যবে রাজ্য,
করিব কেন প্রণতি তার পায় হে?
কৃষ্ণ, তাত! কৌরবের ত্যাজ্য।

"শুন হে ভাই আমার অভিসন্ধি :
পাণ্ডবের ঘরে সে চির-আশ্রয়,
আমরা তারে রাখিব করি বন্দী,
পাণ্ডবের তাহ'লে হবে পরাজয়।"

কহিল ধৃতরাষ্ট্র উঠি' খঙ্কি' :
"কোথায় পেলে এ-হেন দুর্বুদ্ধি ?
দূত সে—প্রিয় বৈবাহিক—লভিব'
কুলীনরীতি লঙ্ঘিবে কুলশুদ্ধি ?

ভীষ্ম রুষি' কহিল : "এ-অনার্য
কুটিলতারে গণিল সুখধাত্রী
তার অশুভ সঙ্গ পরিহার্য
যাহার মতি ধ্বংসপথযাত্রী।

"চাহি না হেন পাপবচন শুনিতে
মঙ্গলের মন্ত্রণা যে চায় না।
বিনাশবীজ চাহে যে কুলে বুনিতে,
অকূলে কভু কাণ্ডারী সে পায় না।"

বলিয়া সভা হ'তে তূর্ণ উঠিয়া
রহিতে আর না পারি' অসহিষ্ণু
স্থান ত্যজিল দেবব্রত রুষিয়া
প্রণমি' মনে কৃষ্ণ চিরজিষ্ণু।

পঞ্চদশ সর্গ

মেঘনিভ ধূম্রবর্ণ কৌরবপ্রাসাদশিরে
আরোহিয়া বাসুদেব দেখিল সভায়
বহু রাজন্যের কেন্দ্রে সুখাসীন দুর্যোধন
গর্বদীপ্ত, অলঙ্কৃত মণিকামালায়।
কুটিল শকুনি, মহাশূর কর্ণ, দুঃশাসন,
পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, শতপুত্র সাথে
কৌরব সম্রাট্ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সসম্ভ্রমে
করিতে বরণ সর্বজগতের নাথে
যুগপৎ অভ্যর্থিল উঠি' উচ্ছ্বসিত রোলে :
"স্বাগত হে মহামতি নিখিলসারথি!"
দুর্যোধন যথাবিধি করি' মধুপর্ক দান
রাজকীয় সমারোহে নির্বাহি' প্রণতি
সাড়ম্বরে নিমন্ত্রিল করিতে স্বীকার কৃষ্ণে
রাজকীয় ভূরিভোজ্য সুগন্ধি অম্লান :
"সর্বরত্ন-বিভূষিত আসন 'সর্বতোভদ্র'
হেথা তব তরে আজি—স্বাগত ধীমান্!"

"সেবা তব অঙ্গীকার করিতে শুভাগমন
নহে তো আমার রাজা!"—কহে জনার্দন।
দুর্যোধন কর্ণপানে করি' নেত্রপাত কহে :
"যোগ্য তব নয় প্রভু, হেন দুর্বচন।

নহে কি 'নিখিলসখা' নাম তব ? বলে সবে :
পক্ষপাতী নহ তুমি স্বভাব-অমল। *
উভয়পক্ষেরি তুমি শুনেছি কল্যাণকামী,
ধৃতরাষ্ট্র-প্রিয় তব চরণকমল।
তবে কেন পাদ্য অর্ঘ ভোজ্য উপচার আজি
করো তুমি প্রত্যাখ্যান, বিশ্বের বান্ধব ?
সবধর্মবিৎ তুমি হে শালীন অমায়িক !
হেন আচরণে তব নিরস্ত গৌরব।"

মেঘমন্দ্র স্বরে তবে কহে কৃষ্ণ ব্যঙ্গহাসে :
"গ্রহণীয় নহে কভু দূতের সম্মান,
সমাদর, সমারোহ—যতক্ষণ নাহি হয়
দৌত্য তার চরিতার্থ, সফলপ্রয়াণ। +
কাম ক্রোধ দ্বেষ লোভ বুদ্ধিবশে আমি কভু
ধর্মের নির্দেশ নাহি করি পরিহার।
অন্নগ্রহণের আছে শুধু দুই বিধি : এক
প্রীতি-নিবেদনে, আর—বিপদে দুর্বার।
নহ তুমি প্রীতিমান্ মোর প্রতি—নহি আমি
বিপদে আপন্ন। বৃথা মিথ্যার সম্মান।
যেথা হৃদয়ের নাই যোগ সেথা নাই সখ্য,
যেথা নাই সখ্য সেথা কেন মৈত্রী-ভান ?

* উভয়োশ্চ দদৎ সান্ত্বমুভয়োশ্চ হিতে রতঃ।
সম্বন্ধী দয়িতশ্চাসি ধৃতরাষ্ট্রস্য ভারত ॥ (৮৪)

+ সম্প্রীতি ভোজ্যান্যন্নানি আপদ্ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সম্প্রীয়সে রাজন্ ন চৈবাপদ্গতা বয়ম্ ॥

কৃষ্ণদৌত্য

পাণ্ডববিমুখ তুমি—জানে বিশ্ব, নরনাথ!
পাণ্ডব আমার প্রাণ—জানো জানো তুমি।
ধর্মপ্রাণ, ধর্মনিত্য তাহাদের চিরদিন
ধর্মই অন্তিম শয্যা, ধর্ম—জন্মভূমি। *
পাণ্ডব-বিদ্বেষী যারা—কেশব-বিদ্বেষী তারা,
পাণ্ডবের মিত্র মোর মিত্র, লীলাসাথী।
ধর্মনিত্য তারা যবে—আত্মার আত্মীয় রবে
আমারো তাহারা—রাখি' প্রেমে মোরে বাঁধি'। +
কাম ক্রোধ লোভ মোহে বিরোধ যাহারা বহে
গুণিজন-গুণদ্বেষী, কুটিল নির্মম,
শুভাশ্রয়ী তারা নয়: তাহাদের কুলক্ষয়
হয় ধরণীতে—তারা হীন, নরাধম।
স্বভাব-উদার যারা গুণিগুণমুগ্ধ তারা
প্রীতির বন্ধনে তারা বাঁধে সর্বজনে।
লক্ষ্মী তাহাদেরি ঘরে রহে বাঁধা চিরতরে
কীর্তিযশ তাহাদেরি রটে ত্রিভুবনে।
দুরভিসন্ধির দুষ্ট অন্নে আমি নহি তুষ্ট,
বিদুরের শাকান্নই মোর প্রার্থনীয়।"
বলি' কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করি' রাজাতিথ্য, মান
করিল প্রয়াণ যেথা বিদুরের গৃহ।

* পাণ্ডবান্ দ্বিষসে রাজন্ জন্মপ্রভৃতি পাণ্ডবান্।
প্রিয়ানুবর্তিনো ভ্রাতৄন্ সর্বৈঃ সমুদিতান্ গুণৈঃ॥

\+ যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐক্যাত্মকং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ॥

ষোড়শ সর্গ

কহিল বিদুর সাশ্রুনেত্রে : "কী দিব তোমারে প্রণয়ে ?
রাজগৃহে রাজভোগ ছাড়ি' এলে দীন ভক্তের আলয়ে ?
নাহি তো আমার গৃহে আয়োজন, আছে শুধু শাক অন্ন,
সে-অর্ঘ প্রভু করিয়া গ্রহণ আমারে করো হে ধন্য ।
বিশ্ব যাহার পদ-ইচ্ছারে নমিয়া করে প্রদক্ষিণ,
বক্ষ যাহার লভিয়া কণিকা হয় গ্রহরাশি শেষহীন,
মাধুরী ধরিল লাবণ্যরেখা পরশিয়া যার ছন্দ,
নিদ্রা-আঁধার লভি' বর যার হ'ল স্বপ্ন-সুগন্ধ,
বেদনা চুম্বি' শ্রীচরণ যার চেতনা-পুলকে মুঞ্জে,
যার অঙ্গের সৌরভতরে ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জে,
লীলার অতীত ব্যাপ্তি যাহার তনুর পরশ-প্রার্থী,
কোন্ উপচারে করিবে তাহারে পূজন এ-শরণার্থী ?
জানিনা জন্মজন্মান্তরে ছিল নাথ, কত পুণ্য :
তোমারে লভিনু বারেকো আমার অতিথি, হে চিরপূর্ণ !
কী বলিব প্রভু ? সিদ্ধার্থের বাণী জানে অকৃতার্থ।
হীন পঙ্কই জানে কমলের করুণার পরমার্থ।
মলয়ে যাহার বিহার, নীলের মধুরিমা যার স্বপ্ন,
কেমনে বরণ করে সে কৃপায় তারে—যে ধূলিবিলগ্ন ?
কী বলিব নাথ তোমারে ?—জানাব কেমনে—আমার হৃদয়ে
কৃতজ্ঞতার ঝংকার যত অঙ্কুরি' ওঠে প্রণয়ে ? *

যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ ত্বদ্দর্শনসমুদ্ভবা ।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ (৮২)

কৃষ্ণদৌত্য

রসনার চল-কম্পনে বলো কতটুকু ভাষা ফোটে হায় ?
কী আবেশ ছায় মর্মে আমার—অন্তর্যামী, জানো তায় !
তাই শুধু করি এক নিবেদন : তব বাসি, হে অনিন্দ্য,
তোমার দেখিয়া দূতরূপ—যার মহিমা চির-অচিন্ত্য।
কেন এ-শঙ্কা ?—পাছে তারা করে তোমার শ্রীনাথ, অবমান।
একাকী অরির সভায় গমন নহে শ্রেয়, করো অবধান।*
শান্তির তরে মহিমময়ের উদ্যম হবে ব্যর্থ
স্থির জানি আমি : দুরাত্মা কবে চেয়েছে ধর্ম, সত্য ?
হীনমতি সূতপুত্র যাহার কর্ণধার এ-জীবনে,
শুনিবে সে কেন মহামতি তব বাণী তার মূঢ় শ্রবণে ?
দম্ভ যাহার ইষ্টদেব—সে করে কি প্রণাম দেবতায় ?
বধিরের কাছে কী বা ফল গানে—ঝংকৃত সুরগরিমায় ?
সর্বোপরি, হে মাধব, আসিলে কৌরব মাঝে আজিকে
একাকী বন্ধু—রিপু যবে আছে দুর্মদ সাজে সাজি' হে !
গর্বিত মোহদৃপ্ত ঘোষণা করে নিতি যে—দেবেন্দ্র
বিক্রমে নয় স্পর্ধী তাহার—ত্রিভুবনে সে রাজেন্দ্র।
জানি সখা, তুমি মহাশূর, তবু নহ কূটনীতিদক্ষ :
তাই কাঁপে হৃদি : একক তুমি যে বহু কুটিলের লক্ষ্য।
পাণ্ডব মোর কত প্রিয়—তুমি জানো অন্তর্যামী হে !
তবু প্রিয়তম তুমি বল্লভ, আমার জীবন স্বামী যে !+

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং পাপচেতসাম্।
তব মধ্যাবতরণং মম কৃষ্ণ ন রোচতে ॥
যা মে প্রীতিঃ পাণ্ডবেষু ভূয়ঃ সা ত্বয়ি মাধব।
প্রেম্ণা চ বহুমানাচ্চ সৌহৃদাচ্চ ব্রবীম্যহম্॥ (৮৫)

তাই শঙ্কিত প্রাণ—পাছে হয় তব গৌরবহানি আজ :
বিপদ তোমার দেখিয়া আকুল হৃদয় আমার হৃদিরাজ !
শৈশব হ'তে তোমারেই শুধু জেনেছি চির-আরাধ্য,
হেন তুমি কেন যাবে সেথা—শুভসাধনা যেথা অসাধ্য ?"

কৃষ্ণ সৌম্য হাসি' কহে : "জানি হে বিদুর, আমি জানি হে
কেমন বন্ধুবৎসল তুমি, জানি—তব সম জ্ঞানী কে ?
শুভেচ্ছা তব অমূল্য—জানি, উপদেশ তব সত্য ।
একাধারে তুমি আমার সুহৃদ্, ভ্রাতা, আচার্য, ভক্ত ।
নিন্দনীয়ের সহযোগ জানি করো না তুমি হে কদাপি,
পূজ্যেরে নাহি করো লঙ্ঘন জানি মহাভাগ ! তথাপি—
যা বলিলে তুমি সকলি সত্য জানিয়াও আমি এসেছি
কেন কৌরবসভায় আজিকে—সন্ধির বাণী এনেছি ?
বলিব তোমারে—করো অবধান । ধর্মের তরে জীবনে
অপরিহার্য হ'লে রণ, বীর যুঝিবে না ডরি' মরণে :
দুর্জন যবে দম্ভের মোহে গর্জন করে অতিকায়
দুষ্কৃতি লভে স্তব উপচার মতিভ্রান্ত বাসনায় ।
সাধু তপস্বী সন্ত সুজন যবে হয় উপহসিত,
সদাচার হয় বহুনিন্দিত, কদাচার বহুপূজিত,
সে-দুর্লগনে ধর্মসারথি-রূপে হ'য়ে অবতীর্ণ
মহাকাল সম অধর্মচমূ যদিও করি বিদীর্ণ,
তবু জীবনের পরম লক্ষ্য—প্রগতি-বিকাশ-সুষমায়,
পরমানন্দময়েরে চিনিয়া প্রতি জীবে, প্রীতি-করুণায়
বিশ্বের হিতসাধনা গণিয়া বিশ্বপতির বন্দন,
মৈত্রী বরিয়া, প্রাণলীলা করি' কণ্টকহীন নন্দন

কুরুদৌত্য

আত্মার জ্যোতিছন্দে জীবনানন্দ-কাব্য রচিয়া
শিবসাথে জীবমিলনের মহাদীক্ষামন্ত্র জপিয়া
ক্রমোল্লাসের আলোকিত পথে ঊর্ধ্ব হ'তে সমূর্ধ্বে
সমুত্তরণে ডাকে ত্রিভুবন—অমূর্ত হ'তে মূর্তে।
বিনাশ যদিও নবসৃজনের আরোহণী রচে বারবার,
তবু বরণীয় নহে বহুনাশে আর্ত-রোদন, হাহাকার।
অসূর্যলোকে করিলে প্রয়াণ সূর্যের সুখ শান্তি
করে অনুভব বঞ্চিত—তবু নহে বাঞ্ছিত ভ্রান্তি।
সংহারপথে ভ্রান্তির লীলা, পতনের পরে ব্যুত্থান,
স্খলনেরো আছে নিহিত-অর্থ—জানি, তবু প্রাণ-অভিযান
অভ্রান্তিরই চির-অভিসারী স্বভাবে—সহজানন্দে
ধর্মেরি ডাকে মিলে সেই দিশা সুষমার মহামন্ত্রে।
সেই সুষমার হবে আজ সখা ধ্বংস—কুরুক্ষেত্রে,
কালীর করাল তাণ্ডব সবে দেখিবে ত্রস্তনেত্রে।
তাই কৌরবসভায় এসেছি—মুক্ত করিতে ধরণী
মৃত্যুর পাশ হ'তে—ঝঞ্ঝায় বাহিতে তারিণী তরণী।

"প্রগতির পথে করিলে নিয়োগ নিহিত সাধনশক্তি
মহৎ ধর্ম লভে প্রাণ বরি' আলোকের অনুরক্তি।
দুর্গতিপথে চলিলে বিশ্ব—বারণ করে যে-বুদ্ধি
মঙ্গলমুখে হয় সে সহায় দীপি' হৃদে শুভ যুক্তি।
সাধনীয় তাই সর্ব কর্ম সঁপি' ফল শিবচরণে,
নিষ্কামতার ব্রতে শুধু জীব হয় কৃতার্থ জীবনে।
বলিলে ধীমান্: হেন উত্তম হবে হবে মোর নিষ্ফল:
কী বা আসে যায়? ফলাফল-মোহে অজ্ঞানই হয় বিহ্বল।

ইষ্টসাধনা জীবের লক্ষ্য, নহে ফলাফল কদাচন।
ধন্য তারাই—প্রতি শক্তিরে করে যারা শিবে অর্পণ।
ব্যর্থতা নহে বিফল-প্রয়াসে, ব্যর্থতা—তামসিকতায়।
যে-সাধক নহে কীর্তিমহান্ সে-ও লভে ফল সাধনায়।
সাধনীয় বলি' জেনেছি যাহারে সাধনাই তার সিদ্ধি :
সিদ্ধি যে দেখে ফলে শুধু—তার নাই নয়নের দীপ্তি।
আরো, শুধু শুভ ভাবেই ভাবুক লভে এক মহাঋদ্ধি।
সদিচ্ছা তাই স্বয়ংসফল বিনা পরিমেয় কীর্তি।
আত্মঘাতীরে মিনতি করি' যে-বন্ধু না করে নিবারণ
বন্ধু সে নয়, হৃদয়হীন সে—রটে যুগে যুগে মহাজন।
উপদেশে যদি নাহি হয় ফল—বলেরে করি' প্রযুক্ত
করিবে সুহৃৎ উদ্‌ভ্রান্তেরে ভ্রান্তি হ'তে বিমুক্ত। *

"মতিভ্রান্ত কৌরবে আজ শুভ মন্ত্রণা দিতে তাই
এসেছি হেথায়। অচরিতার্থ যদি হই—লাজ সেথা নাই।
সামর্থ্য যার কণিকাপ্রমাণো আছে—বরণীয় নিতি তার
শুভমতিদানসাধনা—না গণি' মান অপমান আপনার।

"উপসংহারে বলি এক কথা : ভয় কেন করো মিত্র?
আমার বিপদ্? জানো না কি আজো—কৃষ্ণলীলা বিচিত্র?

* ব্যসনে ক্লিশ্যমানং হি যো মিত্রং নাভিপদ্যতে।
অনুনীয় যথাশক্তি তং নৃশংসং বিদুর্বুধাঃ ॥
আকেশগ্রহণান্মিত্রমকার্যাৎ সংনিবর্তয়ন্।
অবাচ্যঃ কস্যচিদ্ভবতি কৃতযত্নো যথাবলম্॥ (৮৬)

কৃষ্ণদৌত্য

নিত্য-মুক্তে কে করে বন্দী? প্রবুদ্ধে ঘেরে তিমিরে?
বিধি-নিয়ামকে কে শাসিবে? মেঘ কেমনে জিনিবে মিহিরে।
নির্বল ফেরুপাল কোথা কবে করেছে সিংহে বন্দী?
সাগরোচ্ছ্বাসে বাঁধে কোন বালুবাধার দুরভিসন্ধি?
বায়ুফুৎকার অগ্নিগিরির কবে হয় প্রতিবন্ধক?
বিশ্বরাজের প্রতিরোধে কবে দাঁড়ায় নিঃস্ব মানবক?" *

তারকাদীপালিময়ী শর্বরী শুনিল শ্রবণ পাতিয়া
বিদুর-কৃষ্ণ-সংবাদ—মহা-আনন্দে নিশি জাগিয়া
করিল আলাপ যবে দোঁহে—গুরু যবে সখা হ'য়ে করুণায়
শিষ্যেরে দেয় সমগৌরব অপাপবিদ্ধ শয্যায়। †
ক্ষীণায়ু মানব লভে সেই ক্ষণে চিরন্তনের পদবী
জগৎগুরুর শ্রীকরে পরায়ে রাখীবন্ধন গরবী।
বিন্দুর বুকে সে-লগ্নে নামে অফুরান সুধাসিন্ধু
ছায়াবিষণ্ণ সন্ধ্যামিতালি চায় অম্লান ইন্দু।
নিখিলের একনিয়ন্তা প্রেমে মানবের রূপবরণে
নিঃস্ব সখারে দিল মান রাখি' বিশ্বরূপেরে গোপনে।

ন চাপি মম পর্য্যাপ্তাঃ সহিতাঃ সর্বপার্থিবাঃ।
ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ॥ (৮৬)

তথা কথয়তোরেব তয়োর্বুদ্ধিমতোস্তদা।
শিবা নক্ষত্রসম্পন্না সা ব্যতীয়ায় শর্বরী॥
ধর্মার্থকামযুক্তাশ্চ বিচিত্রার্থপদাক্ষরাঃ।
শৃণ্বতো বিবিধা বাচো বিদুরস্য মহাত্মনঃ॥ (৮৭)

সপ্তদশ সর্গ

বিদুর-ভবনে কুন্তী প্রণমি' চরণে
কহিল : "শ্রীনাথ ! দিলে দেখা বহু করুণায় ।
কাটে হেথা প্রতি দিন প্রভু, জানো কেমনে :
জননীর প্রাণ কলিয়া কত ব্যথা পায় !

"কী বলিব প্রভু, তুমি জানো—কেন মাতৃ-প্রাণ
অশ্রু-করুণ । শুধু যবে সঁপি বেদনা
তোমারে—সে হয় অঞ্জলি, লভি সন্ধান :
বিনা ব্যথা চির-দরদীরে জানা যেত না ।

"জন্ম আমার তোমারি পুণ্য বংশে,
দেখেছি তোমারে শিশুকাল হ'তে নিত্য ।
নমি' গৌরবে যদুকুল-অবতংসে
মিলিল না তবু কেন বা শান্তিতীর্থ ?

"যাদের বন্ধু, দিশারি তুমি পরাৎপর !
তাহাদের কেন দুঃখের নাই অন্ত ?
প্রশ্ন করো হে শান্ত, প্রার্থি এই বর :
পাই যেন শুধু তব সাধনারি মন্ত্র ।

"চাই···চাই···চাই···শুধু প্রভু, কেন পাই না ?
খুঁজি নিতি দিশা—হারাতেই কি সে-লক্ষ্য ?
বেসুরের মাঝে তব সুরই কেন গাই না ?—
সন্তান-স্নেহ চাই—ছাড়ি' তব সখ্য ?

কৃষ্ণদৌত্য

"নিয়তিরে কেন করি না হে শিরোধার্য
তোমারি বিধান বলিয়া হে সিদ্ধার্থ ?
পরম মূল্য দিই তারেই—যে বাহ্য
পরমেরে আজো না গণিয়া পরমার্থ !

"কেন কাঁদে প্রাণ পুত্রবিরহে, বলো না !
তুমি যবে আছ রক্ষক—কেন ভাবনা ?
আপনার সাথে করিতে কি চাই ছলনা
বলি যবে—তুমি বিনা কারো দিশা চাব না ?

"তনয়েরা কেন রহে আজো প্রভু, উদাসীন ?
মা-র তরে প্রাণ দুলালের বুঝি কাঁদে না ?
স্নেহ করি কেন যারা মনে হয় স্নেহহীন ?
সাধি কেন যারা স্বভাবে কারেও সাধে না ?

"বারবার নাথ কেন বলো হেন মনে লয় :
করণীয় যাহা বরণীয় নয় তাহাদের ?
ধার্মিক যদি তারা—কেন হায় এত ভয়,
সংশয়, দ্বিধা যুদ্ধের নামে ক্ষত্রের ?

"করিতে কি চায় দয়া তারা যশ লভিতে,
যখন জননী জায়া সহে শুধু দুঃখ ?
'রত্নগর্ভা' নাম ছিল যার মহীতে
গর্ভে তাহার জন্মিল কেন মূর্খ,

"পণ করে যারা বনিতারে—করে বনবাস
রাখিতে মিথ্যা মর্যাদা, হা অদৃষ্ট !
সম্পদ আছে, তবু করে মূঢ় উপবাস,
শক্তি থাকিতে খলের সহে অনিষ্ট !

"বরষের পরে বরষ ফিরিয়া আসে যায় !
দেখিতে না পাই স্বজনে বারেকো নয়নে
কৃষ্ণার কথা ভাবি' আঁখিজলে ভাসি হায় !
গভীরায় ব্যথা দেখি তারে যবে স্বপনে !

"তার চেয়ে নয় কভু সন্তানো প্রিয় মোর,
ধর্মাশ্রিতা, রূপে গুণে দেবীসমা সে ।
তবু কেন প্রভু, সাথী তার শুধু অমা ঘোর—
দীপ্ত পঞ্চ ভর্তার প্রিয়তমা যে ?

"ধর্ম তবে কি নয় ধরাতলে সুখময় ?
কৃষ্ণার ম'ত বরেণ্যা কোন ভামিনী ?
তবু তার ম'ত লাঞ্ছিতা কোন্ নারী হয় ?
নাথ থেকে তবু অনাথা যে চীরধারিণী ! *

"পার্থ যেদিন হ'ল ভূমিষ্ঠ, আকাশে
ঘোষিল জলদমন্দ্রে দৈববাণী হে,
পৃথ্বীবিজয়ী হবে সে মহান্ বিকাশে,
তবু মূক সম দুর্গতি নিল মানি' সে !

* সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন ।
কুলীনা রূপসম্পন্না সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥
ন নূনং কর্মভিঃ পুণ্যৈরশ্নুতে পুরুষঃ সুখম্ ।
দ্রৌপদী চেত্তথাবৃত্তা নাশ্নুতে সুখমব্যয়ম্ ॥ (৮৩)

কৃষ্ণদৌত্য

"কারো নয় দোষ—জানি জানি এই জীবনে।
শুধু অদৃষ্টে দুষি—যে স্বপনহন্তা!
তাই কাটে কাল মরণ-অধিক বেদনে
ভরসা আমার শুধু তুমি, হে নিয়ন্তা!

"নহিলে কি প্রভু, কৃষ্ণার সম কামিনী
সহে লাঞ্ছনা দুর্বৃত্তের ছলনে?
রক্ষক যার তুমি, যে পঞ্চস্বামিনী,
কাঁদিত কি তারে দেখিয়া লক্ষলোচনে?

আজো আমি হায়, পারি না ভুলিতে বেদনা!
লজ্জা আমারি: আমার আমার করি নাথ!
তাই ভুলি—বিনা ব্যথাবর জানা যেত না:
যারে সবে ছাড়ে—তুমি থাকো তার ধরি' হাত।

"তনয় থাকিতে তবু যে পায় নি তনয়ে,
রাজ্য থাকিয়া রাণীর সুখ যে পায় নি,
ভাসায়ে সদ্যোজাত সুতে দিল যে ভয়ে,
পরিণামে তাই পুত্রও যারে চায় নি—

"সাধিলেও মাতা সন্তান যারে সাধে নি:
ফিরায়ে দিল গো, কহিয়া: 'জন্মলগনে
ভাসায়ে যাহারে দিতে মাতৃ-প্রাণ কাঁদে নি
তারে ফিরে চাও স্বার্থের তরে কেমনে?'

"প্রভু তুমি জানো—কী সে-লজ্জা, সে-শঙ্কা
যার ভয়ে হয় জননীরো হিয়া পাষাণী!
'কানীন পুত্র'!—শুনিয়া বজ্র-ডঙ্কা
ছুটিনু কোথা কলঙ্ক লুকাব—না জানি'!

"সেই কর্ণই আজি বাদ সাধে পুনরায়!
পলকের ভুলে করিল যে-পাপ কুমারী,
এ কী নিদারুণ প্রতিফল তার বলো হায়!—
সুত-হাতে সুত-নিধন দেখিব, দিশারি?

"এ-কী অভিশাপ। পার্থের হাতে সংহার
হ'লে কর্ণের আমার ভাগ্যে বেদনা।
পার্থ নাশিলে কর্ণে সেথাও যে আমার
অদৃষ্টলিপি—মরণান্তিক যাতনা!

"জানি প্রভু জানি—কর্মফল অলংঘ্য
ধর্মের গতি গহনা জানি, হে বন্ধু!
প্রতিপদে নব-ঘূর্ণী-কালো তরঙ্গ,
প্রতি সন্ধ্যায় ডাকে নব মায়া-ইন্দু!

"তবু জানি—যবে তুমি আছ কাছে, নাই ভয়।
ভয় কারে বলি? দুঃখে কোথা কলঙ্ক?
যার কাণ্ডারী তুমি—তার কোথা পরাজয়?
সবে ছাড়ে যারে তুমি দাও তারে সঙ্গ।

কৃষ্ণদৌত্য

"শেষ প্রার্থনা তাই আজ ওগো দীননাথ !—
সব যায় যাক্—তুমি থেকো তবু হৃদয়ে।
যুগের তিমিরে কনকোজ্জ্বল হে প্রভাত !
সুধাপ্রবর্ষ অনলক্ষুধার প্রলয়ে !

"গ্লানির ভুবনে চির ম্লানিহীন সত্য,
তমসের বুকে তপসের প্রতিমূর্তি,
আসুর প্রলয়ে অপরাজেয় মহত্ত্ব,
বন্ধনদুখে পরমানন্দ মুক্তি !

"পাপের শ্রান্তি-আঁধারে ধর্মদীপ্তি,
অধর্ম-ভূমিকম্পে জ্যোতিঃস্তম্ভ,
অশুভেও সাধে যে নবীন শুভসিদ্ধি
কল্প-অন্তে অচিন কল্পারম্ভ !

"জপি' নাম যাব বিষণ্ণ হিম অম্বর
তারকাঞ্চিত নামাবলি পায় বরদান,
নিশ্বাসে যার মরু হয় ফুলসুন্দর,
কল্লোলে যার নদী পায় নীলসন্ধান !

"সে-তোমার পায়ে পরম প্রণামে প্রার্থি :
আমারে সর্বহারা করি' করো ধন্যা
হে পরশমণি ! যে তোমারি শরণার্থী
পরশদাহনে করো তারে শিখাবর্ণা।" *

* ত্বমেব নঃ কুলে ধর্মস্ত্বং সত্যং ত্বং তপো মহৎ।
ত্বং ত্রাতা ত্বং পরব্রহ্ম সর্বং ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতম্॥

কহিল কৃষ্ণ : "হে জননীসমা ! ধন্যা
তোমার সমান কোন্ রমা হে সাবিত্রী !
পাণ্ডুর বধূ, বৃষ্ণির রাজকন্যা,
বীরের দুহিতা, জায়া, বীর-জনয়িত্রী !

"সম্পদে রহি' আজন্ম তবু যে-নারী
ভোলে নি একান্তিকা অর্চনা ভক্তি,
সত্য যাহার চিরদিন প্রাণদিশারি,
রত্নগর্ভা, কে না জানে তব শক্তি ?

"পঞ্চপুত্র যাহার বিশালকীর্তি
কোথা তার গ্লানি, কোথা মলিনতা বেদনায় !
স্বল্পসুখের পসারী স্বল্পসিদ্ধি,
মহদ্ধর্মী যে, চায় সে ত্যাগ-গরিমায়।

"অল্পে কোথায় সার্থকতা এ-জীবনে ?
বিরাটের বাঁশি পশে নাই যার শ্রবণে
তিলে তিলে করে বরণ সে শুধু মরণে
নহে তার তরে অমৃত জাগরে স্বপনে।

"গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয় প্রেম-বেদনা,
গাঢ়তম রূপে ধরে আনন্দমূর্তি,
তাপ যথা গাঢ় হ'য়ে হয় আলোচেতনা,
মহৎ দুঃখে মহিমার মহামুক্তি।" *

* অন্তং ধীরা নিষেবন্তে মধ্যং গ্রাম্যসুখপ্রিয়াঃ
উত্তমাংশ্চ পরিক্লেশান্ ভোগাংশ্চাতীব মানুষান্ ॥
অন্তেষু রেমিরে ধীরা ন তে মধ্যেষু রেমিরে।
অন্তপ্রাপ্তিং সুখং প্রাহুর্দুঃখমন্তরমন্তয়োঃ ॥

অষ্টাদশ সর্গ

কৃষ্ণ বলে : "দারুক ! রেখো রথ যেখানে বাস করে রাধেয়।"
"কর্ণ!" শুধায় দারুক। হাসেন কৃষ্ণ লীলাময় অপরিমেয় !

"কৃষ্ণ ! তুমি আমার ঘরে ?" কর্ণ চেয়ে রইল কৃতাঞ্জলি।
"অধম সূতপুত্র যেজন সবাই যারে জানে—দুষ্ট ছলী !
তোমায় শুধু আমরা জানি পুণ্যবানের স্বজন সখা প্রভু।
আমরা পাপী—তোমার মানের মর্যাদা কি রাখতে পারি কভু ?

কৃষ্ণ হাসে : "নিপুণ নটের ছলাকলায় তোমার চতুরালি
যাদের ভোলায়—তাদের চেয়ে একটু বেশি দেখে বনমালী।
ছদ্মবেশের শিল্পী প্রবীর ! মুখের হাসি দিয়ে কেন ঢাকো
চোখের জল—সে জানি আমি। সাম্‌নে আমার তাই কেন আর রাখো
অভিনয়ের যবনিকা ? দৃষ্টি আমার আব্রু মানে না যে
জানে যখন অবোধেরাও—বলতে কি চাও—কর্ণ জানে না হে ?
বাইরে দেখে যায় না চেনা। বীরের হৃদয় কঠিন হয়েও কোমল
নিত্যই হয়—জানি। যে-মেঘ বজ্রপাণি নয় কি সে নীলসজল ?
পাষাণ চিরেই নির্ঝরিণী সমুচ্ছলা নয় কি যুগে যুগে ?
ভোগ যে করে বেপরোয়া ত্যাগের বাণী করে না জপ বুকে ?
বাইরে যখন ঝাপটা মারে লক্ষ ফণী সিন্ধু-ঢেউয়ে ঝড়ে,
নীলের কান্তি করে অতল ধ্যান তখনো প্রশান্ত অন্তরে।
তোমার কাছে এসেছি হে বন্ধু, তোমায় জানাতে প্রার্থন :
তোমার সখ্য মিতালি চাই দুর্দিনে আজ—আশঙ্কা যখন

ঘনিয়ে ওঠে পৃথ্বীবুকে, তামসসৈন্য যখন ব্যূহ রচে,
লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন রণান্ধ প্রবৃত্তিমোহে মজে।
আকাশ যখন সুনীল, ধরা যখন শ্যামল, যখন প্রসন্নতা
বিছায় প্রতি বুকে—তখন সহজ জীবন রঙায় রূপকথা।
নামে যখন ম্লানছায়া, দশদিশি ত্রস্ত কালো ঝড়ে,
দলে দলে নিশাচরের দেয় হানা চর—তখন দুর্গ গড়ে
মহত্ত্বে মহীয়ান্ যারা—সংঘ তখন চাই গড়া সাবধানে :
বৃন্দ অসুর যখন ভয়ের সিন্ধুবোলে মৃত্যু টেনে আনে।
তাই এসেছি তোমাব কাছে আজ গোপনে—কৌরবেরা যদি
সন্ধি না চায়—চাই সহযোগ আমরা তোমাব উদার মহামতি !"
বিষাদভরা হাসি হেসে কর্ণ বলে : "পাণ্ডবেরা কেন
চাইবে আমার সখ্য কেশব ? সব জেনেও কিছুই তুমি যেন
জানো না এ-রঙ্গ বলো আর কেন নাথ ? আমার সহযোগের
সাধ্য-সীমা জেনেও কেন—এ-অভিনয়-ভঙ্গিমা দুর্ভোগের ?
নই তো মহারথা, আমি অর্ধরথও নই—রথারা বলে।
পার্থ পেল স্বর্গে আদর—অনাদৃত আমি ধরাতলে।
মহাবংশে জন্ম যাদের শ্রীহীনের কি চায় তারা মিতালি ?
জয় কুলীনের ! দেয় মান হায় পৌরুষে কে কোথায় বনমালী ?
কেশব বলে : "ব্যথা তোমার জানি আমি, সবার অন্তর্যামী।
সান্ত্বনা তাই চাই না দিতে বুদ্ধি যে নয় বুদ্ধ—জানি আমি।
বন্ধু ! বিনা দৃষ্টিপ্রদীপ যায় না কিছুই দেখা আঁধারবুকে
কোটির মাঝে কচিৎ মেলে ধ্যানী জ্ঞানী পাপের অন্ধ যুগে।
যশ অপযশ মায়ার যুগলাশ্ব : মানুষ নয় তো বিচারপতি।
পুণ্য পাপের পরম নিকষ তাঁর শুধু যাঁর নেই ক্ষয়, নেই ক্ষতি।
শুধু তোমায় চাই জানাতে—কুলে তুমি নও রাধেয় হীন :

মাতা তোমার কুন্তী, পিতা সূর্য—জ্যোতির উৎস অমলিন।
'কানীন পুত্র' ব'লে তোমায় দিয়েছিলেন তিনি বিসর্জন
জন্মদিনে—"

শ্রবণ রুধি' বলে কর্ণ: "জানি জনার্দন!
সূর্যদেবই জানিয়ে গেছেন পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমি।
কিন্তু কেন করাও স্মরণ ভুলতে প্রভু চাই যা দিবসযামী?
কুলের কথা আর কেন তার—আগমে মাতা যার লজ্জাভয়ে
সদ্যোজাত তনয়ে তাঁর ভাসিয়ে দিলেন—সে-ধিক্কারে দহে
আজো আমার তনুর প্রতি অণু মাধব! জানো নাকি তুমি?
মাতা থেকেও নেই যার—হায়, জন্ম থেকেও নেইকো জন্মভূমি!
অভিশপ্ত আমার সমান কেউ কি আছে? মহত্তম পিতা—
নামোল্লেখেও যার মা তবু 'অসতী'-দুর্নামের ভয়ে ভীতা!—
কুল মান তাঁর তাঁরই থাকুক গৌরবী পাঁচ পুত্র নিয়ে কোলে,
দিগ্বিজয়ী বীর্যে যারা—কীর্তি যাদের ছায় নিধিকল্লোলে।
শুধু ভাবি, হে লীলাময়, অপার অতল তোমার লীলাম্বুধি,
জন্মে যার মা লাঞ্ছিতা, হায়! চরিত্রে যার যায় না গোনা চ্যুতি,
অপযশ ও কলঙ্ক যার সহজাত কবচ কুণ্ডল,
তাকে সহায় চাও তুমি? আর কাদের তরে?—যারা ভূমণ্ডল
করতে পারে জয় পলকে—"

কৃষ্ণ হেসে বলে: "অভিমানী!
পাণ্ডব বীর—মানি আমি, কিন্তু তুমিও নও অনার্য জানি।
তোমার শৌর্য সহায় বিনা দুর্যোধনের এ-যুদ্ধে নিধন
হবে যে মুহূর্তে—জানি আমি, জানে সে-ও। হে মহাজন!
পাপের শিবির হ'তে তোমায় তাই এসেছি করতে নিমন্ত্রণ।
ধর্ম যেথা সেথাই তোমার হোক প্রতিষ্ঠা—আমার আকিঞ্চন।

বৃথা বলক্ষয় আমি চাই আজ নিবারণ করতে সুকৌশলে।
বিজয় যাদের ধ্রুব, যাদের কীর্তি মহৎ—এসো তাদের দলে।
তোমায় জ্যেষ্ঠ জেনে প্রণাম করবে ধর্মপুত্র তোমার পায়।
ধর্ম-বিধান : সবার বড় যে, হবে সে-ই রাজা বসুধায়। *
আমিও তোমার অনুগত রইব বন্ধু, করি অঙ্গীকার,
নিভবে তোমার দুঃখ ক্ষোভের তীব্র জ্বালা—যখন মহিমার
রটবে তোমার জয়ধ্বনি। মাতা তোমার অনুতাপে আজ
বিষণ্ণা—চান তোমার ক্ষতি করতে পূরণ তিনিও ছেড়ে লাজ।
নারীর বিপদ নিত্যই, চায় কোন্ সুকন্যা অভিধা—'অসতী'!
তাই তোমারে বিসর্জিলেন করতে বারণ মহতী দুর্গতি
কুমারী তো আর তিনি নন—তাই ভয় তাঁর মিলিয়ে গেছে আজ।
মিনতি তাঁর—এসো তুমি পাণ্ডবেরি পক্ষে মহারাজ!
আবার বলি : শপথ আমি করছি—তোমায় দেব সে-মান তোমার
লভ্য যাহা স্বাধিকারে। মহাবীর-যে শক্তি ধরে ক্ষমার।"

সোঽসি কর্ণ তথা জাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রোঽসি ধর্মতঃ।
নিশ্চয়াদ্ধর্মশাস্ত্রাণামেহি রাজা ভবিষ্যতি॥ (১৩১)
অহং ত্বামনুযাস্যামি সর্বে চান্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
অহং ত্বামভিষেক্ষ্যামি রাজানং পৃথিবীপতিম্॥

উনবিংশ সর্গ

বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে কহে কর্ণ : "হে মহিমময় !
যুক্তি তব অপরূপ ! অসুন্দরে সাজাও অপার
লোভনীয় রঙে রাঙি' মহত্ত্বের মিথ্যা প্রসাধনে।
লীলা তব লীলাময়, পারহীন ! অভিনয় তব
আশ্চর্য, অনিন্দনীয় ! জানি তুমি হে মায়ামানব,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হও লোকসংগ্রহের তরে।
জপেছি তোমার নাম যতবার—পেয়েছি অকূলে
ভরসা, কাণ্ডারী : মিথ্যা ভয়, সর্বনাশ, মিথ্যা এই
অলীক আলেয়া-লীলা—যেথা প্রতি পলে কায়া হায়
মিলায় ছায়ার সম আলিঙ্গনে ! তাই কি বেদনা
আসে তলহীন ক্ষণে ক্ষণে কীর্তি-সমারোহ মাঝে ?
তৃষার্ত অধরপুটে তাই বুঝি সুগন্ধি সলিল
মুহূর্তে অঙ্গার হয় ? বিশ্বাতীত আলোক-অম্বুধি
কত গাঢ়—দেখাতে কি জ্বলে বিশ্বে তব অন্তহীন
জ্যোতিষ্ক খদ্যোত সম ?—দেখাতে কালাধীনের ভেদ
কোথা কালাতীত সাথে ? জানি না, বুঝি না কিছু নাথ !
যেথা লভি জন্ম—সেই পরিবেশে হয় দিনে দিনে
সুনীতির বর্ণ-পরিচয় আমাদের। কারে বলে
সাম জানি, কারে—ভেদ, কারে—দণ্ড, কারে—পুণ্য পাপ।
যুগে যুগে বর্ণমালা হয় রূপান্তরিত—অমনি
নীতির সাহিত্যেরো আনি' যুগান্তর। ক্ষণলীলা বুঝি
এমনি ছন্দেই তার চলে চিরদিন প্রভু তব

ইচ্ছার ইঙ্গিতে ! আমি বুঝি না তোমার ইচ্ছাগতি ।
শুধু জানি—তুমি চির-দিশারি অকূলে । শ্রীচরণে
তাই নিবেদন : কোরো ক্ষমা—যদি উপদেশ তব
অন্তরে আমার সত্যঝঙ্কারে না ওঠে বেজে আজ ।
আমি তো জানি না যোগ দর্শনের রহস্যের কথা ।
বেদ শ্রুতি সংহিতার নিহিতার্থ জানে জ্ঞানী মুনি
আমি নহি জ্ঞানী, নহি সুপণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ,
নহি দার্শনিক । স্বল্প শিক্ষা প্রভু যেটুকু পেয়েছি
সামান্য পরিধি তার । দৃষ্টি—ক্ষুণ্ণ, সঙ্কীর্ণ, সসীম ।
যে-পরিবেষ্টনী মাঝে হয়েছি লালিত—সেথা কেহ
শিথায় নি কূটনীতি তন্ত্রমন্ত্র । বীর্য কারে বলে—
জেনেছি রক্তের মাঝে—প্রাণ বীর্যমুখী ছিল বলি' ।
বীর্য বিনা কোথা কীর্তি ? তাই আমি চেয়েছি জীবনে
বীর্যবলে কীর্তিসিংহাসন । হীন কুলের দুর্নাম
সাধিল সেথায় বাদ । রটিল সবার মুখে শুধু :
পার্থ অদ্বিতীয় বীর, মহাকুলোদ্ভব । সে-জ্বালায়
আশৈশব তারে আমি গণিয়াছি পরম অরাতি ।
হীনকুল-কুলাঙ্গার চেয়েছে স্পর্ধায় পরাজিতে—
শুধু আপনার বীর্যে—অনিন্দিত মহাবংশীয়েরে !
যেথাই গিয়েছি কৃষ্ণ, জনে জনে শুধু উপহাসে
অঙ্গুলি নির্দেশি' কর্ণে চিহ্নিয়াছে সূতপুত্র বলি' ।
স্বভাবে দাম্ভিক আমি জানো তুমি, অন্তর্যামী নাথ !
পুরুষ পুরুষকারে হয় কৃতী, নয় বংশগুণে ।
স্বোপার্জিত নহে যাহা—ভোগে তার পৌরুষ কোথায় ?
কুলের বংশের গর্ব ? করুক সে-অহঙ্কার তারা

নাই যাহাদের কণাকীর্তির প্রতিভা। জনার্দন!
সাত্বতের কুলে জন্ম লভিয়াছে বহুল যাদব।
কিন্তু সেথা কৃষ্ণ অদ্বিতীয়—নহে বংশের গৌরবে।
দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, পৌরুষ স্বার্জিত পুরুষের।
অন্তর আমার তাই ভুলিয়াও উঠে নি আকুলি'
কুন্তীর তনয়রূপে লভিতে মর্যাদা সারহীন।
আপনার কীর্তিবলে যাচি আমি প্রতিষ্ঠা ধরায়,
নহে পিতৃমাতৃ নামে। অধিরথ জনক আমার
চিরস্নেহময়, মাতা আশৈশব অনিন্দিতা রাধা।
পালিত তাঁদের স্নেহে—করি আমি গৌরবে ঘোষণ।
উভয়েরি কাছে আমি স্নেহ-ঋণী র'ব চিরদিন।
হৃদয় আমার নহে লুব্ধ প্রভু পলকের তরে
জননী নহেন যিনি স্নেহগুণে—তাঁর পুত্র বাল'
লভিতে অলীক পদ। নাই লজ্জা আমার কেশব
অকুলীন দম্পতির পুত্র বলি' দিতে পরিচয়।
চিরদিন তাই আমি ঘোষিব সগর্বে আপনারে
সূতপুত্র বলি'। রব বদ্ধ চিরকৃতজ্ঞতাপাশে
পুত্রের লালন যেথা করেছি শৈশব হ'তে লাভ।
যেদিন শুনিনু তাই—কুন্তীদেবী জননী আমার,
জানিয়া তনয় আমি তাঁর, শুধু ডেকেছি লজ্জায়
ধরিত্রীরে সীতাসম : 'দ্বিধা হও দেবী!' বাসুদেব!
আমার কীর্তির স্বপ্নসৌধ যত সেই দিন হ'তে
হয়েছে বিচূর্ণ! বলো বর্ণিব কেমনে সে-বেদনা,
সে-লজ্জার গ্লানি? শুধু তুমি বিনা ওগো অন্তর্যামী,
কে স্পর্শিবে সে-ব্যথার তল? জন্মদাত্রীরে আপন

লজ্জা দিল যে-তনয় শৈশবে, সে কেমনে গৌরবে
হবে কীতিমান্? দেব! তারপরে জেনেছি ব্যথায়:
তুমি মূর্ত নারায়ণ। সেই তুমি সারথি যাহার
কেমনে জিনিব আমি সে-কৃতার্থ শূরে? তবু আমি
নহি হীন—জানো তুমি। পরাজয় সুনিশ্চিত জানি'
কৌরবের সখ্য তবু চাই নাই করিতে বর্জন।
চাই নাই প্রবলের সাদর বরণ প্রাণভয়ে।
প্রাণ তুচ্ছ: আদর্শের লক্ষ্য স্থির থাকুক নয়নে
তুফানে তারকাসম। পণ ছিল—জিনিব অর্জুনে
পারি যদি আপনার বীর্যবলে। অভীপ্সা আমার:
বীরজয়ী হ'য়ে হব বীরোত্তম, অথবা নিহত
হব তার পরাক্রমে। কোথা তার ভয়, কোথা ক্ষতি
জেনেছে যে—এ-জীবন নহে শেষ, চিনেছে তোমার
নারায়ণ-রূপ তার হৃদিতলে? জানি হে কেশব,
সকলে আমারে যবে করেছে বিক্ষত উপহাসে
সূতপুত্র বলি'—তুমি দাও নাই যোগ সে-বিদ্রূপে।
তুমি যে মহান্ বন্ধু. নেত্র যার নিত্য সমস্নেহ
সর্বভূতে, বীর্য যার বীর্যের ধারক বসুধায়।
মানবিক শৌর্য তাই তোমারি তো শৌর্যের প্রসাদে
জীবনে প্রতিষ্ঠা লভে, মরণে অমৃত। হেন তুমি,
বীর্যের মর্মজ্ঞ, বলো অস্বীকার করিবে কেমনে
সত্যকীর্তি বীর্য ছাড়ি' মিথ্যাকীর্তি কুলমানে? যেথা
বীর্য সত্য সেথা তব রহে না কি শুভ আশীর্বাদ?
নহিলে কি বীর্যকীর্তি লভিত গৌরব ধরাতলে?
ভ্রান্তদর্শী ভবে নর চিরদিন, অভ্রান্ত কেবল

সকল জ্ঞানের উৎস দীপদৃষ্টি ঋষি নারায়ণ।
হেন দেব যার চির-আরাধ্য কোথায় তার ভয়
জয়ে পরাজয়ে কিবা জীবনে মরণে? জনার্দন!
আরো এক নিবেদন জানাই তোমার শ্রীচরণে।
রাধেয় কৃতঘ্ন নয় কভু। দুর্যোধন নয় শুধু
অন্নদাতা আমার জীবনে: বন্ধুহীন বসুধায়
শুধু সেই এক বন্ধু আছে প্রভু আমার ভরসা
আশ্রয়, অবলম্বন। শ্রীমন্তের বহু মিত্র আছে:
নাই শুধু শ্রীহীনের, নিরন্নের। রাজা দুর্যোধন
অঙ্গদেশে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমারে
দিয়েছিল মহামান দুর্দিনের সে-লগ্নে—যখন
নিঃস্ব বলি' করেছিল অর্জুন আমারে প্রত্যাখ্যান।
সে ঘোর লজ্জার লগ্নে রেখেছিল শুধু সে আমার
লজ্জা—করি' লজ্জা নিবারণ—প্রেমে ললাটে আমার
রাজটিকা আঁকিল সে-বন্ধু বিনিঃশঙ্ক, মহীয়ান্।
হেন বন্ধু শুধু করি' আমারে অগ্রণী এ-সংগ্রামে
আজি অবতীর্ণ। জানো তুমি তার একান্ত নির্ভর
কেন শুধু কর্ণমুখী। পিপাসার্ত জানে যথা তার
তৃষ্ণাহরা পেয় বারি কারে বলে—তেমনি রাজার
গুণদর্শী মন জানে কোন্ সে-অমাত্য গুণবান্,
কোন্ মন্ত্রী গুণহীন, কোন্ সেনাপতি করি' পণ
যুঝিবে প্রভুর লাগি' রণাঙ্গনে। দুর্যোধন জানে
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য স্নেহবান্ পাণ্ডবের প্রতি:
শুধু আমি চিরশত্রু পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রে—চাই
তাহাদের ধ্বংস—মনেপ্রাণে। শুধু আমি চাই—হোক্

নিষ্পাণ্ডব বসুন্ধরা—দিয়েছি এ-প্রতিশ্রুতি আমি
কৌরবেরে অহর্নিশি জলদনির্ঘোষে—নহিলে সে
স্পর্ধিত না বিশ্বজয়ী পাণ্ডবেরে সম্মুখ-সংগ্রামে।
সম্পদে-আশ্রিত তার আমি আজ পরম আশ্রয়।
এ-ঘোর সঙ্কটে তাই কর্ণনাম জপমালা তার।
এ-হেন নির্ভরে বলো কেমনে হানিব আমি শেল
প্রাগন্তিম লগ্নে তারে করি' পরিহার যতুবীর!
পরাজয়ভয়ে হব কেমনে বিশ্বাসহন্তা তার
আমার নয়নে রাখি' নয়ন যে রণে আগুয়ান্?
সুলভ সম্পদবরমাল্যলোভে কেমনে দুর্লভ
বজ্রমণিবরমালা হারাব বিবেকডোরে গাঁথা?
তুমি জানো প্রাণাধিপ—প্রকৃতি আমার একমুখী,
একান্তী স্বভাবে আমি। নহি কূট যোদ্ধা রণে। চিনি
সরল আচার শুধু—রণে, ভোগে, দীক্ষায়, বিধানে।
কীর্তি চাই—বীব বলি'—তাই চাই অর্জুনের সাথে
দ্বৈরথ সমর। তাই মিনতি তোমার শ্রীচরণে:
যুধিষ্ঠিবে কহিও না—আমি তার ভ্রাতা। সে ধার্মিক:
যদি জানে—জ্যেষ্ঠপুত্র আমি জননীর—মহোল্লাসে
দিবে তার রাজ্য ছাড়ি' অগ্রজ আমারে। কিন্তু আমি
সে-সাম্রাজ্য দিব দান দুর্যোধনে পুনরায়—তারে
করিয়া সম্রাট্ আমি রব বন্ধু, পার্শ্বরক্ষী তার। *

যদি জানাতি মাং রাজা ধর্মাত্মা সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কুন্ত্যাঃ প্রথমজং পুত্রং ন স রাজ্যং গ্রহীষ্যতি॥
প্রাপ্য চাপি মহদ্রাজ্যং তদহং মধুসূদন।
স্ফীতং দুর্যোধনায়ৈব সংপ্রদদ্যামরিন্দম॥ (১৩২)

কিন্তু হায়," কহে কর্ণ দীর্ঘশ্বাসি', "জানি না কি আমি
পরাজয় নাই তার যাহার সারথি তুমি হরি ?
জানি তাই—ঘোর মৃত্যু ভাগ্যলিপি আমার অন্তিমে।
তবু সে-বিনাশই নাথ, আকাঙ্ক্ষিত আমার ভূতলে
যদি সে-নিধন হয় করিতে বরণ সত্যতরে।
সত্যরক্ষা চাই আমি—নহে নহে উৎকোচ রাজ্যের।
ধর্ম যেথা সেথা জয়—জানি। কিন্তু ধর্মের তো নয়
একই রূপ তীর্থপথে। পাণ্ডবের ধর্ম যাহা ভবে
সে আমার পরধর্ম। বিজয়া তাদের অঙ্কলীনা :
দুরন্ত সমরে নাশ রাধেয়ের ললাট-লিখন।
এ-নহে বিষাদক্লৈব্য :. দেখেছি দুঃস্বপ্ন আমি প্রভু,
ভয়ঙ্কর। মহাধ্বংস প্রত্যাসন্ন—জানি—" আবরিয়া
নেত্র করে কর্ণ রহে মৌন ক্ষণতরে, কহে পরে :
"চিনি আমি দুর্লক্ষণ বাল্য হ'তে। চিনি দুর্যোগের
অভ্রান্ত সঙ্কেত। আমি দেখেছি অনন্ত রক্তনদী
ধরিত্রীর বুকে রচে আবর্ত করাল। বক্রগতি
মঙ্গলের যাচি' মিত্রদেবের সংযোগ অনুরাধা
নক্ষত্রেরে করেছে প্রার্থনা। মহাতেজা শনিগ্রহ
রোহিণী নক্ষত্র করি' পীড়িত করেছে বিঘোষণ :
দুর্যোধন হবে পরাভূত। রাহু মিলন চেয়েছে
রবিসাথে। ফিরায়েছে কলঙ্কিত মুখ চন্দ্র তার।
দেখেছি কেশব, যুদ্ধ-জয়ান্তে আরূঢ় যুধিষ্ঠিরে
সহস্রস্তম্ভের এক প্রাসাদের শিরে ভ্রাতৃসহ।
পৃথিবী রুধিরাবিলা উৎক্ষেপিলে তুমি—পার্থ যবে

তব সাথে আরোহিল পৃষ্ঠে এক শ্বেত মাতঙ্গেব। *
প্রতি চিহ্ন করে প্রভু নিশ্চিত সূচনা : হবে এই
মহারণে ধর্মাশ্রিত পাণ্ডবের জয়—জানি আমি :
হবে মহাকুরুক্ষেত্র প্রেত পিশাচের রঙ্গভূমি,
খেলিবে গেণ্ডুয়া যাবা ছিন্ন মুণ্ড ল'য়ে সে-শ্মশানে।
কতিপয় শুধু রবে জীবিত সে-দিনে—জানি জানি।
তবু আমি, বাসুদেব, স্বেচ্ছায় কবেছি নির্বাচন :
কৌরবের সাথী আমি রব'—মৃত্যুপণে পাণ্ডবের
প্রতিপক্ষ। শুধু এক কথা বলি হে পার্থসারথি !
মরণ আমার ধ্রুব—তবু তাবে জিনিতে পাণ্ডবে
হবে বহুমূল্যে। হবে ভয়াল দ্বৈরথ পার্থ সাথে।
দেখিবে বিস্ময়ে চাহি' সে-দ্বৈরথ অন্তরীক্ষ হ'তে
পাণ্ডব-রক্ষক ইন্দ্র সাথে দেবগণ—যবে তারে
বিহ্বল, শোণিতাপ্লুত করিবে আমার ধনুর্বাণ।
নষ্টচন্দ্র আমি—জানি। তবু করি এ-ভবিষ্যদ্বাণী :
মৃত্যুপূর্বে বসুন্ধরা কর্ণবীর্যে উঠিবে কাঁপিয়া,
চিনিবে বিদ্রূপী দল সূতপুত্র নহে কাপুরুষ—
যবে তুমি নাথ, যার সারথি বান্ধব গুরু সখা
সে বীর বিজয়ও হবে আকুল আমার ভয়ঙ্কর
ধনুর্বাণে। শৌর্যবলে শুধু তার হবে না আমার

---

* স্বপ্না হি বহবো ঘোরা দৃশ্যন্তে মধুসূদন।
নিমিত্তানি চ ঘোরাণি তথোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ ॥
তব চাপি ময়া কৃষ্ণ স্বপ্নান্তে রুধিরাবিলা।
হস্তেন পৃথিবী দৃষ্টা পরিক্ষিপ্তা জনার্দন ॥ (১৩৪)

পরাভব সে-দুর্দিনে। দৈব হবে পার্থের সহায়
সাধিতে কর্ণের মৃত্যু—মহা সিন্ধু উঠিবে উচ্ছলি'।
পর্বত উঠিবে কাঁপি'—যবে মহা দুষ্টগ্রহ সম
হবে কর্ণদেহপাত ভূমিকম্প জাগায়ে ধরায়।
হেন পরাজয়ে নাই দুঃখ—যবে বিজেতা আমার
এক মহানর—বীর্যে অদ্বিতীয় যে ধরায়—আর
সারথি স্বয়ং তুমি যার—জগন্নাথ নারায়ণ!

বিংশ সর্গ

স্বর্ণবুকে মণিসম কৌরবসভায় *
লভিল আসন কৃষ্ণ শান্ত অচঞ্চল
দীপ্তনীলতনু। চারিধারে রাজগণ
রহে চাহি' মুগ্ধ নেত্রে পাণ্ডব-সারথি
মর্ত্যরূপী অমর্ত্যের দূতপানে। রাজে
স্তব্ধতা সে-পরিষদে, রাজে মৌন যথা
নিবাত উপত্যকায়—রাত্রি যবে আসে
বিস্তারি' সেথায় তার নিদ্রার নিথর
গাঢ়চ্ছায়া পাখা। চাহি' দীপ্ত অগণন
রাজসভাসদ্‌পানে কহিল কেশব
মঞ্জুল গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির ঝঙ্কারে
মুগ্ধ করি' শ্রোতৃবৃন্দে—গ্রীষ্মশেষে যথা
মেদুর জলদমন্দ্র তৃষিতের প্রাণ +
করে মুগ্ধ সুধাবেশে স্নিগ্ধ বর্ষণের
আনি' আশীর্বাদ-ধারা ধরিত্রীর তাপে।
হৃৎস্পন্দন দুরু দুরু কম্পনে উঠিল
জাগি' প্রতি রাজন্যের বুকে। বাসুদেব

* অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ পীতবাসো জনার্দনঃ।
ব্যরাজত সভামধ্যে হেম্নীবোপহিতো মণিঃ॥

\+ জীমূতমিব ঘর্মান্তে সর্বাং সংশ্রাবয়ন্ সভাম্।
ধৃতরাষ্ট্রমভিপ্রেক্ষ্য সমভাষত মাধবঃ॥ (৮৮)

কৃষ্ণদৌত্য

কহিল উদাত্তস্বরে অনিন্দ্য ভাষণে ঃ
"মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! কুরুপাণ্ডবের
তুমি চিরশিরোমণি। উভয় শিবিরে
মান তব অনাহত। গুরুসম গণি
তোমারে আমরা সবে। তোমার নির্দেশ
নিত্য করি শিরোধার্য—তোমা'রেই জানি'
ন্যায়ের বিচারাসনে শেষ বিচারক।
বংশধরগণ তব সাথে আজি হায়
কুলক্ষয়কারী রণ মোহবশে। তুমি
তথাপি কি রবে মৌন ধরি' সর্বাধিপ ?
করিবে না কুলরক্ষা হে কুলনায়ক,
অশান্তির ঘোর লগ্নে পুত্রবৃন্দে তব
স্থাপিয়া শান্তির পথে ? কোথায় কল্যাণ
সুপ্রতিষ্ঠ, কোথা ধর্ম, কোথা সত্য, ন্যায়,
সে-নির্দেশ তুমি বিনা কে দিবে দারুণ
এ-দুর্দিনে মহারাজ ? কুরুপক্ষীয়ের
সভাসদ্ যত আজ হেথা সুখাসীন,
আছে শুধু অপেক্ষায় তব নির্দেশের।
পাণ্ডবের মুখপাত্র আমি আজ তব
সভায় আগত—শুধু করিতে তোমার
শুভবুদ্ধি-উদ্বোধন। তাই অবধান
করো মহারাজ! আজ প্রেরিল আমারে
বিনম্র পাণ্ডব। করে তারা নিবেদন
তোমারে মহান্! তুমি দাও শুভদিশ।
শান্তিপৌরোহিত্যব্রতী! আশ্রিত তোমার

আছে যত পরাক্রান্ত রাজন্যকেশরী
হোক আজি সত্য-ন্যায়-শুভ-পথচারী।
ধর্মক্ষেত্রে সম্রাটের সভাসদ্‌গণ
নহে শুধু করদাতা : তারা নিয়ামক,
ধর্মের ধারক নিত্য—স্বধর্মে তাদের।
ধর্মের লাঞ্ছনা তাই দেখে তারা যদি
বিনা প্রতিবাদে হবে সেথা তাহাদেরো
সুগভীর প্রত্যবায় স্বধর্ম-লঙ্ঘনে।
তাই আমি মহারাজ, এসেছি হেথায়
সভাসদ্‌সহ সভা-অধিপ তোমারে
ধর্মের রক্ষকরূপে করিতে স্বীকার :
বাহিরের নহ তুমি, তুমি আমাদেরি
একজন—এ-প্রত্যয়ে লভিতে তোমার
সানন্দ অনুমোদন। এসেছি আমরা
শুনিয়া—কৌরববংশ শ্রেষ্ঠ রাজকুলে
যে-বংশের শিখরেশ তুমি নরেশ্বর,
শিখর-বিলাসী সর্বদর্শী মেঘসম,
কৃপা যার বর্ষে নিত্য আর্তের রোদনে
তাপে বারিবর্ষ সম : দয়া যার ঝরে
শরণাগতের শিরে। ক্ষমা সবলতা
বীর্য শালীনতা সদাচার সত্য ন্যায়
বংশে তব রাজে যথা সলিলে স্নিগ্ধতা,
নীলাম্বরে স্বচ্ছ ব্যাপ্তি, শশাঙ্কে মাধুরী,
মধুমাসে শ্যামলতা, কুসুমে সৌরভ।
শুধু মহারাজ, তব পুত্র স্বৈরাচারী

কৃষ্ণদৌত্য

দুর্যোধন, দুঃশাসন আশৈশব ক্রূর,
পরধনলুব্ধ, মতিভ্রান্ত, অসরল,
লভিয়া পরমাত্মীয় পাণ্ডুপুত্রগণে
বৈরাচারী তাহাদের শ্রীহীন ঈর্ষায়,
করিয়া লাঞ্ছনা, লভি' স্বাধিকার চায়
জ্ঞাতিমেধযজ্ঞে তারা যাজ্ঞিক পদবী।
অশান্তির কণ্টকিত পথচারী হ'য়ে
অলীক নন্দনসুখ চায় মন্দমতি।
দুর্যোগের দুর্লক্ষণে হিতার্থী তোমার
আমরা সকলে তাই বিষণ্ণ, শঙ্কিত।
দুর্বুদ্ধি তনয় তব গর্বী, হঠকারী
প্রমত্ত—জানে না কার সাথে স্পর্ধাভরে
চায় তারা রণঘোষ। পাণ্ডবের মহা
দিগ্বিজয়ী প্রতাপের জানে না মহিমা
আজিও তাহারা—তাই চাহে না তাদের
সৌহার্দ্য সাম্রাজ্যভোগে। ধরায় রাজন
ভোগ হয় সিদ্ধ—যবে শক্তি তারে করে
রক্ষা বর্মসম। ত্রিভুবনে পাণ্ডবের
মহতী শক্তির বেগ করিতে ধারণ
পারে কোন্ শূর? হেন বীরবৃন্দ যদি
রহে তব পার্শ্বচর, সুহৃদ্, স্বজন,
দেবচমূসম দেবসেনানী সুরেশও
পারিবে না জিনিতে তোমারে কদাচন। *

ন হি ত্বাং পাণ্ডবৈর্জেতুং রক্ষ্যমাণং মহাত্মভিঃ।
ইন্দ্রোঽপি দেবৈঃ সহিতঃ প্রসহেত কুতো নৃপাঃ॥ (।

কুরু ও পাণ্ডব যদি হয় সহযোগী,
সংগ্রামে তাদের সাথে কোন্ দুঃসাহসী
হবে বলো আগুয়ান্? গৌরবমেখলা
আনন্দিতা বসুন্ধরা রবে নরনাথ
তব পদানত—শৈলমূলে সিন্ধুসম।
অন্যথা বাধিবে রণ ঘোর, কালান্তক।
যুদ্ধ হয় দুঃখময় কর্তব্য জীবনে
অধর্মবাহিনী যবে সাধে বাদ। তবু
যুদ্ধ নহে শুভ। যুদ্ধ আনে মহামারী।
রণান্তে জয়ীও দেখে—কাল সমরের
অন্তে নাই সুখ শান্তি সুষমাসুন্দর।*
কর্ম আনে কর্মফল: যুদ্ধ—হাহাকার,
শীলের উচ্ছেদ, দুষ্কৃতির অভ্যুত্থান,
মহত্ত্বের অবনতি। স্বার্থের কুটিল
যুক্তিসমারোহে শুধু শোকের দুঃসহ
সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা—যেথা মোহ সেনাপতি।
রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা রণ-ইতিহাস:
মাতা কাঁদে পুত্রহারা, শিশু—পিতৃহীন,
গৃহলক্ষ্মী—অশ্রুলীনা, বৈধব্যবিধুরা।
পুত্রগণ তব চায় হেন দুঃখময়
কুলক্ষয় রণসাজে। তাই চায় তারা
লাঞ্ছিতে পাণ্ডবে—জানি' চায় পাণ্ডবেরা

* সংযুগে বৈ মহারাজ দৃশ্যতে সুমহান্ ক্ষয়ঃ।
ক্ষয়ে চোভয়তো রাজন্ কং ধর্মমনুপশ্যসি॥

শুধু রাজ্যভাগ তাহাদের। নরনাথ!
ভ্রাতুষ্পুত্র তারা আজ আশ্রয়বিহীন
মাতা থেকে নাই মাতা—রাজ্য থেকে হায়
বঞ্চিত সাম্রাজ্যে, দুরদৃষ্ট, পিতৃহীন।
তোমারে পিতার সম দেয় তারা মান।
পিতারো অধিক তুমি করেছ লালন
শৈশবে তাদের। তব পুত্রগণ ছিল
খেলাসাথী তাহাদের আহারে বিহারে।
ধনুর্বাণ শিক্ষাদানে একই আচার্যের
শিষ্যরূপে দিনে দিনে হয়েছে লালিত
তব পুত্রগণ সহ গুরুভ্রাতা সম।
তোমার কর্তব্য নহে রাজ্যে তাহাদের
প্রাপ্য অংশ হ'তে করি' বঞ্চিত এখন
বৃত্তিহীন পরবশতার গ্লানিকর
দুর্দৈবে নিয়োগ করা নিয়তি তাদের।
বীরোত্তম হ'য়ে তবু সহিল তাহাবা
বহু দুঃখ মূকসম রহি' নির্বিরোধী।
দিগ্বিজয়ী হ'য়ে তবু করেছে পালন
প্রতিজ্ঞা তাদের বিনা প্রতিবাদে, ধরি'
আশা—কাল হ'লে পূর্ণ কৌরব তাদের
ফিরে দিবে জন্মস্বত্ব সত্যরক্ষা করি'
ন্যায়ধর্ম আচরণে, মানি' রাজ্যভাগ।
ধর্মেরে লঙ্ঘন যেথা করে বসুধায়
মূঢ় লুব্ধাচার—সেথা যাহারা রাজন্,
না করে প্রতিবিধান হেন দুর্নীতির

তারাও আহত হয় ধর্ম-প্রতিঘাতে।*
যে-বাঁধ নদীর সমুচ্ছল ঋজুগতি
করে রুদ্ধ—সে যেমন পারে না রহিতে
দুর্নিবার বন্যামুখে অচল অটল,
তূর্ণ হয় ধ্বস্ত অবিশ্রান্ত ঊর্মিঘাতে,
তেমনি চিত্তের ধর্মলক্ষ্যমুখী গতি
যে চায় ফিরাতে তার অন্ধ দম্ভে লোভে
সে হয় তেমনি চূর্ণ নিয়তিচক্রের
দুর্বার আঘাতে। প্রভু, তাই অনুবোধ
করি আমি এ সভায়: দিও না প্রশ্রয়
অধর্মেরে আজি—যার রচি' ব্যূহ তব
মতিহীন পুত্রগণ চাহিছে মহান
ধর্মেরে হানিতে শেল। আসন্ন বিপদ
তোমার সম্পদ হবে—ধর্ম সত্য মানি'
অন্যায়ের যদি তুমি কর প্রতিকার।
বিপদ নিত্যই আসে ধরি' সম্পদের
ছদ্মবেশ—মোহরাত্রি ঘনায়ে কুটিল
কালের আকাশে। তাই অধর্ম-আশ্রিত
সুখোৎসব—অভিশাপ: অবেলায় আনে
বেলাশেষ—লহমায় হরিষে-বিষাদ,
চূর্ণ মেঘ হ'তে হানি' প্রচ্ছন্ন অশনি।

* যত্র ধর্মো হ্যধর্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ॥
বিদ্ধো ধর্মো হ্যধর্মেণ সভাং যত্র প্রপদ্যতে।
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ॥

একবিংশ সর্গ

শুনিয়া বাসুদেবের ধীর যুক্তি
কহিল ধৃতরাষ্ট্র: "দেব! সত্য তব উক্তি,
জানি হে আমি জানি
শুনি' তোমার বাণী
কেন্দ্র করি' তারেই করে ধর্ম চিরদিন
প্রেমে প্রদক্ষিণ।
বচন তব মঞ্জুল, মধুর
ঝঙ্কারিল আমার হৃদিপুর।
শুধু জনার্দন,
আমার বশ নহে পুত্রগণ,
পুরাণ বেদ শাস্ত্রকথা শুনিয়া তারা হাসে
প্রার্থি তাই: আপনি তুমি ফিরাও মতি তাদের তব ভাষে। *
পুনর্নব হে চিরসনাতন!
যেখানে দেখি বিন্দু আলো
তুমিই তো হে বন্ধু জ্বালো
তব চরণনখরাভায় প্রোজ্জ্বল তপন।
আমরা বলি কত বিজ্ঞ কথা

* ন ত্বহং স্ববশস্তাত ক্রিয়মাণং ন মে প্রিয়ম্।
ন মংস্যন্তে দুরাত্মানঃ পুত্রা মম জনার্দন॥
অঙ্গ দুর্যোধনং কৃষ্ণ মন্দং শাস্ত্রাতিগং মম।
অনুনেতুং মহাবাহো যতস্ব পুরুষোত্তম॥ (১১৫)

শুধুই ধ্বনি সেথায়, নাই মন্ত্রবাণী শুভদা, সুব্রতা।
তোমারি মাঝে ওঙ্কারের অসীম আহ্বান
তোমারি মাঝে অশেষ সন্ধান।
দুর্মতিরে সে বিনা কে বা ফিরাতে পারে শুভ তীর্থ পানে?
দুর্যোধন অন্ধ—তারে দেখাও দিশা আজি চক্ষুদানে।"

কহিল রোষে মহিষী গান্ধারী:
"লক্ষবার তোমারে প্রভু
বলেছি আমি—তনয় কভু
শিক্ষা বিনা হয় না শুভবুদ্ধি-অভিসারী।
শিক্ষা তুমি চাহ নি দিতে অন্ধস্নেহে হায়!
মন্দমতি জেনেও তারে মিথ্যা করুণায়
দিয়েছ প্রশ্রয়
কাহারো কথা শোনো নি—তাই আজ
চাহিল মূঢ় দুর্যোধন অধর্ম-স্বরাজ
না মানি' বাধা ভয়।
বৃক্ষে কীট করিলে বাস উদ্যানপালক
দগ্ধ করে নষ্ট লতা—ঋতের রক্ষক
চায় যে হ'তে—স্নেহের সাথে দণ্ড করে দান
বলেছি আমি অযুতবার—দাওনি তুমি কান।
কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ আজি: 'কর্ম আনে টানি'
কর্মফল বিধিবিধানে।' একথা তুমি মানি'
তবুও হায় পুত্রে তব দাও নি বাধা—মমতাদুর্বল!
সেই মমতা বৈরী হ'ল আজি তোমার। তাই ধরণীতল
কাঁদে তোমারি অঙ্গজের পাপের গুরুভারে।

কৃষ্ণদৌত্য

অমৃতবাণী না শুনি' তারা তবু অহঙ্কারে
সর্পমালা কণ্ঠে পরি'
আত্মীয়েরে অরাতি করি'
মহৎকুলে জন্ম লভি' স্বভাবে হ'ল ক্রূর, কুলাঙ্গার
লঙ্ঘি' রাজধর্ম, সদাচার।
পাণ্ডবের সুমতি যশ দেখি' আশৈশব
ঈর্ষা জপি' তোমারি প্রশ্রয়ে
মজ্জমান এ-ঘোর মোহদহে
লজ্জাহীন কেমনে তার রাখিবে মহাবংশগৌরব ?"

চাহিয়া পরে পুত্রপানে কহিল গান্ধারী ঃ
"মন্দমতি ! এখনো নতি করো কেশবে—ছাড়ি'
কীর্তিনাশা দুরাচরণ ভয়ঙ্কর
বরণ করো নিরভিমান শুভঙ্কর।
ধর্ম নীতি লঙ্ঘি' বৃথা ঘোর আত্মঘাতে
চাহিছ কেন কুলনাশন ? কোরো না নিজহাতে
বিষের বীজ বপন মূঢ়মতি !
যে-পথে দুর্গতি
সর্পিল সে-পথ ত্যজিয়া সরলপথ ধরি'
সফল হও—রাখো মিনতি—শুভবুদ্ধি বরি'।
জিতেন্দ্রিয় নহে যে—মরে অকালে দুর্যোগে,
পাপের দুর্ভোগে।
লালসা ক্রোধ নরকমুখী।
সংযমেরি হও ধানুকী
অসংযত হয় না সুখী

জীবনে কভু হায়!
অমৃত শুধু তাহারি তরে
কৃষ্ণেরে যে বরণ করে
লক্ষ্মী রাজে তাহারি ঘরে
অচলা করুণায়।"

বলিয়া গান্ধারী
কেশব পানে চাহি' কহিল : "হে চিরকাণ্ডারী!
বহু করুণা তব :
আসিলে দিতে ক্ষেমের দিশা ওগো মহানুভব!
মাতার প্রাণ কেমন করে তুমি তো জানো হরি!
অন্তরের আলোক-আঁখি! বঞ্চনারে বরি'
আমার মূঢ় পুত্রগণ
অন্ধ হায় জানো কেমন।
স্বর্গসুখ ছাড়িয়া তাই গর্বভরে হাসে,
রহিতে চায় বদ্ধ কালো মোহের নাগপাশে।
ওগো নির্মলিন!
আকাশে সুখাসীন
তোমারে যারা জানে না তারা
পাতালমুখী, আলোকহারা,
পায় না তারা প্রসাদ বরদার।
বিনা তোমার কৃপা অপার কোথায় নিস্তার?
বহু রজনী নিদ্রাহীন অন্ধকারে
ডেকেছি নাথ, তোমারে বেদনাশ্রুধারে
শুনিয়া যদি সে-প্রার্থন

আসিলে যদি দিতে চরণ
যেওনা হয়ে বিমুখ আজ
আশ্রিতাব রাখো হে লাজ !
অন্ধ বলি মন্দমতি যারা
দাও তাদের জ্ঞানেব বর
করুণা কবি' করুণাকব !
দেখিতে যারা শেখেনি আজো—জানে কি কভু তারা
কোন্ সে-পথে কেমনে মিলে অকূলে প্রভু, পার ?
গোষ্পদো যে তাদের কাছে অপার পাবাবার।
বন্ধু হ'য়ে আসিলে তুমি
হে শান্তির জন্মভূমি !
বলিব কী বা তোমারে আর—সকলি জানো নাথ !
পুত্রগণ মত্ত ঘোর—নিও না অপরাধ।
ফিরাও মতি শুভের মুখে তাদের করুণায় :
জননী-হিয়া কাঁদিয়া তব চরণে এই প্রার্থনা জানায়।"

কহেন তবে কেশব সুযোধনে :
"আসীন তুমি আজি সিংহাসনে।
জন্ম তব
মহানুভব
মহৎকুলে—শিক্ষা তুমি লভিলে যথোচিত।
লক্ষ্য হোক তোমার তাই ধর্ম, জনহিত।
প্রাণেরে করো দুরভিসারী,
দুর্লভেরি হও পূজারী,
অর্হণীয় তোমার—নীতি, সত্য সুবচন।

অধর্মেরে করিতে নিবারণ
জন্ম তব
মহানুভব !
শুভের বাণী মন্ত্র সম হৃদয়ে তব লভুক সম্মান।
কর হে অবধান ঃ
পাণ্ডবেরা আদরণীয় ভ্রাতা তোমার—রাজ্য-অধিকারী
তোমারি ম'ত। শপথ তব করো স্মরণ ঃ অরণ্যবিহারী
ছিল তাহারা সত্য-ব্রত পালিয়া হে রাজন্ !
বহু বরষ—না চাহি' কুলনাশন মহারণ,
জানিয়া—কাল পূর্ণ হ'লে সত্য তব
পালিবে তুমি, মহানুভব !
তথাপি হেন ভ্রষ্টাচার হেরি' তোমার আজিকে লয় মনে ঃ
মোহের রাহু করেছে তব বুদ্ধিরবি গ্রাস দুর্লগনে
অনর্থের বুভুক্ষায় তাই
কুলক্ষয়কারী সমরে উঠিলে মাতি'—যে-পথে সুখ নাই,
নাই ধর্ম সুষমা সুধা শান্তির প্রসাদ।
অধর্মের প্রবর্তনে
ঘোষিলে রণ—ঘোর নিধনে
জানিও তুমি লুটাবে, নরনাথ !
মতিভ্রম হয়েছে তব, জানে সর্বজনে।
তাই তো তুমি দেখনা চেয়ে—আত্মঘাতী রণে
ধার্মিকের সাধিয়া লাঞ্ছনা
ধর্মহীন অর্থ কাম করিয়া প্রার্থনা
চলেছ উন্মার্গ-মুখে জপি' কুমন্ত্রণ,
ভুলিয়া—শুধু অর্থ, কাম সাধে যে ত্যজি' ধর্ম সনাতন,

শুভের আলোরাজ্য হ'তে দেয় সে কালো গরলদহে ঝাঁপ,
আনে সে কুলে মৃত্যু-অভিশাপ।
তাই রাজন্, দেখেও তুমি দেখনা চেয়ে পাণ্ডবের অপরিমিত বল,
ত্রিভুবনে যে-পার্থসম নাই প্রবীর, প্রতাপে যার কাঁপে ভূমণ্ডল,
সারথি সখা ধর্ম যার আমি,
ইন্দ্র শিব যাহার হিতকামী,
জিনিতে তারে শুধু সে পা'র বাহুযুগলে যে পারে ধরণীরে
তুলিতে নভে হেলায়—মূঢ়! এ-হেন রণবীরে
দর্পভরে না করি' আহ্বান
দাও ফিরায়ে ধার্মিকেরে স্বত্ব তার—অধর্মের না চাহি' অভিযান।
সন্ধি হোক্—পিতারে তব মানিয়া মহারাজ।
পাণ্ডবেরা তোমারে অতি আদরে আজি বরিবে যুবরাজ!"*

পাতয়েৎত্রিদিবাদ্দেবান্ যোঽর্জুনং সমরে জয়েৎ।
পঞ্চ পুত্রাং স্তথা ভ্রাতৄন্ জ্ঞাতীন্ সম্বন্ধিন স্তথা॥
ত্বামেব স্থাপয়িষ্যন্তি যৌবরাজ্যে মহারথাঃ।
মহারাজ্যেঽপি পিতরং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্॥

দ্বাবিংশ সর্গ

জ্বলিয়া সুযোধন উঠিল শুনি' হেন তিরস্কার।
কহিল ক্রোধভরে: "বিফল দূত, তব বিজ্ঞ ভাষ।
আমার মন বলে—নহ বিচক্ষণ কর্ণধার
কাহারো তুমি—তব নীতির বাণী শুধু ভাববিলাস।

"কে বলে গভীরের দৃষ্টি তব আছে? বিচারহীন
বিবেকহীন দেখি তোমারে আমি—দেখি পক্ষপাত।
পাণ্ডবেরি শুধু বন্ধু তুমি—তবু সাজি' প্রবীণ
শান্ত দূতভাষে দাও কুমন্ত্রণা দিবসরাত।

"আমারি নিন্দায় চিরমুখর তুমি জানি ধরায়।
পাণ্ডবের দোষ দেখিতে অন্ধ হে, তুমি না পাও।
হারিল তারা দ্যূতে—আমার অপরাধ সেথা কোথায়?
রাখিল পণ যারা রাখিবে না সে-পণ—এই কি চাও?

"কীর্তিমান্ বীর কর্মে আপনার রহে অটল।
রাজ্যে আজ আমি আসীন রাজপদে আপনবলে।
আমারি রক্ষণে রাজ্যে শুভ নীতি অচঞ্চল
ধর্ম যার—রণ, মরণে করে ভয় কবে ভূতলে?

"সুনীতি কারে বলে—জানি হে আমি, শুধু জান না তুমি।
বীর যে চাহিবে কি সে পরবশতার আত্মঘাত?
অকুতোভয় জানে—শৌর্য শুধু তার জন্মভূমি,
স্বর্গে গতি তার—যুদ্ধে হয় যার দেহনিপাত।

কৃষ্ণদৌত্য

"না হোক্ শির কভু কাহারো কাছে নত—মন্ত্র এই
মহারথের জানি—পুরুষকারই মহাপুরুষে চায়। *
বিনাশো বীরেশের কাম্য—বরণীয় মুক্তি সে-ই।
মানে যে পরাভব অরির পায়ে—সে-ই মান হারায়।

"প্রাপ্ত সম্পদ লক্ষ্মী সম: দিব কেমনে তায়
শ্রীহীন পাণ্ডবে বিলায়ে অকারণ—যারা মলিন,
রণের ভয়ে ভীত—শুধু নিরুদ্যমে বিলাস চায়,
'রাজ্য দাও বিনা যুদ্ধ'—বলি' কাঁদে লজ্জাহীন!

"ছিলাম শিশু যবে, না চিনি' পাণ্ডবে করেছি ভুল,
রাজ্যদান তাই করেছি সেক্ষণে সরলতায়।
আমার পণ—আমি যুদ্ধ বিনা সূচ্যগ্রতুল
দিব না ভূমি ফিরে তাদের কভু আর কারো কথায়। †

"শাস্তি দিব আজ তোমারে দুর্মুখ—" বলিয়া ক্রোধে
কহিল সুযোধন দুঃশাসনে: "ডাকো সৈন্যদলে।
রাখুক বাঁধি' তারা পাণ্ডবের দূত এই অবোধে,
তাহ'লে অরাতির আশার রবি যাবে অস্তাচলে।

* উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্।
অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ

† যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥ (১১৮)

ত্রয়োবিংশ সর্গ

ভ্রূভঙ্গে অচল করি' সৈন্যদল কহিল কেশব ব্যঙ্গহাস্যে :
"মূঢ় তুই, তাই গণিলি আমারে একাকী—চাহিলি বাঁধিতে দাস্যে।
অন্ধ মুগ্ধ ওরে! কেমনে চিনিবি চিনিতে যাহারে পারে না ধর্ম?
সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি যার প্রকাশলীলার ক্ষণিক নর্ম?
যার প্রতি রোমে নিহিত অগণ্য বিশ্বপরে নব স্ফুরৎ বিশ্ব
সঙ্গ লভি' যার উচ্ছল তরঙ্গ—গণিলি তাহারে নির্বল, নিঃস্ব?
দূত হ'য়ে তোর এসেছি সভায় নিবেদিতে নম্র সন্ধির উক্তি
সে শুধু আমার ইচ্ছার বিহার, মর্ত্য অভিনয়—শাস্ত্র ও যুক্তি।
একহস্তে করি যে-বেদ রচনা, অন্য হস্তে করি তারে নিরস্ত।
যে করে ঘোষণা জেনেছে আমারে, যায় তার জ্ঞানগৌরব অস্ত।
সর্ব নীতি সর্ব বিধানের পারে আমি সর্বাতীত—পাপ ও পুণ্য
আমার পলক-ভাবের বিলাস—প্রলয়ে নিলয় বিরচি তূর্ণ।
সর্বত্র যাহার ব্যাপ্ত পাণি পাদ—বাঁধিবি তাহারে তুই নগণ্য?
প্রতি ইচ্ছাবিন্দু যার রচে সিন্ধু-হিন্দোল কে তারে করে বিষণ্ণ?
দুর্নিরীক্ষ্য যার কণিকা-উদ্ভাস, নিশ্বাসে যাহার জ্যোতিষ্কবৃষ্টি,
কটাক্ষে যাহার বিদ্যুৎপ্রবাহ, গমকে মেঘের দম্ভোলি-সৃষ্টি,
যার উল্লাসের মুহূর্তহিল্লোলে মঞ্জরে আনন্দে কুসুমকান্তি,
নৃত্যে যার কাটে বন্ধন, ফুৎকারে নিভে যায় জ্বালামুখী অশান্তি,
আকাশের ব্যাপ্তি, কালের প্রবাহ যার চৈতন্যের যুগলভঙ্গি
শৃঙ্খলে বাঁধিবি তারে?—শিশু চায় স্পর্শিতে তারকা পর্বত লংঘি'!

চেয়ে দেখ্—রহে এই দেহমাঝে বিশ্ব বিশ্বাতীত কেমনে উপ্ত : *
ইঙ্গিতে যাহাবে স্রজি আমি তারে নিমেষেই পারি করিতে লুপ্ত।"

বলি' কৃষ্ণ ধরি' কৃতান্ত করাল কায়া করিলেন অট্টহাস্য।
দেখিল সভায় স্তম্ভিত সকলে অগ্নিগর্ভ তাঁর বিশাল আস্য।
অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় বালখিল্যকায় বহ্নিমান্ যত দেবতাবৃন্দ
হ'ল আবির্ভূত পলকে তাঁহার দেহ হ'তে কোটি দেহী অচিন্ত্য :
ললাটে স্বয়ম্ভূ দীপ্যমান্, বক্ষে মহামৃত্যুঞ্জয় দুঃসহ রুদ্র,
বাহু হ'তে দিক্‌পাল, প্রতি অঙ্গ হ'তে যক্ষ রক্ষ ব্রাহ্মণ শূদ্র।
সাধ্য মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমার, অসুর, আদিত্য, বসু, গন্ধর্ব,
খড়্গ-শঙ্খ-চক্রপাণি বৃষ্ণিগণ করিতে অরাতি-দম্ভ-খর্ব।
শ্রীচরণতলে অতলান্তিক রসাতল, নেত্রে—সূর্য চন্দ্র,
প্রতি রোমকূপে দ্যুতিমান্ গ্রহসমারোহ ঘূর্ণ্যমান্ অতন্দ্র। †
কৃতাঞ্জলি দেব ঋষি যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব নমি' নিয়ন্তা
কৃষ্ণেরে কহিল স্তব : "হে কৃপাল! পালক হবে কি মারক হন্তা?

---

* ইহৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে তথৈবান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ।
ইহাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ (১২২)

† এবমুক্ত্বা জহাসোচ্চৈঃ কেশবঃ পরবীরহা।
তস্য সংস্ময়তঃ শৌরেবিদ্যুদ্রূপা মহাত্মনঃ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাস্ত্রিদশা বভূবুঃ পাবকার্চিষঃ।
অস্য ব্রহ্মা ললাটস্থো রুদ্রো বক্ষসি চাভবৎ ॥
লোকপালা ভুজেষ্বাসন্নগ্নিরাস্যাদজায়ত।
আদিত্যাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বসবোঽথাশ্বিনাবপি ॥

স্থাবর জঙ্গম আছে প্রভু শুধু তুমি আছ বলি' রক্ষাকর্তা।
তুমি না ভরণ করিলে কে বাঁচে মুহূর্ত্তেরো তরে, ভুবনভর্ত্তা? *
সম্বর এ-রৌদ্র রূপ তব নাথ! সাধিও না তব সৃষ্টির লুপ্তি।
অসি নয়—বাঁশিসুরে যুগান্তর আনো ধরি' শান্তিশ্যামল মূর্তি।

---

* ঋষয়শ্চ মহাভাগা লোকপালৈঃ সমন্বিতাঃ॥
প্রণম্য শিরসা দেবং তুষ্টুবুঃ প্রাঞ্জলিস্থিতাঃ॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহর স্বং
রূপঞ্চ যদ্দর্শিতমাত্মসংস্থম্।
যাবত্ত্বিমে দেবগণৈঃ সমেতা
লোকাঃ সমস্তাঃ ভুবি নাশমীয়ুঃ॥

শিশুপাল-বধ

সভাপর্ব

শিশুপাল-বধ

প্রথম সর্গ

দৈবী প্রকৃতির মহা অরি মূর্তিমান্,
দানবিক বিভূতির তুঙ্গতম চূড়া,
মহারাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের কৌশলে
প্রার্থিয়া ভীমের সাথে দ্বৈরথ-সংগ্রাম
হ'ল যবে গতপ্রাণ—এল সেই দিনে
নিষ্কণ্টক পাণ্ডবের ধর্মসাম্রাজ্যের
নব আলোকিত যুগ। মহাযুগগুরু
মরতনুধারী নারায়ণ কেশবেরে
প্রদক্ষিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ
নমিলেন শ্রীচরণ কৃতজ্ঞ প্রণয়ে।
প্রতিষ্ঠিয়া ধর্মরাজে ইন্দ্রপ্রস্থে নব
সাম্রাজ্যে সম্রাট-রূপে সমুদ্রমেখলা
দ্বারকায় করিলেন প্রয়াণ মাধব।
অর্জুন নকুল ভীমসেন সহদেব
বাহিরিল দিগ্বিজয়ে চারিদিকে। যত
করদ রাজন্যগণ করিল স্বীকার
সম্রাট বলিয়া যুধিষ্ঠিরে। কেহ রণে
মানি' পরাভব করি' বশ্যতা-স্বীকার
হ'ল করদাতা। রাজকোষে বহুধন
রত্নমণি গজ অশ্ব উপায়ন আদি

অন্তহীন ঊর্মিসম আনিল প্লাবন
সম্পদের। পাণ্ডবের মিত্র ও আত্মীয়
রাজগণ যুধিষ্ঠিরে কহিল সাদরে :
"মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞের আসিল
অনুকূল লগ্ন আজ।" সহসা উদিল
আনন্দের জয়ধ্বনি—স্বনিল চৌদিকে :
"কৃষ্ণরথ যায় দেখ! " * গাহিল সকলে :

---

* অথৈবং ব্রুবতামেব তেষামভ্যাযযৌ হরিঃ।
ঋষিঃ পুরাণো বেদাত্মা দৃশ্যশ্চৈব বিজানতাম্॥
জগতস্তস্থুষাং শ্রেষ্ঠঃ প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ হ।
ভূতভব্যভবন্নাথঃ কেশবঃ মধুসূদনঃ॥ ৩২।৪॥

কীর্তন

"এসো এসো নাথ! যারে শুধু তারা জানে
প্রজ্ঞা যাদের মানস-অতীতে মানে;
নারায়ণ বলি' চিনিল যাহারা তাঁরে
নরলোকে বরি' লোকনাথ অবতারে;
প্রভব পালন প্রলয়ের বিধায়ক,
ত্রিকালদর্শী, নিখিলের নিয়ামক,
এসো ধর্মের রক্ষক হে মহান্,
জীবনের প্রতি সুখ যার বরদান;
সম্পদে সখা, বিপদে অভয়দাতা,
দুর্জন-দম, সজ্জনকুলধাতা;
যাহার আলোর প্রসাদে সারাৎসার
যুগে যুগে মুখ লুকায় অন্ধকার;
প্রতি তৃণ যার চরণনটনদোলে
হরিত ছন্দে শিহরায় হিল্লোলে,
লভি' ছায়া যার বীথিকা ছায়া বিলায়,
ফলে ফুলে যার অঙ্গসুরভি ছায়;
আকাশ সুনীল শ্যামল বিভাসে যার,
ব্যাপ্তি-পরশে নীর হয় পারাবার;
জপি' আশা যার জপে মর দীপালিকা:
হবে একদিন নীলিমার নীহারিকা;

দেখি' রূপ যার প্রতি রসনায় জাগে
স্তবনের সাধ—সুরে, তালে, অনুরাগে ;
শুনি বাঁশি যার নিরাশা-পাষাণে ঝরে
নির্ঝর-হাসি উধাও কলস্বরে ;
যাচি' অলক্ষ্য সিন্ধুব অভিসার
হয় প্রবাহিণী চাহিয়া মিলন যার ;
নটিনী তটিনী শুনি' যার কিংকিণি
উছলতা ছাড়ি' হয় প্রেম-উদাসিনী ;
যাহার নর্ম জপিয়া ধর্ম পায়
কর্ম-প্রেরণা বিকাশের মহিমায়!
যেখানে যা কিছু সুন্দর রূপ ধরি'
রূপে সাজে—তব পরশেই সে তো হরি!
আসো তুমি প্রতি আঁধার-অন্তরাল
বিদলি' সান্ধ্যনভে হে চন্দ্রভাল!
যেথাই প্রদীপ জ্বলে—তব শিখা জানি
জ্বালে তারে তব অনির্বাণেরে মানি'।
রবির কিরণ যথা রবিহারা গেহে
সুখঝঙ্কার ছড়ায় উদাব স্নেহে
নিবাত ভবনে পবন যেমন আনে
প্রাণ-উল্লাস—নিশ্বাসই যারে জানে, *
তেমনি হে নাথ, তোমার আবির্ভাবে
বিধুর মর্ত্য হৃদি শিহরণে কাঁপে।
নব নব রূপে নব যুগজাগরণে

* অসূর্যমিব সূর্যেণ নিবাতমিব বায়ুনা
কৃষ্ণেন সমুপেতেন জহৃষে ভারতং পুরম্। ৩২।৮॥

শিশুপাল-বধ

তুমি দাও দেখা দেখাতে চিরন্তনে
অস্থির তার কেন্দ্রে অচঞ্চল,
অনির্মলের মর্মে বিনির্মল।
অংশাবতারে হয়েছে আবির্ভাব
কত রূপ তব নাশিতে ধরার তাপ।
এবার নিটোল পূর্ণকান্তি, মরি,
শূন্যেরে তব পূর্ণে তুলিতে ভরি',
মর্ত্যের বুক অমর্ত্য সুষমায়
ঝঙ্কৃতে এলে সসীমে অসীমতায়।
কেমনে এ-হেন করুণার বলো তব
করিব পূজা হে পুরাণ, পুনর্নব!
কতটুকু বলো জানি তব মহিমারে?
সিন্ধুরে কভু বিন্দু জানিতে পারে?
যে তোমার যত কাছে আসে— দেখে তত
তত দূরে তুমি কাছে আসো হায় যত।
যতই তোমারে চিনি— তত হয় মনে
'কোথা তুমি কোথা আমি!' রাখীবন্ধনে
বাঁধো তুমি দীনতম জনে যুগে যুগে
বুনিয়া গগন-স্বপন মাটির বুকে।
কীর্তন তব কেন করি তবু বঁধু?—
স্মরিলে তোমারে বেদনাও হয় মধু।
যত শোক তাপ ব্যথা কেন নিরাশার
হানুক অশনি, আসুক অন্ধকার—
ঐন্দ্রজালিক! সে-কালোরি বুকে জ্বালো
পরশ-ইন্দ্রজালে তুমি তব আলো।

বিন্দুর বুকে গেয়ে সিন্ধুর গান
মরণেরে দাও অমৃতের সন্ধান,
বাদলে বিজলি জ্বালিয়া অবিশ্রাম
আঁধারে শেখাও জপিতে আলোর নাম,
ক্ষণিকের বুকে ভরিয়া চিরসুদূর
'তুমি-তুমি' সুরে 'আমি-আমি' করো দূর।"

দ্বিতীয় সর্গ

কহিল যুধিষ্ঠির : "কৃষ্ণ! তোমারি বরে পৃথিবী আমার অধিগত হে!
তোমারি অনুজ্ঞায় প্রজার ভরণদায় বহি আমি গণি' তারে ব্রত যে। *
শুধু তুমি দিয়ো দিশা—তোমার মন্ত্র বিনা কে কবে পেয়েছে কোথা সিদ্ধি?
তুমি যার কাণ্ডারী অপারে সে পায় পার, তব দীপ বিনা কোথা দীপ্তি?
কহে সবে রাজসূয় যজ্ঞ সাধিতে, নাথ, চাই সেথা তাই তব দীক্ষা—
সম্মতি বিনা যার সর্বারম্ভ বৃথা—শ্রুতি বিনা যার বৃথা শিক্ষা।
যজ্ঞ রাজার জানি করণীয় : শুধু ভয় বাসি—পাছে অধর্ম-ছলনা
ধর্ম-ছদ্মবেশে গর্ব-প্রমাদ আনে। তাই করি অনুরোধ—বলো না :
রাজসূয় যজ্ঞের সূচনায় অনুমতি আছে তো তোমার? জানি হৃদয়েশ,
কৃতার্থ হব যদি প্রাণে তব জপি' ধ্যান কর্মে তোমারি মানি নির্দেশ।"

কহিল শ্রীবাসুদেব প্রসন্ন হাসি' : "প্রভু, বিনয়ে কেন বা দাও লজ্জা?
এত গুণ একাধারে আছে কোন্ মানবের? কেন তবু ধরো দীন সজ্জা?
আমি গোপনন্দন, ধেনুর পালনই জানি; সুমহান রাজকীয় কর্ম
কেমনে জানিব? শুধু দেখি' তব আদর্শ শিখি আমি কারে বলে ধর্ম।
সসাগরা এ-ভারতভূমির পালনে বলো কে আছে তোমার সমতুল্য?
ধর্মের ধারক যে কর্মের নায়ক সে—তারে উপদেশ যে বাহুল্য।
রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন অশঙ্কে করো তুমি হে ধর্মনিত্য!
তোমার কীর্তিফল লভি' আমরাই হব তোমারি পুণ্যে কৃতকৃত্য।"

* ত্বৎ কৃতে পৃথিবী সর্বা মদ্বশে কৃষ্ণ বর্ততে।...
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া কৃষ্ণ প্রাপ্নুয়াং ক্রতুমুত্তমম্॥ ৩২

পাণ্ডব-ভ্রাতৃগণ দিকে দিকে রাজদূত প্রেরিল নিমন্ত্রিতে রাজদল :
কুরু, বাহ্লিক, মহাকলিঙ্গ, কাম্বোজ, গান্ধার, অন্ধ্রক, সিংহল।
ল'য়ে বহু উপায়ন এলো বহু দেশপতি—করদাতা, কুটুম্ব, মিত্র :
মহান্ অতিথি তরে পাণ্ডব সমারোহে নিকেতন রচিল বিচিত্র।
প্রতি রাজা অর্পিল বহুধন সম্পদ—"আমারি শোভিবে মণিরত্ন
উজ্জ্বলতম ভায় রাজসূয় সভাতলে"—কল্পনে দেখি' হেন স্বপ্ন!
ব্রহ্ম-আহুতি-ভার করিলেন সানন্দে গ্রহণ শ্রীব্যাস মহাকল্প,
উদ্‌গাতা—মহামুনি সুষামা সে-যজ্ঞের, পুরোহিত—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য।
করিলেন বরণ শ্রীবাসুদেব সেথা যাচি' চরণ-ক্ষালন-ভার বিপ্রের।
অমেয় সে-অর্চিনের কে লভিবে তল? রবি হয় মণি ম্লানতম নেত্রের

* চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ।
সর্বলোকসমাবৃত্তঃ পিপ্রীষুঃ ফলমুত্তমম্॥ ৩৪।১০॥

তৃতীয় সর্গ

কহিলেন বীর ভীষ্ম সভায় মঞ্জু ভাষণে ধর্মরাজে :
"পূজ্যের পূজাভার প্রারম্ভে তোমারে বহন করিতে সাজে
গুরুপুরোহিত স্নাতক সুহৃৎ সম্বন্ধী ও নৃপতি শুনি
অর্ঘলাভের যোগ্য এ ছয়—রটিল ভুবনে স্মার্তমুনি।
চাহো যদি—প্রতি অতিথিরে পারো করিতে অগ্রে অর্ঘদান,
অথবা যেজন সবার শ্রেষ্ঠ তাঁহারেই দাও পরম মান।" *

কহিলেন তবে সম্রাট্ : "তাত। গণিব কারে বরিষ্ঠ হেথা ?"
হাসি কহিলেন গাঙ্গেয় : "কেন প্রশ্ন এ-হেন—কৃষ্ণ যেথা ?
তপন যেমন বসুন্ধরার নয়নের মণি, ধ্যানের ধাতা,
তেমনি মরণমলিন মর্তে জীবননলিন যে প্রাণদাতা,
চন্দ্র যেমন দিন-বিরহিণী সন্ধ্যার বুকে রবি-স্মৃতি
আনে রবিতাপ কোমলি' তেমনি ধূলায় যে বুনে কুসুমবীথি,
আলেয়া ভ্রান্তি-মাঝে যে শান্তি-আলাপে বাজায় তারা-মুরলী
ঝটিকা-নিশায় যবে কাঁপি ভয়ে—হাসে যে করুণা-অরুণে ঝলি',
নিশ্বাস যবে রুদ্ধ—যে আসে আশ্বাসে সুখ-মলয়সম,
নরতনুধারী সে-প্রিয়তমেই গণি হে আমি বরেণ্যতম।"
বীর সহদেব তখন ভীষ্ম-আদেশে সাজায়ে অর্ঘ আগে
নিবেদিল মহামতি কেশবের শ্রীচরণতলে প্রেমানুরাগে।

আচার্যমৃত্বিকঞ্চৈব সংযুজঞ্চ।
স্নাতকঞ্চ প্রিয়ং প্রাহুঃ ষড়র্ঘার্হান্ নৃপং তথা॥
এষামেকৈকশো রাজন্ অর্ঘ আনীয়তামিতি।
অথ চৈষাং বরিষ্ঠায় সমর্থায়োপনীয়তাম্॥ ৩৫।২৩,২৫

সহসা ক্রুদ্ধ শিশুপাল উঠি' ধর্মরাজেরে কহিল : "প্রভু !
প্রবীণ রাজার বালকসুলভ আচরণ হেন সাজে না কভু।
মহাত্মা বলি' জেনেছি যাহারে তারে হীনাত্মা দেখিলে জাগে
চিত্তগ্লানি—বর্বরতায় সুকুমার হৃদে আঘাত লাগে।
ধর্মের গতি গহন সূক্ষ্ম—অবোধ তোমরা জানো না হায় !
ভীষ্মেরে তাই মানো যে হয়েছে মতিচ্ছন্ন আজি জরায়।"

বলি' গাঙ্গেয়-নয়নে নয়ন রাখি' সে কহিল পরুষভাষে :
"লুপ্তবুদ্ধি বৃদ্ধ দেখিলে শিশুরো চিত্তে লজ্জা আসে।
স্থবির ! নহে যে রাজা সে-কেশব রাজমান পাবে কী অধিকারে ?
ভস্ম কি হয় হবি—সিঞ্চিলে অমৃতে অথবা অশ্রুধারে ?
প্রবীণ বলিয়া চাও যদি তারে দিতে সম্মান এ-সভাতলে,
তবে নাহি কেন দাও বসুদেবে যবে সে এ-মহাসভা উজলে ?
পাণ্ডবদের হিতৈষী বলি' যদি চাও দিতে অর্ঘ তারে,
তবে দ্রুপদের সম্মুখে তারে কেমনে বরিলে পূজোপচারে ?
আচার্য বলি' বরি' কৃষ্ণেরে দিতে চাও মান সাদরে যদি,
তবে যেথা দ্রোণ আসীন স্বয়ং, মানিলে না তারে কেন কুমতি !
পুরোহিত বলি' যদি গোপগৃহে চাহিলে করিতে অর্ঘদান,
তবে যেথা ব্যাস আহূত—সেথায় অপরে কেমনে দাও সে-মান ?
বলি' পুনরায় যুধিষ্ঠিরের পানে চাহি' কহে চেদীশ্বর :
"ন্যায় মানো যদি—আমার আজ এ-প্রশ্নের দাও সদুত্তর :
নহে এ-কৃষ্ণ কুলীন, নৃপতি, জ্ঞানী, সুধী কি আচার্য নহে,
তবু মাথা নত করো তারি পায়ে—দেখি' নিরাশায় হৃদয় দহে !
অধন্য ধেনুপালকেই যদি তোমরা পূজিতে চাহিয়াছিলে,
তবে অপমান করিতে কি শুধু রাজগণে হেথা নিমন্ত্রিলে ?

প্রাধান্য তব আমরা ভয়ে বা লোভে করি নাই অঙ্গীকার :
সম্রাট্ বলি' দিয়েছি যে-কর, সে শুধু যাচিয়া বরণ তার
ধর্মের মহাদর্শ যে হবে—তাই গাহিলাম তোমার জয়,
ন্যায়ের ধারক কল্পি' তোমারে দিয়েছি হে উপহার প্রণয়।
ক্ষোভ জাগে তাই 'ধর্মাত্মা' এ-উপাধি মিথ্যা দেখি' তোমার :
ঘনায় বিষাদ হেরি যবে হায়—সুজনেরো কলুষিত আচার।"

কৃষ্ণের পানে ফিরি' শিশুপাল কহিল জ্বলজ্জ্বালাপ্রখর :
"রহিয়া নীরব সাধুসম আজ নাই নিস্তার, ধূর্তবর।
তোমারে চিনিতে পারে নাই যারা—তাহারা করুক স্তব তোমার :
আমি জানি তব কীর্তি কিতব!—ধর্মের নামে ভ্রষ্টাচার।
পাণ্ডবগণ করজোড়ে হায় তোমারে যে পূজে—সে শুধু ভয়ে,
হেন বিক্রব দুঃসহ—তবু সে-গুরুভারও হৃদয় সহে।
ভয়ে আছে আছে হীনতা—তথাপি ভয়ের কবলে হারায়ে জ্ঞান
করে শিশুসম আচরণ জ্ঞানী—অবলার সম কম্পমান।
কিন্তু তোমার দুরাচরণের সমর্থন না পাই কোথাও :
পূজ্য যে নহ জানো মনে—তবু কেমনে পূজার অর্ঘ চাও?
চরণে তোমার সহদেব যবে সঁপিল অর্ঘ—বলো কেমনে
করিলে স্বীকার—অর্হণীয়-যে নহ তুমি জানো যখন মনে?
অথবা তোমার শক্তির লেশ নাই কি সবল দর্শনের?
পরাভূত যদি পরে জয়টিকা কোথা সঙ্গতি সে-দৃশ্যের?
বৃষ যদি পরে কেশরী-কেশর—হয় না সিংহ কেশর-গুণে :
মহারথী নাম কে পেয়েছে শুধু তীক্ষ্ণ শায়ক ভরিয়া তূণে?
সিংহাসন সে রাজ-প্রাসাদেই শোভে : ভিক্ষুক-পর্ণগৃহে
কে রাখে তাহারে? শোভনতা কারে বলে আজো তুমি শেখোনি কি হে?

ক্লীবের উপাধি রমণীমোহন ? গজদন্তের—অমলহাস ?
বায়সেরে দেওয়া কোকিলের মান ? এ নহে ভূষণ, এ উপহাস।" *
বলি' শিশুপাল কৃষ্ণবিরোধী রাজগণ সাথে সভাস্থল
ত্যজিয়া করিল বহির্গমন কাঁপায়ে চরণে অবনিতল।

* ন ত্বয়ং পার্থিবেন্দ্রাণামপমানঃ প্রযুজ্যতে।
ত্বামেব কুরবো ব্যক্তং প্রলম্ভন্তে জনার্দন ॥
ক্লীবে দারক্রিয়া যাদৃগন্ধে বা রূপদর্শনম্।
অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথা তে মধুসূদন ॥ ৩৬

চতুর্থ সর্গ

যুধিষ্ঠির শিশুপালের শুনি' পরুষবাণী
ফিরায়ে তারে কোমল সুরে কহিল : "অভিমানী !
অসঙ্গত হেন ভাষণ শোভে না মুখে তব ;
ভুলিছ কেন তোমার মহাকুলের গৌরব ?
শালীনতার যে-উপদেশ আমারে আজ দিলে,
ক্ষিপ্ত ক্রোধে সুনীতি তার তুমিই লঙ্ঘিলে।
তাই মহান্ ভীষ্মে দিলে উপাধি মূঢ়মতি—
জ্ঞানে যিনি বরেণ্য, রণে—অজেয় সেনাপতি।
আরো জীবনে কৃষ্ণে যারা পূজ্য বলি' মানে
গুণগ্রাহী প্রবীণ তারা—গুণকে তাই জানে।
ভীষ্ম জানে শ্রীকৃষ্ণের মর্ম যেই ম'ত
জানো না তুমি তেমন। তাই তুমিও মাথা নত
করো সুজন ! অরমণীয় তোমারি আচরণ।
জন্ম যার যাদবকুলে করিবে সে বরণ
আচারে শীল, বিচারে ন্যায়, কর্মে সুব্রত,
ক্রোধের বশে দুর্বচন নহে তো সঙ্গত।"

কহিল তবে দেবব্রত : "ওগো মহানুভব !
শিশুপালেরে এ-অনুনয় উচিত নহে তব।

পাষাণে বীজবপন নহে কদাপি সমীচীন.
শান্তিবাণী শুনেছে কবে মত্ত মতিহীন ?
শ্রদ্ধা যার স্বভাব নয় পূজারে কি সে মানে ?
কৃতজ্ঞতা পরম গুণ— সর্প কভু জানে ?
ধন্যজনে ছন্নমতি চিনিতে কবে পাবে ?
প্রেতের কানে প্রীতির বাণী কে গায় ঝঙ্কারে ?

অতিথি সভাসদের পানে চাহিয়া অমলিন
ভীষ্ম তবে কহিল : "হেথা যাঁহারা সুখাসীন
প্রশ্ন এক তাঁদেরে আমি করিতে চাই আজ :
আহূত যারা এ-সভাতলে পরিয়া বীরসাজ,
ধনুষ্পাণি তাদের মাঝে আছে কি হেন জন
কৃষ্ণে পারে যে পরাজিতে বিক্রমে আপন ?—
দানব কত নিহত হ'য়ে পরশরে যাঁর
মুক্তি লভি' ধন্য হ'ল নমি' চরণ তাঁর ?
বিষস্তনী এসেছিল যে-পূতনা পাপীয়সী
স্তন্য-বিষে বধিতে শিশু কৃষ্ণে রাক্ষসী :
অধর তার শুধু তাঁহার উরস ছুঁয়েছিল
বলি' যে মরণান্তে তাঁরি সালোক্য লভিল :
ধরেছিলেন গোবর্ধন শৈল যিনি করে
কে আছে মূঢ় যে হবে তাঁর স্পর্ধী চরাচরে ?
প্রতাপে শুধু নহেন অসমোর্ধ্ব তিনি প্রিয়,
করুণাময় রূপেও তাঁর সম কে বরণীয় ?
তাহারে বলি 'অরিন্দম' নাশে যে রণে অরি,
লভিয়া জয় যে করে ক্ষমা—তারে প্রণাম করি।

শিশুপাল-বধ

জরাসন্ধ-বিজিত যত বন্দী রাজগণ
মুক্তিদাতা বলি' করিল তাঁহারি বন্দন।
আরো, নহেন রাজারি তিনি পূজ্য, কাণ্ডারী,
তাঁরি বরণ তরে নিখিল রূপের অভিসারী:
তাঁরেই অভিনন্দিতে বসন্তে অলিকুল
গুঞ্জরে আনন্দে, পিক মূর্চ্ছনে অতুল।
তাঁহারি নীল করিয়া ধ্যান শ্যামল মেঘদল,
জপিয়া রাঙা চরণ তাঁর রাঙিল উৎপল।
ঋতুর পরে সাজায় ঋতু ধরণী অভিরাম
বরণমালা গাঁথিতে তাঁরি অক্ষুর অবিরাম।
আলোকে তিনি, আঁধারে তিনি অঙ্গারে শিখায়,
বিরহে তিনি, মিলনে তিনি—নিহিত করুণায়,
জলে স্থলে গহনে গিরিশিখরে অনুদিন
তাঁহারি ওঙ্কার যে চির-উছল অমলিন।
ব্রাহ্মণের সাধনা, রণশৌর্য ক্ষত্রের,
বৈশ্যের বাণিজ্য, সেবা চারণ শূদ্রের—
সকল গুণ-প্রেরণাদাতা বলি' তাঁরেই জানি,
সবার মান রাখিয়া যিনি নহেন অভিমানী।
দেহীর মাঝে বিদেহ তিনি রাজেন অনধীর,
তাই তো হয় ক্ষুধার দেহ সুধার মন্দির।"

বলিয়া শিশুপালেরে তবে কহিল গাঙ্গেয়:
"মূঢ় দেবারি! প্রাণে পূজারী যে হয় বরি' শ্রেয়,
শুধু সে হরি-গুণগ্রাহী, দেখিতে সে-ই পায়:
জনার্দন অতুল অপরাজেয় বসুধায়।

আত্মীয় কুটুম্ব বলি' আমরা নহি হেন
পক্ষপাতী তাঁর—দেখেও দেখ না তুমি কেন—
কৃষ্ণ শুধু পরাক্রমী নহেন ধরাতলে :
তাঁহারি নামে বেদনা ফোটে চেতনা-শতদলে। *
তাঁহারি আলো জপিয়া কালো-হৃদয়ে আলো ছায়,
তাঁহারি মুখ চাহি' মরণ জীবনে ফিরে যায়।
স্বার্থ ছাড়ি' বল্লভেরে আমরা ভালবাসি
হৃদয়ে শুনি বলিয়া তাঁরি অভিসারের বাঁশি।
প্রণয় হয় আরতি, হয় কামনা সুধাহুতি
করেন তিনি গ্রহণ বলি' পূজার সে-আকূতি।
চিনি না বলি' আমরা যবে—তখনো মানি তাঁরে,
অস্বীকারি তাঁহারে যবে বিদ্রোহ-আঁধারে
তখনো তিনি হাসেন অনুকম্পা করুণায়—
যে-আমি ব'লে 'আমিই নাই' তাহার মূঢ়তায়!
বিদ্রোহের মর্মে নববরণ গাঢ়তম
বুনেন তিনি নিশীথবুকে নবারুণেরি সম।
বিপ্রকুলে শ্রেষ্ঠ তারা পূজ্য যারা জ্ঞানে,
ক্ষত্রমাঝে—অমিতবল যারা ধনুর্বাণে,
বৈশ্য যারা তাদের মাঝে সবার মাননীয়
ধান্যধনে ঋদ্ধ যারা, সুখী আদরণীয়।
শূদ্রমাঝে বয়সে যারা বৃদ্ধ—পায় তারা
সবার চেয়ে শ্রদ্ধা—গায় শাস্ত্রকার যারা।

* ন সম্বন্ধং পুরস্কৃত্য কৃতার্থং বা কথঞ্চন।
অর্চামহেঽর্চিতং সদ্ভির্ভুবি ভূতসুখাবহম্॥ ৩৭।১৪

শিশুপাল-বধ

কৃষ্ণ ভবে শুধু চতুর্বর্ণ-গুণমণি
বিজ্ঞানী, প্রবীর, বিনয়ী, গুণে ও ধনে ধনী। *
কিন্তু গুণ-বিচারে চায় জানিতে যারা তাঁরে
অভিমানের আঁধারে তারা চিনিতে তাঁরে হারে
দুর্নীতি সুনীতির পারে বাজেন তিনি বলি',
মানস-বিজ্ঞানীরে যান অপ্রমেয় ছলি'
মুঠির মাঝে জলের ম'ত। যে চায় শুধু তাঁর
শরণ—দেন তারেই শুধু শরণ করুণার।
এ-করুণার মর্ম জানে সে-ই—যে আপনার
হৃদয়ে জানে—অতীত তিনি সকল সংস্কার।
মানব-রূপে দেখে না তাঁরে সে—দেখে একাধারে
গাঁথা সকল বিকাশরূপ তাঁহারি মণিহারে :
পিতা গুরু আচার্য তিনি, স্নাতক তিনি প্রিয়,
নিঃস্বসখা বিশ্বরাজ ভাবে অভাবনীয়।
এ হেন অপরূপের চেয়ে কে বরণীয় আছে
শুনিলে যাঁর মুরলী শুনি নিখিলে বাঁশি বাজে;
জীবন হয় ধন্য—দিয়ে অর্ঘ পায়ে যাঁর
অর্ঘ সম অমল হয় দাতাও বার বার ;
প্রভব লয় স্থিতির জিনি উৎস অমরণ ;
স্থাবর জঙ্গমের বুকে যাঁর আকিঞ্চন ;
প্রকৃতি তথা পুরুষ যিনি, অচল সনাতন ;
বন্ধনের কেন্দ্রে যিনি বিগতবন্ধন ?

* জ্ঞানবৃদ্ধো দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে। ৩৭।১৬,১৭ ॥

মহাভারতী কথা

চন্দ্রমা আদিত্য গ্রহ তারকা দশদিশি
আদেশে তাঁর ঝলকি' যায় তাঁহারি বুকে মিশি'।
রম্য যত বিকাশ মাঝে শশী রম্যতম,
অনিন্দ্য সুছন্দ মাঝে গায়ত্রী পরম,
তেজের মাঝে তপন, নরপতি নরের মাঝে,
বহমানের মাঝে নিধিব স্পর্দ্ধা কে বা আছে?
ঊর্দ্ধ অধ কুটিল যত গতি যে ভবে জানি
সবারি আশ্রয় কেশব—হৃদয় লয় মানি'।
সর্বগতি, সর্বনাথ, সর্ব যাঁরে বরি'
আপন চির-স্বরূপে জানে—কৃষ্ণ সেই হরি। *
পুষ্ট শুধু দেহে যে-জন নয় তো সে প্রবীণ,
পালিয়া শিশু শিশুসম যে রহিল বোধহীন,
ধর্ম নাহি চিনি' যে দেয় ধর্ম-উপদেশ
স্বাধিকার সে মানে ন'—নাই জ্ঞানেব তার লেশ

* কৃষ্ণ এব হি ভূতানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥
এব প্রকৃতিরব্যক্তা কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ।
পরশ্চ সর্বভূতেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যতমোঽচ্যুতঃ॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমাশ্চৈব নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চ যে।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব সর্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্॥
অগ্নিহোত্রমুখা বেদা গায়ত্রী ছন্দসাং মুখম্।
রাজা মুখং মনুষ্যাণাং নদীনাং সাগরো মুখম্॥
ঊর্দ্ধং তির্যগধশ্চৈব যাবতী জগতো গতিঃ।
সদেবেকেষু লোকেষু ভগবান্ কেশবো মুখম্॥

৩৭।২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৭॥

জানে না তাই—নহে যে ভূয়োদর্শী সাধনায়
কায়াভ্রমে ছায়াবরণ করে সে মূঢ়তায়।
ধর্মগতি সূক্ষ্মা বলি' কবে সে বিঘোষণ,
অর্থ নাহি বুঝিয়া শ্লোক করে উচ্চারণ।
সুর যে তার কণ্ঠে কভু সাধেনি বহুদিন
জানে সে কবে সুরের গূঢ় মর্ম অমলিন?
তারকা গ্রহ দেখে যে শুধু জ্যোতিষী সে তো নয়,
সন্ধানী-যে তাহারি ধ্যানলোচন চিন্ময়।
ধর্ম-নিহিতার্থ কভু জানে কি সেই জন
ধর্ম তরে যে কবে নাই অতন্দ্র সাধন? *
যে-ভাষে করি আলাপ নয় সমর্থ সে-ভাষ
মন্ত্র সাম ছন্দ গীতা করিতে পবকাশ।
শুধু বে মদমত্ত! তোরে ক্ষমিতে সাধ যায়
স্বভাবমূঢ় জানে না বলি' আপন হীনতায়।"

অয়ন্তু পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেবং প্রভাষতে॥
যো হি ধর্ম বিচিনুয়াদুৎকৃষ্টং মতিমান্ নরঃ।
স [illegible]ব পশ্যেদ্ যথাধর্মং ন তথা চেদিরাড়য়ম্॥ ৩৭।২৮, ২৯॥

পঞ্চম সর্গ

কহিল সহদেব আচম্বিতে জ্বলি' ধধুপ সম :
"হে বীর মণ্ডলী ! ঘোষণা করি আমি অকুতোভয়ে :
কেশবে জানি' আমি অপ্রমেয়, বরেণ্যতম
তাঁহারে নমি' চাই ধন্য হ'তে গাঢ় দীন প্রণয়ে।

'সমান তাঁর নাই অবনিতলে কেহ—হিমাচলের
স্পর্ধী বল্মীক নহে যেমন, নহে জোনাকী যথা
দোসর কভু নীহারিকার—নদনদী পারাবারের,
তেমনি কৃষ্ণের পদনখেরো তুল কে আছে কোথা ?"

অগ্রজের পানে চাহিয়া সহদেব কহিল : "প্রভু !
শীলতা বরণীয়—সত্য, বলি তবু : নহে তোমার
শিশুপালের সাথে কোমল সম্ভাষ শোভন কভু :
দুষ্ট সাথে নহে উচিত সুজনের শিষ্টাচার।

"ঘৃণ্য শিশুপাল, তাই সে করে সুখে উচ্চারণ
নিন্দা অশ্লীল—গ্রাম্যজনেরো অচিন্তনীয়।
এহেন নরাধমে ক্ষমা অসহ—করি সঘনে পণ :
যাহারা এ-সভায় কৃষ্ণপূজা গণে নিন্দনীয়,

পারে না কৃষ্ণের সহিতে অর্চনা, চাহে না হায়
করিতে বন্দনা সে-চিরসুন্দরে, তাঁর আনন
দেখে না চিন্ময় অচিন আলোকের অমিতাভায়,
তাদের শিরে চাই রাখিতে আমি আজ এই চরণ।"

বলিয়া করিল সে চরণ তার ক্রোধে উত্তোলন,
অমনি নভ হ'তে পুষ্পবর্ষণ হ'ল অঝোর
সহদেবের শিরে। হ'ল আকাশবাণী: "অকিঞ্চন
করে না যারা কভু পূর্ণাবতারের পূজার—ঘোর

জীবন্মৃত তারা, বর্জনীয় সদা তাহারা ভবে:
তাদের নিশ্বাস-কলুষ-পরিধির কাছে না রবে।" *

কেশবং কেশিহন্তারমপ্রমেয়পরাক্রমম্।
পূজ্যমানং ময়া যো বঃ কৃষ্ণং ন সহতে নৃপাঃ॥
সর্বেষাং বলিনাং মূর্ধ্নি ময়েদং নিহিতং পদং।...
মতিমন্তশ্চ যে কেচিদাচার্যং পিতরং গুরুম্।
অর্চ্যমর্চিতমর্ঘার্হমনুজানন্তু তে নৃপাঃ॥...
মানিনাং বলিনাং রাজ্ঞাং মধ্যে সন্দর্শিতে পদে
ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সহদেবস্য মূর্ধনি
অদৃশ্যরূপা বাচশ্চ নিশ্চেরুঃ সাধু সাধ্বিতি॥৩৮।২-৩॥

ষষ্ঠ সর্গ

মহান্ বিক্ষোভ উঠিল জাগিয়া···বিছাল অশান্তি শান্তির বক্ষে :
নিরুদ্ধ ঝটিকা গর্জিলে সহসা ভয় ছায় যথা চকিত চক্ষে।
সহদেব তুলি' চরণ যখন ঘোষিল সঘনে : "যারা প্রমত্ত
কৃষ্ণে মানদান সহিতে না পারে, অশ্লীল তাহারা, কলঙ্কী, বধ্য"—
জাগিল তখন মহা কলরোল সভাতলে···বহু বীর রাজন্য
উঠিল দাঁড়ায়ে দুর্নিবার ক্রোধে হেন অপমানে···অগ্রগণ্য
হ'য়ে তাহাদের কহিল সদন্তে শিশুপাল : "যাঁরা প্রবীর ক্ষত্র
করি তাঁহাদের আমি আহ্বান করিতে উৎসন্ন এ-যজ্ঞসত্র।
বিক্রমে যাঁহারা সিংহসম, তেজে অগ্নিসম যাঁরা ভারতবর্ষে,
নিরপেক্ষ সত্য লক্ষ্য যাঁহাদের, বীর্যের ধারক জীবনাদর্শে,
তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে আমি করি বিঘোষণ শত্রুহন্তা :
বধিব সকৃষ্ণ পাণ্ডবেরে—যারা শৌর্যের, ন্যায়ের অননুমন্তা।
রাজার কর্তব্য শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন—রক্ষিতে ধর্ম।
গুণের বন্দনে ক্ষেমের প্রগতি, ভণ্ডের আদরে বিনষ্ট কর্ম!
সিংহাসন যবে চাহিল পাণ্ডব, ভাবিলাম আমি—সত্যের রাজ্য
হবে প্রতিষ্ঠিত, আসিয়াছিলাম বরিতে তাই সে-শুভ সাম্রাজ্য।
কিন্তু যবে আসি' দেখিলাম তারা বরিল গোপের সুতে নগণ্য,
জানিলাম—তারা মিথ্যার ঋত্বিক্, ব্যর্থের বাহন, হেয়, অধন্য।
কৃষ্ণ-শত্রু যাঁরা—সত্যধর্মী তাঁরা, দূরদর্শী তাঁরা দৃষ্টি ও কর্মে :
নিমন্ত্রি তাঁদের সাজিতে সংগ্রামে খড়্গ-ধনুর্বাণে বর্মে চর্মে।
মূর্খ সহদেবে কী বলিব—যার ভাষণের নাই কণিকামূল্য ?
করে কি ভ্রূক্ষেপ সিংহ যবে অশ্ব করে হ্রেষা : 'আমি সিংহেরি তুল্য'?

বলি' শিশুপাল চাহি' ভীষ্মপানে কহিল শ্বসিয়া : "ওরে জঘন্য
কাপুরুষ ! জ্ঞানী প্রবীর উপাধি কেমনে লভিলি তুই বিষণ্ণ ?
সত্য কি দেখিতে পায় সে—যে দেখে ঢুলুঢুলু নেশাবিমুগ্ধ চক্ষে ?
যে পান্থশালায় বাঁধে ঘর কভু উত্তরিতে পারে সে তীর্থলক্ষ্যে ?
লুপ্ত বুদ্ধি যার স্বধর্ম তাহারি পঙ্কপাত, মোহ, বাসনা-ভ্রান্তি :
জড় শালগ্রামে যে করে নতি সে জানে কি—দেবতা বিশালকান্তি ?
তবে গুরু যথা তথা শিষ্য হায়—যেমন সেনানী তেমনি সৈন্য,
তাই স্তবাচার্য তুই পাণ্ডবের—সম্বল যাদের বিবেক-দৈন্য,
গড্ডালিকা সম ধায় মেষ যথা—পুরোগামী মেষে করিয়া গণ্য
অগ্রণী তরণী পিছে ধায় যথা সূত্রবদ্ধ তরী বিহীনকর্ণ। *
ধিক্ত হ'য়েও ধিক্কার কাহারে বলে যাহাদের জানে না চিত্ত,
কৌলীন্যেরে দিয়ে বিদায়—গোপের অজ্ঞস্তুতে ডাকে পুলকদীপ্ত !
কৃষ্ণকীর্তি ! শত ধিক্ ! লজ্জাহীন ! কী জানবি তুই কীর্তির মর্ম ?
যে করে স্তবন তার—কীর্তি যার তিন : ব্যভিচার, শাঠ্য, অধর্ম, !
বীর্য যার দংশে রমণী পূতনা, অঘবকাসুর বিগতশক্তি,
বল যার ধরে বিখ্যাত বল্মীক গিরি গোবর্ধন—তাহারে ভক্তি ?
তবে শ্রদ্ধা যার যেমন—আচার তেমনি : আকার সদৃশ প্রাজ্ঞ !
ফুল দেখি' অলি গুঞ্জে, দেখি' শব গৃধ্র গায় গান : 'মরি, কী ভাগ্য !'
ব্রহ্মচারী নামে ঢাকিবি কেমনে এ-লজ্জা যে তুই ক্লীব অপুত্র,
ইহকাল-পরকাল-হারা ?—যার হেথা নাই তার কোথা অমুত্র ?
ব্রহ্মজ্ঞ যাহারা নহে—নহে তারা ব্রহ্মচারী—তুচ্ছ মূঢ় অধন্য
নপুংসক ! তাই রহিলি অকৃতদার, ব্যর্থকাম, বার্ধে নগণ্য।
হেন তুই তাই চিনিলি রাখালে—সমানে সমানে প্রেমের সখ্য !

---

* নাবি নৌরিব সংবদ্ধা যথান্ধো বান্ধমন্বিয়াৎ।
তথাভূতা হি কৌরব্যা যেষাং ভীষ্ম ত্বমগ্রণীঃ॥ ৪০।৩॥

অধর্মের অবতারে তুই বিনা কে আর গণিবে বিশ্বের লক্ষ্য ?
নিপাত নিয়তি ধ্রুব পাণ্ডবের—তুই যাহাদের নেতা আচার্য!
আর, করি এই ভৈরব ঘোষণা—সে-নিপাত হবে আমারি কার্য।"

বলি' শিশুপাল রাজবৃন্দ পানে চাহিয়া কহিল : "এসেছে লগ্ন
দুর্জনেরে দণ্ড দানের—নহিলে হবে পাপে ধরা মরণমগ্ন।
আছে যাহাদের পৌরুষ, মর্যাদা, বীর্য, তাহাদের আমি নিমন্ত্রি,
অসূর্য-বাহিনী রচি' ব্যূহ যবে হ'তে চায় যুগ-আলোকহন্ত্রী—
সূর্যপুরোহিত যারা যেন তারা গড়ে যত্নে নব ধর্মের সংঘ
অতীত-রজনী-জাঙাল বিচূর্ণি' নবীনারুণের স্বনিতে ডঙ্ক।
করি না আহ্বান যাহারা নিষ্প্রাণ—থাক্ তারা বরি' স্বপ্নের তৃপ্তি,
দুষ্কৃতের কুল করিব নির্মূল আমি একাকীই অমিতকীর্তি।
কৃষ্ণ সাথে তার স্তাবকের এই নির্লজ্জ মণ্ডলী ধ্বংসিব তূর্ণ
ফেরুপাল সম—শিশুপাল আজ করিবে ভারত পাণ্ডবশূন্য।"
বলিয়া কৃষ্ণের নয়নে নয়ন রাখি' চেদিরাজ কহিল দম্ভে :
"এসো হে গোবৎসরক্ষক! কবন্ধ করি তোমারেই রণ-প্রারম্ভে।
তারপরে ক্লীব ভীষ্ম সহ পঞ্চ ভ্রাতারে বধিব হেলায় যুদ্ধে :
ক্ষমা নহে আর—নির্মোহের নব সাম্রাজ্য স্থাপিব নাশি' বিমুগ্ধে।"

সপ্তম সর্গ

আসন্ন-ঝটিকা লগ্নে রুদ্ধশ্বাস শান্ত সিন্ধুসম
রহিলেন স্তব্ধ বাসুদেব। সভাসদ্‌গণ যত
উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল পরস্পরের পানে।
কাহারো মানসে জাগে লজ্জা, কারো ক্রোধ, কারো ভয়·
কেহ রহে ব্যথাতুর নররূপী নারায়ণ হেন
লভিল লাঞ্ছনা বলি'···কেহ বা অহেতু পুলকের
শিহরণে উঠিল কাঁপিয়া···(কোন্ রন্ধ্র পথে কার
ওঠে জাগি' প্রবণতা দেবদ্রোহিতার—পায় কেন
আসুরিক প্ররোচনা আশ্রয় কাহার হৃদে—ছাড়ি'
আলো কেন কালো করে বরণ সে—জানিবে কেমনে
জীব তার দৈনন্দিন চেতনার ক্ষণিক আলোকে ?) ··
করিল স্বগত প্রশ্ন তারা দ্বিধাভরে : "ভগবান্
সত্য কি ধরিতে পারে নররূপ ? শিশুপাল নহে
ক্লীব, কুলাঙ্গার। বীরপ্রধান বিক্রমাদিত্য সে যে
মহাকুল-ধুরন্ধর, যদুপতি কৃষ্ণের পরম
আত্মীয়—আপন পিতৃস্বসার তনয়—আশৈশব
লভিল সে সঙ্গ তাঁর। তথাপি কেন বা অহেতুক
করিবে সে ভ্রাতৃনিন্দা ? এসেছিল সে তো এ-সভায়
পাণ্ডবেরি করদাতা সমর্থকরূপে ! দুঃসাহসী
উদ্ধত সে—তবু সে তো নহে অসরল। মনে যাহা
জেনেছে সে সত্য বলি'—করেছে প্রকাশ। সত্যরূপে

করেছে চিহ্নিত যারে তারি তরে আজ সে স্পর্ধায়
চাহিল দ্বৈরথ একা—কৃষ্ণ ভীম পাণ্ডবের সাথে।
তদুপরি, নারায়ণ যদি একেশ্বর, ইচ্ছাপতি—
বিনা সমর্থন তাঁর পারিত কি হেন অমর্যাদা
করিতে তাঁহার কেহ? এ-দ্বাপরে সত্যই দেবেশ
যদি কৃষ্ণরূপে আজ অবতীর্ণ পৃথ্বীর উদ্ধারে,
তবে কেন এ-জীবন আজিও তেমনি মুহ্যমান্?
কেন অন্ধসম চলে বসুন্ধরা আজো টলমলি'?
পাপের দুর্বহ এই অন্ধকারে কেন ধ্রুবদিশা
আসে না ধরিতে আলো অমিতাভ, চির-অনির্বাণ?
সর্বশক্তি বিভু যদি ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার তরে
সত্য আসিতেন নেমে—হ'ত না কি অভিজ্ঞান তাঁর
সন্দেহপরিধি-বহির্ভূত? আলোবঞ্চিতা ধরার
চিত্ত যথা হয় সূর্যপ্রদীপ্ত নিমেষে—হ'ত না কি
মর্ত্য মন তেমনিই দ্বিধামুক্ত মুহূর্তে—নয়নে
দেখি' নির্বিষণ্ণ শিবে অবতীর্ণ এ-জীবজগতে?
মিথ্যা যদি হ'ত বীজমন্ত্র এ-বীরের—তবে কি সে
হেন দুঃসাহসে আজ পারিত করিতে আস্ফালন
যাচি' রণ জগজ্জয়ী পাণ্ডবের সাথে? আত্মঘাতী
হ'তে চায় সাধ করি' কভু কেহ? সুলভ বিলাস,
নিরাপদ পন্থা ছাড়ি' যেতে চায় কে দুর্গম পথে?
আরো, কৃষ্ণ সর্বজয়ী যদি—কেন হেন আক্রমণে
রহেন চিন্তিত, মৌন? শঙ্কাতুর হেন মনে লয়
দেখিয়া তাঁহারে কেন? যদি দেববিদ্বেষীর মতি
হয় সমুদ্ধত—শাস্তি দিতে তারে কেন দেবতারো

এত দ্বিধা কুণ্ঠা ? যদি সর্বক্ষম সর্বাধ্যক্ষ তিনি,
অধীন কিঙ্কর তাঁর লঙ্ঘিল তাঁহারে কার তেজে ?
কিম্বা সত্য এই—পাপ-আবর্তসঙ্কুল মর্ত্যলোকে
অক্ষম অপাপাবিদ্ধ প্রতিষ্ঠিতে স্থির ভিত্তি তাঁর ?
কম্পিত সলিলে যথা কিরণের শান্ত প্রতিভাস
পারে না প্রতিফলিতে আপনারে—হয়ত তেমনি
বিক্ষুব্ধ এ-প্রাণলোকে দ্বন্দ্বাতীত নিত্যের আসন
পারে না রহিতে অনধীর ? হয়ত বা অনিশ্চিত
যুক্তির অধ্রুবধামে বুদ্ধির-অতীত অ-মূলের
অটল অবতরণ অসম্ভব ? যদি তাই হয়,
তবে শিশুপাল নহে অবিমিশ্র স্পর্ধা-প্রণোদিত।
কৃষ্ণ নহে বিভু যদি—ঐশ মান লভিবে কেমনে ?
সত্য —গর্বী চেদিরাজ : কিন্তু কে বলিবে—কোন্ পথে
গর্ব কবে পায় সত্য-সালোক্য ? মিথ্যার বলে বলী
করে হেন স্পর্ধা কবে—বধিবে একাকী সপাণ্ডব
জনার্দনে দ্বৈরথ সমরে ? কে বলিবে কোন্ জ্যোতি
সত্যের অভ্রান্ত দিশা জ্বালে—পূর্ণকান্তি, অনির্বাণ ?
কে বলিবে—অচিন্ত্য ধরেন কোন্ মায়া ইন্দ্রজালে
ছায়াপুরে নিত্যকায়া ? মায়া যদি মিথ্যা জনশ্রুতি,
কেন তবে চিরদিন অক্ষম মায়েশ বিনাশিতে
অনন্ত সত্যের সূর্যে চিরন্তনী মিথ্যা-নিশীথিনী ?"

সহসা চমকি' সবে উঠিল কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে :
শান্তোজ্জ্বল সুগম্ভীর ধীরচ্ছন্দ অকম্প্র ভাষণে
কহিলেন যদুপতি : "হে রাজন্যবৃন্দ ! শিশুপাল

আমারি পিতৃষসার পুত্র : জন্ম তার যদুকুলে।
আশৈশব তারে আমি দেখেছি জেনেছি বহু রূপে :
বহুভাবে, ঘটনার বহু সাক্ষ্যে বহু পরিচয়
পেয়েছি তাহার। ক্ষমা শতবার করেছি তাহারে।
শক্তি তার ছিল, তাই চেয়েছি সে-শক্তিরে তাহার
করিতে মঙ্গলমুখী। জীব প্রতিপদে অপরাধ
করে দিনে দিনে। তবু কৃপাময় ডাকেন তাহারে
ক্ষমি' বারবার। ভবে মানব অস্থির চিরদিন।
বহু ডাকে দেয় সাড়া—কভু সত্য, কভু বা অলীক :
বহু ছন্দে অভিজ্ঞতা করে আহরণ সে জীবনে।
অন্তর-অতলে তার অন্তর্যামী করেন আহ্বান
নিরত তাহারে—ছাড়ি' আলেয়ারে করিতে বরণ
ধ্রুবতারা নীহারিকা। চাহিত সে যদি সেই দিশা
করিতে অনুসরণ—বহুল দুর্ভোগ দ্বন্দ্ব হ'তে
লভিত সে অব্যাহতি। কিন্তু শুভবুদ্ধির পরম
বিকাশ আজিও নহে সম্ভব এ-ব্যাহতবিকাশ
বসুন্ধরাতলে শুধু সত্যব্রতে। জীব আজো চায়
অশুভের আবাহন—কৌতূহলে, নাট্যরাগে কভু—
উত্থানপতন যার প্রাণস্পন্দ। শান্তি প্রেম আলো
ক্রমশ-উন্মেষমাণ অন্তরে তাহার আজো। যদি
ক্রমোন্মেষ করিত সে সাদরে লালন—বহু ক্ষোভ
দুঃখ হ'তে লভিত নিষ্কৃতি, মর্ত্য জীবন তাহার
হ'ত-তূর্ণ মহানন্দময়। শুভ আদেশ হৃদির
যদি সে পালিত তার মূঢ় অহঙ্কারে অস্বীকারি',
পরাৎপরের নিত্য মুক্তি তারে বন্দরের সম.

অনন্ত আশ্রয় দিত—দিত দীক্ষা অচিন্ত্য মন্ত্রের
বরে যার হ'ত তার প্রগতি সরল, নিত্যমুখী,
নিত্যসুখী, নিত্যপ্রেমচমকচিন্ময়। কিন্তু তার
ইচ্ছা চিরনিরঙ্কুশ। ভগবান্ স্বভাবে স্বাধীন।
লীলাময় ইচ্ছাময় তিনি—তবু মানবের ম'ত
নহেন তো স্বৈরাচারী। যে-নিখিল করেছেন তিনি
রচনা আপন লীলানন্দ তরে—সেথা আপনারি
বিধানে স্বেচ্ছায় রাখি' বন্দী আপনারে সীমামাঝে
চাহেন নিয়ত তিনি অসীমের ক্রম-অভ্যুদয়।
অন্তরে রহিয়া দেন অন্তর্যামী নিত্য সত্যদিশা
বিবেকবীণায় ঝঙ্ক' নভোবাণী তাঁর। শুধু তিনি
তারে কভু নির্বাচিত করেন না আজ্ঞাবহ বলি'
স্বেচ্ছানির্বাচনে যে না চাহে পূর্ণ আত্মনিবেদন
চরণে তাঁহার। তিনি হৃদয়ের অক্লান্ত নায়ক,
নহেন অঙ্কুশধারী চালক—একাধিপত্যকামী :
সারথি চিরন্তন—কিন্তু কভু বলের প্রভাবে
চাহেন না দীনতম প্রাণীরেও করিতে নিয়োগ
শুভপথে ঊর্ধ্ব-আরোহণ-সাধনায়। প্রতি যাঁকে
দুটি পথ দেয় দেখা : এক পথ নীলাম্বরমুখী
আত্মোৎসর্গের মহাচরিতার্থতার পথে ডাকে,
অন্য পথ ডাকে তারে স্বৈরাচার-প্রমত্ত পাতালে।
চাহেন করুণাময়—প্রার্থিবে সে আকাশ স্বেচ্ছায়
ছাড়ি' পাতালের দুঃখ যন্ত্রণা—যেথায় প্রতি আশা
মায়ার বিলাস শুধু, ক্ষণসুখ-অন্তে অন্তহীন
দুঃখের দুর্ভোগ আনে আশাভঙ্গে—অকৃতার্থতায়।

তিনি আত্মসৃষ্টিরত তাই প্রেমময় : প্রেমময়,
তাই ক্ষমাশীল। ক্ষমা স্বধর্ম প্রেমের। যদি তিনি
নাহি করিতেন ক্ষমা প্রতিপদে—চাহিতে তাঁহারে
কে পারিত কবে? চ্যুতি ধর্ম মানবের : শুধু একা
ঈশ্বর অচ্যুত বিশ্বে। তবু হেন অচ্যুতও তাঁহার
মানবলীলায় নিত্য রাখেন প্রচ্ছন্ন আপনারে
আত্ম-আবিষ্কার-রূপ মহানন্দ তরে। হারানিধি
করেন মানবে—শুধু দিতে তারে ফিরায়ে সে-নিধি
চেতনাবিকাশ-অন্তে। সুখসাধ জাগায়ে নিয়ত
সুখের আশ্রয় করি' হরণ—কল্পনাতীত সুখে
করেন আরূঢ় ধীরে ধীরে করি গভীরায়মান
অন্তর্দৃষ্টি—বরে যার দুঃখ সুখ হয় একাকার,
বেদনাও রূপান্তর লভে আনন্দের স্পর্শ লভি'
স্পর্শমণিস্পর্শে যথা লৌহ লভে স্বর্ণ-রূপান্তর।

"অশ্রু-হাসি, ধূপ-ছায়া, জন্ম-মরণের দ্বৈতলোকে
অদ্বৈত-অবতরণ-সাধনা-তন্ময় লীলাপতি।
দুঃখশোকমাঝে দেখি আমরা বেদনা শুধু : তাঁর
দৃষ্টি দেখে বীতশোক আলোকিত আরোহণী। চাই
আমরা সুখমোহের ক্ষণপান্থশালায় নিবাস,
নির্মোহ চেতনা তাঁর অনিত্যের অন্তর বিকশি'
তুলি' গতিমুখে নিত্য বৈচিত্র্যায়মান মহিমায়
সমৃদ্ধির লীলা সাধে আনন্দ বেদনে আপনার।
কী সে দৈবী মহানন্দ কী বেদনা—মানব কেমনে
সীমাক্ষুণ্ণ, জ্ঞানহীন বুদ্ধিনেত্রে দেখিবে তাহার?

যদি বা দেখিতে পায়—দেখে শুধু ক্ষণিক উল্লাসে :
পরে সব ছায়া হয় পুনরায়···চলে সে আবার
মৃগতৃষ্ণিকারে বরি'—দেবদ্রোহিতার প্রবর্তনে
পুনরায় বরি' স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার, প্রভুত্বকামনা-
অন্তে আত্মঘাতমুখী অন্ধকারে লভি' অবসান।
ভাগবতী করুণায় ঈশ্বর করেন বারবার
রক্ষা তারে আত্মহত্যা হ'তে, বার বার কানে কানে
কহেন কোমল কণ্ঠে : 'নহে নহে মুক্তি ওই পথে
এসো এই পথে বন্ধু! ধরো হাত। করি অঙ্গীকার
তুমি যদি চাহ দিশা, দীপ আমি রাখিব জ্বালিয়া
তোমার বিবেকদীপাধারে নিত্য। শুধু করিব না
তোমারে আমার বশ আপনার ইচ্ছার প্রভাবে,
দেবত্ব তোমার আমি করিব না লঙ্ঘন—তোমার
নির্বাচনে-স্বাধিকার রবে অনাহত। স্বেচ্ছা তব
আমারে অস্বীকারিতে যদি চায়—করিব না তারে
পরাভূত দৈববলে।—সুখ যদি পাও তুমি করি'
আমারেই প্রত্যাখ্যান—বিনা প্রতিবাদে লব' মানি'
সে-নাস্তিক্য—রহি' তবু তব নিশ্বাসের অনুচর।
রব' পথ চাহি'—কবে আপনারি ইচ্ছায় আবার
আসিবে আমার স্নেহালয়ে ফিরি'—তোমার যখন
পুনরঙ্গীকার-সাধ বিদ্রোহান্তে জাগিবে আবার
দিনান্তে বিহারশ্রান্ত নীড়মুখী বিহঙ্গের সম।
দেবেশের যে দুলাল—মুক্তিরত্নে জন্মস্বত্ব তার।
আলো ছায়া যাহা চাও করো তুমি বরণ স্বেচ্ছায়।
স্বাধীন স্বভাবে তুমি—স্বাধীনতা বিনা কবে হয়

বরণ সার্থকছন্দ ? বিনা স্বয়ম্বর কোথা প্রেম ?
আমি প্রেমময়, তাই চাই তব স্বেচ্ছার স্বাগত।

"কিন্তু হায় বলে না সে 'স্বাগতম' তাঁরে স্ব-ইচ্ছায়।
জন্ম জন্ম ধরি' তাই একই খেলা চলে লক্ষ্যহীন।
বার বার স্খলিত সে হয়—বিভু ধরিয়া তাহারে
উত্তোলিয়া শক্তিদানে করেন সচল বার বার,
করুণায় নিরাময় করিয়া তাহারে। ব্যথা তিনি
নাহি চান দিতে—তবু যে-নিয়তি-নিয়মে প্রাণেশ
গাঁথিলেন প্রাণলীলা কর্মসূত্রে—সে-কর্মের তিনি
প্রগতি চাহেন আপনার ছন্দে—দিশা যার কভু
নাহি পায় মর্ত্য মন, মর্ত্য নেত্র সংকীর্ণ-পরিধি।

"তবুও বেদনা আছে বিধাতার। নিখিল-লীলায়
যেথা যাহা কিছু আছে তাঁরি অস্মিতায় প্রতিভাতে।
মানবের যে-বেদনা সে-ও তাই তাঁর বেদনার
দেয় ক্ষণাভাস। তিনি পিতা মাতা নাথ বন্ধু গুরু।
সন্তান ও শিষ্য তাঁর যবে তাঁরে করে প্রত্যাখ্যান,
অনন্ত করুণা হ'তে তাঁর যায় সরিয়া বিদ্রোহে,
বেদনা তাঁহাকে বাজে। সবচেয়ে বাজে—যবে তিনি
কোনো আত্মরূপ তাঁর সংহরণ করেন অকালে।
'ঈশ্বরের পরাজয়!'—কহে কেহ। কী জানিবে তারা
জয়-পরাজয় মর্ম ?—কেন কোন্ দীপ্ত সিদ্ধি তরে
সহেন অপরাজেয় পরাজয় যুগ যুগ ধরি' ?
অপারের অভিপ্রায়—জানে শুধু সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞান।
কী সে প্রজ্ঞা, অভিপ্রায়—ব্যাখ্যানে তাহার আজ নাহি

প্রয়োজন। শুধু আমি চাই নিবেদিতে—কেন আমি
বিদ্রোহী শিশুপালেরে করেছি মার্জনা বার বার।
মাতা তার পিতৃস্বসা আমার। করুণা তাঁর নাম। *
তাঁরি অনুরোধে তার ক্ষমিয়াছি শত অপরাধ,
চাহিয়া ফিরাতে তারে শুভপানে। কিন্তু ক্ষেমমুখে
চাহে না যে ফিরিতে স্বেচ্ছায়—হয় আসুর বিদ্রোহে
ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিকাশের পরিপন্থী—গণি'
দেবস্পর্দ্ধী আপনারে দম্ভে, তার নিয়তি—বিনাশ।"

ক্ষণকাল রহি' শুদ্ধ কহিলেন পুন জনার্দন :
" 'আত্মজ যে দেবতার—দেবদ্রোহী হয় সে কেমনে,
কোন্ সার্থকতা তরে আনন্দের দুলাল উধাও
হয় নিত্য আপনারি নির্বাচনে আত্মঘাতী পথে'—
এই কূট প্রশ্ন জানি বহু অতিথির মনে আজ
ফেনিল বিচারাবর্ত্ত রচিয়াছে জটিল সন্দেহে।
কিন্তু এ মনের প্রশ্ন—যে-মনের চির-অগোচর
রহিবে সে-সমাধান যার তরে নিত্য সে জিজ্ঞাসু,
দ্বিধায় দোলায়মান। যে-রূপ আরোপ করে নর
নারায়ণে—সে তাহার মানবিক আদর্শেরি ছবি।
আপনারে অতিক্রমি' পারে না সে কল্পিতে দেবেশে।
কিন্তু হেথা বিচারক হয় তার সঙ্কীর্ণ মানস
যার পরিধির বহির্ভূত ভগবান্। যতটুকু
মর্নের মুকুরে তার প্রতিফলে—সে-শুধু তাঁহার

* অপরাধশতং ক্ষাম্যং ময়া হ্যস্য পিতৃষ্বসঃ।
পুত্রস্য তে বধার্হস্য মা ত্বং শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ ৪৩।২৩

স্বরূপের কণাভাস। শিশিরের বিন্দুবুকে ফলে
নীহারিকা-উদ্ভাসের কতটুকু? মানস তাঁহার
প্রদীপ্ত লীলায় করে যেটুকু বিম্বিত—সে অক্ষম
করিতে আলোকপাত সে-অভিপ্রায়ের 'পরে—যার
আনন্দে বেদনে স্বপ্নে অন্তহীন সম্ভাবনামুখে
বিশ্বরূপ-শতদল-মঞ্জরণ-সাধনা-নিরত
বিশ্বরূপকার। তাঁর ব্রহ্মাণ্ড-মৃদঙ্গে নটরাজ
যে-অভাবনীয় লাস্য তাণ্ডবেরে করেন মন্দ্রিত
কোটিভুজ-করতালে—সে বিশাল প্রজ্ঞা-গমকের
কতটুকু জানে মর্ত্য মন? হ্রদবক্ষে পড়ে যবে
একটি উপল—বৃত্ত হ'তে বৃহত্তর বৃত্ত ধায়
চারিদিকে চক্রাকারে সমাপ্তি লভিতে পরিশেষে
তটমূলে। প্রথম যে-বৃত্ত হয় জাত—সে জানে না
কোথা তার লয়-লক্ষ্য—চলে সে কেবলি স্ফীতিমুখী।
মানবের প্রতি কর্ম সেই ম'ত বৃত্ত রচি' চলে
নিরন্তর। এসেছিল শূর্পণখা যবে রাঘবের কাছে
যাচিয়া প্রণয় তাঁর—কল্পনারো তার অগোচর
ছিল—তার এ-লালসা রক্ষকুল-উৎসাদনে হায়
লভিবে চিরাবসান। প্রতি ক্ষুদ্রতম কর্ম রচে
অন্তহীন কর্মচক্র—যে-সূচনা শেষ হয় শুধু
নিষ্কাম শরণাগতি-নির্বাণে চরণে পরেশের।
কর্ম বুনে কর্মফলে গুটিকার গৃহ নিরন্তর।
শুধু সে গৃহও হয় কারা অবশেষে—যেথা হ'তে
করুণা কেবল দিতে পারে মুক্তি দিয়ে পাখা-বর,
বাসনা-বিনাশে তারে করি' অনিকেত পরিণামে।

শুধু সেই ক্ষণে গুটি হ'তে নিষ্কাশিত জীব পারে
চাহিতে আশ্রয় নভে নীলোন্মুখ পাখার প্রসাদে।
কিন্তু গুটিবদ্ধ জীব রচে তার সংস্কার-ভুবন,
মুক্তিনীলে বাসে ভয়—বাসনা-বন্ধনে পড়ি' বাঁধা
আপনারি নির্বাচনে গাহি' বাসনার জয়গান
মুক্তিদাত্রী করুণারে করে প্রত্যাখ্যান—কর্মফলে
তাই হয় সে নিবদ্ধ কর্মেরি বিধানে—যে-বিধান
নিয়তির রূপে লভে অন্ত্য পরিণতি। প্রতিপদে
আস্তিক্যের স্বর হয় মানব-আত্মার মুক্তিপাখা
ডাকি' করুণার নীলে সর্ব কর্ম-স্তর অতিক্রমি'।
নাস্তিক্য সুলভ মন্ত্রী—ডাকে তারে ক্ষণিক সুখের
মন্ত্রণে প্রলুব্ধ করি'। কিন্তু তার নিম্নমুখী গতি
নিয়তি-নিয়মে নিত্য হয় বর্ধমান—যতদিন
ধ্বংসপথযাত্রী নাহি আসে নেমে অসূর্য নৈরাশ্যে।
এ-অসূর্য লোক জীব রচিল তাহারি নাস্তিক্যের
স্বেচ্ছাবৃত তন্তুজালে। স্বখাত-সলিলে যথা মূঢ়
মরে নিমজ্জিয়া—তেমনিই নাস্তিক্যের স্বরচিত
শরশয্যা নিয়ত সে বিরচে বিদ্রোহী অহঙ্কারে।
এক অস্বীকার তাকে ছলে গাঢ়তর অস্বীকারে
করে নীত কর্মফলে—এক মিথ্যা-ভাষণ যেমন
আনে সুগভীরতর বহুতর মিথ্যার সংসদে
সে-মিথ্যারি রক্ষাতরে। বাল্য হ'তে মূঢ় শিশুপাল
আমারে অসূয়া করি' শুভ ছাড়ি' হ'ল অশুভের
মতিমুখী স্বৈরাচারী—এক মিথ্যা হ'তে মগ্ন তাই
হ'ল সুগভীরতর মিথ্যাচারে। প্রবঞ্চনা হ'তে

হ'ল সে বিবেকহীন ; কাম হ'তে হ'ল লজ্জাহীন ;
ক্রোধ হ'তে বিভীষণ ; লোভ হ'তে পরস্বাপহারী।
জীবন সচল গতিধর্মী—তাই অচলায়তনে
পারে না রহিতে জীব। হয় সে চলিবে ঊর্ধ্ব হ'তে
তুঙ্গতর ঊর্ধ্বলোকে—নহিলে চলিবে নিম্নমুখে
রসাতল হ'তে নিম্নতর ঘোরতর রসাতলে
অন্তিমে লভিতে হায় আত্মঘাতী সংহারে বিলয়।
এ-বিলুপ্তি তার আমি চাহি নাই—অনুকম্পাবশে।
সে-অনুকম্পার মর্ম বুঝিল না দুর্বৃত্ত অবোধ,
আপনারি মাঝে তাই করিব তাহারে প্রত্যাহার।
যে-পরীক্ষা জন্মে তার হয়েছিল সুরু—অবসান
হবে তার সেই পথে নহি আমি সমর্থক যার।
তবু এ-বিচিত্র লীলা-নিখিলে তাঁহার ভগবান্
আপন বিচিত্র ছন্দে দ্রোহিতাও করেন সার্থক
পরাজয়ে লভি' তুঙ্গতর জয়—নিষ্ফলতারেও
করি' শুভতর-ফলপ্রসূ, বিষে করি' বিষক্ষয়,
দৃশ্যমান ব্যর্থতারো অভিজ্ঞতা-দাহনে উজ্জ্বলি'
নব সৃজনের পূর্ণতর দীপ্তি—অসার্থকে করি'
পরমার্থ-সার্থক কৌশলে। নিহিতার্থ এ-লীলার
রহিবে অজ্ঞেয় মর্ত্য বুদ্ধির—সে রবে যতদিন
স্বেচ্ছায় বিহারকামী, জ্ঞানপরাঙ্মুখ, অভিমানী।
শিশুপাল মোহাচ্ছন্ন আজ আসুরিক উত্তেজনে।
চাহিল না তাই লভি' মার্জনা আমার বারবার
প্রকৃতিরে শুভমুখী করিতে তাহার। এ-সভায়
দেখুক সকলে তাই—করি আমি সংহরণ এই

আসুর উন্মার্গগামী দুরাত্মারে কেমনে আপন
দেহমাঝে। দেখুক সকলে চাহি'—নাশি' তারে তার
তেজঃসত্তা আমি আজ কেমনে ফিরায়ে করি লীন
আপন অন্তরকেন্দ্রে। বিফলতা তারো নহে তাই
সম্পূর্ণ বিফল কভু। সে-অসুরো নহে নাথহীন
চাহে না যে বিশ্বনাথে। সে যদি ফিরায়ও দেবতারে,
দেবতা তাহারে নাহি করে প্রত্যাখ্যান। করুণা-যে
নিরপেক্ষ স্নেহে প্রতি তৃণ হ'তে ছায়াপথচারী।
তাই গভীরায়মান হ'য়ে বেদনাও করে শেষে
আনন্দে প্রতিগমন···কালো নিশা দেয় আলোদিশা··
মেঘ করি' বজ্রনাদ ঢালে তাপহারা ধারা···আসে
নাস্তিক্য-নরকো ফিরে বৃত্তশেষে বৈকুণ্ঠবাসরে···
জীবনে মরণ আসে মৃতসঞ্জীবনী করুণার
রচিতে অচিন্ত্য কাব্য—মর্মরস যার পায় শুধু
যে চায় শরণ সেই যাদুকরী করুণার—বিনা
ব্যাকরণ যে-করুণা রচে এ-জীবনগীতা—বিনা
বস্তু এই বস্তুবিশ্ব—অঘটনঘটনভারতী,
গাহিল যে যুগে যুগে : 'নরকেরো জন্ম-অধিকার
আছে সেই মহাপ্রেমে বিন্দুরে যে দেয় সিন্ধুবর,
শোকাবহ বিদ্রোহেরো কেন্দ্রে বসি' যে অশোক রাগে
দিব্যতর নবোদয় ধীরে ধীরে করে পূর্ণপ্রভ।' "

বলি' ভগবান্ কৃষ্ণ করিলেন চক্রেরে স্মরণ।
জ্যোতির্ময় সুদর্শন বিচ্ছুরি' অনল লহমায়
করিল শিশুপালের শিরশ্ছেদ···কাঁপিল অবনী,

মূর্ছিল রমণীদল ··হেনকালে হল নভোবাণী :
"জয় জয় নররূপী নারায়ণ অপারকরুণা !"

দেখিল সকলে চাহি' সবিস্ময়ে : দুরন্ত বিদ্রোহী,
করিল যে কৃষ্ণনিন্দা, চাহিল লাঞ্ছিতে তাঁরে—তারি
দেহ হ'তে এক তেজ নিষ্ক্রমিয়া নমিয়া কৃষ্ণের
শ্রীচরণে—পরে লীন হ'ল সে-অপাপবিদ্ধ দেহে।*

---

* ততশ্চেদিপতের্দেহাত্তেজোঽগ্র্যং দদৃশুর্নৃপাঃ।
উৎপতন্তং মহারাজ গগনাদিব ভাস্করম্॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষং কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্।
ববন্দ তত্তদা তেজো বিবেশ চ নরাধিপ॥

৪৪।২২-২৩॥

শরশয্যায় ভীষ্ম

শান্তি পর্ব

প্রথম সর্গ

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করি' সর্বজনে
করিলেন প্রতিষ্ঠিত নিরুদ্বেগ শান্তির নন্দনে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্বর্ণ স্বধর্মের
বৃত্তি অনুসরি' নব ধর্মরাজ্যে অনিন্দ্য কর্মের
করি' প্রবর্তন—প্রতি কর্ম করি' নিত্য নিবেদন
লোকগুরু বাসুদেবে—রচিয়া আনন্দ-নিকেতন
ঘোর কুরুক্ষেত্র-স্মৃতি চাহিল ভুলিতে। সগৌরবে
পঞ্চভ্রাতা উপজীবী আশ্রিত অতিথিবৃন্দ সবে
তুষিল মধুরবাক্যে আতিথ্যে, শালীনতায়, দানে।
ধর্মরাজ নমি' অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে কৌলীন্যসম্মানে
মানিলেন তাঁরে নবরাজ্যের সম্রাট্—গান্ধারীরে
বরি' রাজমাতা রূপে—গণি' মন্ত্রী বিদুর সুধীরে
বেদবাদী ব্রাহ্মণেরে করিয়া প্রণাম অনুক্ষণ
প্রজার সুখের তরে করিলেন উৎসর্গ জীবন
নিরুপম সত্যাশ্রয়ী আচারে বিনয়ে চ্যুতিহীন
পাণ্ডবে দেখিয়া সবে লভিল অভয় অমলিন। *

---

* প্রাপ্য রাজ্যং মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং যথাযোগ্যং স্বে স্বে স্থানে ন্যবেশয়ৎ॥
ধৃতরাষ্ট্রায় তদ্রাজ্যং গান্ধার্যৈ বিদুরায় চ।
নিবেদ্য সুস্থবদ্রাজা সুখমাস্তে যুধিষ্ঠিরঃ॥ (৪৫ অধ্যায়)

দ্বিতীয় সর্গ

নীলমেঘসম শ্যামল সুন্দর বাসুদেব শোভে হেমপর্যঙ্কে :
একাধারে স্নিগ্ধ নবঘনশ্যাম তথা বিবস্বান্ বিদ্যুৎভঙ্গে,
কটিতটে পীতকৌশেয় বসন, শ্রবণে কুণ্ডল, শ্রীকণ্ঠে লগ্ন
দীপ্ত মাল্য দোলে গৌরবে—যাহার কেন্দ্রে ম্লানিহীন কৌস্তুভরত্ন।
বালারুণ-করে উদয়কৈলাস সম অনাহত জ্যোতি অবর্ণ্যে
শোভে তিলোত্তম কৃষ্ণের শ্রীতনু যথা নীলমণি খচিত স্বর্ণে। *
হেন রূপে অতিথিরে ধর্মরাজ দেখিয়া প্রভাতে পরমানন্দে
কহিল প্রণমি' উচ্ছ্বসি : "আছ তো সুখাসীন বন্ধু, স্বকীয় ছন্দে ?
যে করে তোমার চরণ-চারণী সেবা নাথ, তার জনম ধন্য :
শুধু জানি না তো কেমনে বরেণ্যে অর্চিব আমরা—হীন, নগণ্য !
ঘোর কুরুক্ষেত্রে বিজয়ের বর তুমি দিলে তব দেবসারথ্যে :
একাধারে ধর্ম, দিশা, লক্ষ্য কর্ম আমাদের নাথ তুমিই মর্ত্যে।
জানি না আমরা যশ অপযশ, জানি শুধু—তুমি চির-আদর্শ :
অলির নলিনী, চকোরের চাঁদ, চাতকের মেঘ সুধা-প্রবর্ষ।
নীতি তপ সেবা আচার কৌলীন্য—প্রতি গুণ বরি' তব সমৃদ্ধি
লভে সফলতা—পাপ হয় পুণ্য স্পর্শিলে তোমার পাবকদীপ্তি।

---

* ততো মহতি পর্যঙ্কে মণিকাঞ্চনভূষিতে।
দদর্শ কৃষ্ণমাসীনং নীলমেঘসমদ্যুতিম্॥
জাজ্বল্যমানং বপুষা দিব্যাভরণভূষিতম্।
পীতকৌশেয়বসনং হেম্নেবোপগতং মণিম্
কৌস্তুভেনোরসিস্থেন মণিনাভিবিরাজিতম্।
উদ্যন্তেবোদয়ং শৈলং সূর্যেনাভিবিরাজিতম্।
নৌপম্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন॥

হেন তুমি দিলে—নহে আশীর্বাদ শুধু পাণ্ডবের ব্যথা ও হর্ষে,
হ'লে সঙ্গী দুরদৃষ্ট আমাদের রূপান্তরি' তব অমৃতস্পর্শে।
সহিলে লাঞ্ছনা, বহিলে ও-দেবতনুতে শত্রুর শায়ক রুক্ষ।
হে অপাপবিদ্ধ! পাপী তাপী তরে করো ভোগ কত দুরন্ত দুঃখ!—"

সহসা থমকি' কহে যুধিষ্ঠির: "মন তব লীন কোথায় মিত্র?
ধ্যানমগ্ন—কিবা বিমনায়মান? আচরণ তব অতি বিচিত্র!
নহিলে স্পন্দন নাই কেন তব দেহে—নেত্রে নাই কেন বা দৃষ্টি?
স্থাণুসম হেরি তোমারে কেন বা? রত কি রচিতে নূতন সৃষ্টি?
নিবাত প্রদেশে অচঞ্চলশিখা দীপিকার সম স্থির প্রশান্ত!
মঙ্গল বারতা চাহি নাথ—বিনা আশ্বাস তোমার মন উদ্‌ভ্রান্ত! *
হেন উদাসীন দেখি নাই কভু তোমাবে আলাপে—হে চিরবুদ্ধ!
অপ্রীতির কেহ হয়েছি হেতু কি অজ্ঞাতে আমরা—অবোধ মুগ্ধ?"

কহিল কেশব উন্মীলি' নয়ন গম্ভীর সম্ভাষে: "হে মানবেন্দ্র!
কুরুক্ষেত্রে আজ রয়েছে শয়ান শায়কশয্যায় মহাবীরেন্দ্র
মুমূর্ষু গাঙ্গেয়—মহত্ত্বে মহান্, ঔদার্যে ব্রাহ্মণ, সাহসে ক্ষত্র;
আশ্রিতের তরে অজেয় পার্থেও করিল অরি যে-অজাতশত্রু;
যাহার কার্মুকটঙ্কারে উঠিত সভয়ে কাঁপিয়া দেবেন্দ্র স্বর্গে;
সহস্র রথাও পারিত নির্ভীক যে-বীর একাকী বধিতে খড়্গে;
গুরু জামদগ্ন্য সাথে সমতেজে যুঝিল যে অভী বিক্রমাদিত্য;
সে আজি আমারে করিছে স্মরণ জানিয়া জীবন মায়া, অনিত্য। †

---

* যথা দীপো নিবাতস্থো নিরিঙ্গো জ্বলতে পুরঃ।
তথাসি ভগবন্ দেব পাষাণ ইব নিশ্চলঃ॥

† শরতল্পগতো ভীষ্মঃ শাম্যন্নিব হুতাশনঃ।
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদ্গতং মনঃ॥

অন্তর আমার তাই বন্ধু, ছিল আবিষ্ট—যেথায় নিষণ্ণ ভীষ্ম :
গুরু চায় তারে আকুল অন্তরে—ব্যাকুল তাহার তরে যে-শিষ্য।

"করে নাই কারে দ্বেষ যে-মহাত্মা—সত্যাশ্রয়ী ছিল বিবেকধর্মে ;
হীন আচরণ কল্পনায়ো কভু সাধে নাই—কিবা নর্মে কর্মে ;
জ্ঞানে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—রণস্থলে যুযুধানমাঝে ছিল রথীন্দ্র ;
জ্যোতিষ্কের মাঝে স্থির ধ্রুবতারা—প্রসূনের মাঝে শ্বেতারবিন্দ ;
গিরিমাঝে হিমালয়, চূড়ামাঝে কৈলাস, ইন্দ্রিয়মাঝে যে নেত্র,
শরশয্যা যার রচি' প্রায়শ্চিত্ত করিল পাপের কুরুক্ষেত্র :
আসন্ন-মরণ-লগ্নে সর্বহারা—তবু যে অকুতোভয়, প্রশান্ত :
অন্তর আমার ছিল তারি কাছে—ডাকিছে আমারে সে যে একান্ত।

"পিতার বাসনা পুরাতে বিদায় দিল যে কামনা—সুখসাম্রাজ্য ;
পিতারে করিতে গৃহসুখদান যৌবনসুখ যে গণিয়া ত্যাজ্য
আকুমার-ব্রহ্মচারী-ব্রতধারী হ'ল—অসাধ্যেরে করিয়া সাধ্য
শুধু ইচ্ছাবলে স্বার্থসুখ ছাড়ি' পরার্থেরে গণি' যে চিরারাধ্য
আকাশবাণীর প্রসাদে লভিল ইচ্ছামৃত্যু নাম জগৎ-পূজ্য,
যে-নামের যোগ্য ছিল শুধু একা অপরাজেয় সে-প্রতাপসূর্য ;
সমস্নেহ ছিল যে তার জীবনে সর্বজীবে—তাই জানি' অনার্য
দুর্যোধনে—তবু তারি চিরদিন ছিল শুভমতিদাতা আচার্য :
হেন বীর করে আমারে আহ্বান—আমারেই গণি' অন্তিম লক্ষ্য,
অন্তর আমার ছিল তারি কাছে—ডাকে যে আমারে নিখিলাধ্যক্ষ।*

যস্য জ্যাতলনির্ঘোষং বিস্ফুর্জিতমিবাশনেঃ।
ন সেহে দেবরাজোঽপি তমস্মি মনসা গতঃ।

জানি' কৌরবের ধ্রুব পরাজয়—তবু যে রহিল তারি অমাত্য ;
জানিয়া তাহার কুটিল কামনা—তবু প্রণোদনা দিল অবাধ্য
মতিরে ফিরাতে তার শুভমুখে—পরে তারি তরে সহিল দ্বন্দ্ব
জিজ্ঞাসায়—রবে যুদ্ধে পক্ষে কার ? হারায়ে সে-দুঃখে জীবনানন্দ,
তবু ভয়ে নয়—পারিল না যবে দিতে তারে ধর্ম-মঙ্গলদীক্ষা,
বরিল মরণ তারি তরে হায় গণি' সে-সংঘর্ষ প্রাণপরীক্ষা।
দুই বিপরীত সত্য মাঝে কোন্ সত্য পালনীয়—বিচারি' মর্মে
গণিল যে-সত্যে বরণীয় শেষে—তাহারেই মানি' আপন ধর্মে
যে-গাঢ় বেদনা সহিল সে-বীর দিনে দিনে—তার অতল স্পর্শ
কেমনে করিবে মানব—যাহাব মানস-অতীত নাই আদর্শ ?
কেমনে জানিবে স্বল্পদর্শী—কোন্ পথে কৃতার্থতা লভে মহত্ত্ব ?
অন্তরের ব্যথা জানে অন্তর্যামী—দৃষ্টি শুধু জানে সৃষ্টির তত্ত্ব।
মহতী বেদনা কবিয়া বরণ সে-বিক্ষোভে ভীষ্ম কী গূঢ় বিত্ত
লভিল কেমনে কোন্ পথে—তার কোথা পাবে দিশা মানবচিত্ত ?
হেন ব্যথাব্রতী আমারে ডাকিছে শিয়রে মরণ জানি' অক্লিষ্ট,
ভোগমাঝে কভু করে নি যে ভোগ জানিয়া কেবল আমারে ইষ্ট :
তার শরতল্প-শিয়রে আমার অন্তর তাই তো আছিল লিপ্ত*
জীবন-মরণ বাদল-কিরণ ছিল নিত্য যাব চরণে ভৃত্য।
ভীষ্মের মহান্ দেহপাতে হবে নির্বাপিত এক মহানক্ষত্র,
জ্ঞানের সঙ্কেতে বীর্যলক্ষ্যবেধে ছিল সব্যসাচী যে-দীপ্ত ক্ষত্র।

ত্রয়োবিংশতিরাত্রং যো যোধয়ামাস ভার্গবম্।
ন চ রামেণ নিস্তীর্ণস্তমস্মি মনসা গতঃ ॥
একীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনঃ সংযম্য মেধয়া।
শরণং মামুপাগচ্ছত্ততো মে তদ্গতং মনঃ ॥ (৪৫)

চলো যাই তার শিয়রে এক্ষণে ত্বরিত চরণে—ডাকে যে ভক্ত !
চির-অনুগত আমি তার—করে বরণ আমারে যে-অনুরক্ত ।"*

উদ্দীপিত অভিমানে যুধিষ্ঠির কহিল ভাষণে বাষ্পরুদ্ধ :
"বলিলে মাধব, যাহা তুমি—সত্য সকলি জানি হে জ্ঞান-প্রবুদ্ধ !
পিতামহ সম জেনেছি তাঁহারে আশৈশব—তাঁরি উদার ধন্ত
নিঃস্বার্থমন্ত্রের দীক্ষায় জেনেছি কারে বলে নাথ অকার্পণ্য ।
অধর্মের পক্ষে করি' রণ—তবু ধর্মেরেই গণি' আদর্শ নিত্য
পরে দেহপাত করি' পিতামহ সাধিলেন এ কী প্রায়শ্চিত্ত
আমাদের করি শাস্তিদান—যারা চেয়েছি ভারতে ধর্মরাজ্য !
লীলাময় ! শুনি ভাষা তব, শুধু চিনি না তোমার কারণ কার্য !
এত কাছে তুমি—তবুও তোমার কী বা মনোরথ—দুরধিগম্য
রহিল—রহিবে আমরণ, হায় ! কালেব বিধান অনতিক্রম্য—
এই বোধ হয় গভীরায়মান দিনে দিনে—শুধু সে-গূঢ় যন্ত্রী
আপন নিষ্ঠুর ইচ্ছায় বাজায় যে-সুরে চায় এ-হৃদয়তন্ত্রী ।
আমাদের দুঃখসুখ ছায়াবাজি—মিথ্যা এ-জীবন, বন্ধ্যা, নিরর্থ ;
তাই ধর্মসিদ্ধি চেয়ে তবু হায় সাধিনু আমরা হিংসা-অনর্থ !
দুর্ভাগ্য আমরা—বাল্যে পিতৃহীন, যৌবনে ভিক্ষুক নৈমিষারণ্যে
পশুরো অধম দৈন্যে করি' বাস রাজ্যতরে শেষে বধিনু ধন্যে ।
রহিব না আর পাপের সাম্রাজ্যে । ভোগ নহে ভোগ—সে অভিশপ্ত :
এ-জীবন শুধু নহে মায়া—ঘোর কালের তাণ্ডব জিঘাংসা-মত্ত ।

---

* তস্মিন্ হি পুরুষব্যাঘ্রে কর্মভিঃ স্বৈর্দিবং গতে ।
ভবিষ্যতি মহী পার্থ নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী ॥
তস্মিন্নস্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে ।
জ্ঞানান্যস্তং গমিষ্যন্তি তস্মাত্ত্বাং চোদয়াম্যহম্ ॥

বরি' বনবাসে কৃচ্ছ্র উপবাস আমি পাপী, গুরুস্বজনহন্তা,
প্রায়শ্চিত্ত আজ সাধিব মরণে—দাও অনুমতি হে অনুমন্তা!"

কহিলেন সান্ত্বভাষে বাসুদেব : "নহে সমীচীন অযথা দুঃখ :
জ্ঞান বিনা শুধু শোকের ইঙ্গিতে লক্ষ্যপথে ধায় শুধু যে মূর্খ।
আলোকেরে ছায়া ঢাকে বলি' নহে প্রতিপন্ন—শুধু ছায়াই নিত্য :
অধর্ম-উৎকোচে মন লুব্ধ হয় বলি' ধর্মশক্তি নহে অসিদ্ধ।
ভীষ্মের সমীপে চলো তাই : লভি' আশীর্বাদ তাঁর—জ্ঞানের বিত্ত
করো আহরণ—জ্ঞানাগ্নিতে শুধু হয় অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত।

তৃতীয় সর্গ

সূর্য করিলে গমন উত্তরায়ণে কুরুক্ষেত্রে
অজেয় ভীষ্ম শরশয্যায় রহিয়া মুদিতনেত্রে
করিলেন যোগ পুরুষোত্তম বাসুদেবে তাঁর চিত্ত
অনিত্য প্রাণছায়াবাজি মাঝে জানি' শুধু তাঁরে নিত্য।
চারিদিকে রাজে নরকঙ্কাল, কপাল, ভয়াল রক্ত,
তার মাঝে ধ্যানমগ্ন ভীষ্ম—মহারথ, ঋষি, ভক্ত,
শুভ্র অঙ্গে সুনীলক্ষতে শোণিত বহে পবিত্র :
বালারুণে প্রতিভাতে অপরূপ আলেখ্য কী বিচিত্র!—
মরণোন্মুখ চিরপ্রশান্ত আপূর্যমান সিন্ধু :
একাধারে খর আদিত্য তথা বাসন্তী সুখ-ইন্দু!
নাই সেথা তপোবনের উদার শ্যামল শোভা প্রশান্তি,
নাই বিহঙ্গকাকলি, সান্দ্র নটিনী তটিনীকান্তি
এ যেন বৈপরীত্যের বুকে সুষমা-সৃজনী চাতুরী
অসম্ভবের পটভূমিকায় ফলি' তোলে নব মাধুরী!
মানবের দীন কল্পনা যার পায় না দিশা অবর্ণ্য
বন্ধ্যা মরুভূবুকে যেন জাগে ফুল পীত নীল স্বর্ণ!
দম্ভোলিমেঘবুকে যেন রাজে থমকি' শীতলবৃষ্টি!
যেন মহামারী-মর্মে আসীন আসন্ন নবসৃষ্টি!

"আসিছে কৃষ্ণ পরমকারণ—দর্শন দিতে ভীষ্মে—"
রটিল পবন, গাহিল সিন্ধু, গুঞ্জরে অলি বিশ্বে।
দেখিতে বীরের মহাপ্রয়াণ, করি' সভা সম্পূর্ণ
ত্বরিত চরণে উদিল নন্দি' ঋষিযোগিমুনি তূর্ণ :

শরশয্যায় ভীষ্ম

জৈমিনি, ব্যাস, দেবল, অসিত, সুমন্ত, তৃণবিন্দু,
বিশ্বামিত্র, হারীত, চ্যবন, নারদ বিশ্ববন্ধু,
সনৎকুমার, বাল্মীকি, সূত, ধৌম্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ
কশ্যপ, কচ, মার্কণ্ডেয়, অঙ্গিরা অক্লিষ্ট :
সবার কণ্ঠে মর্মর ওঠে জাগি' হেরি' পরমেশ্বর
নরতনুধারী অতনুমোহনে—মর্ত্যে যে চিরনির্জর !
ধরণীর ম্লান রঙ্গমঞ্চে স্বপ্নের গর্ভাঙ্ক
ঝলকিল তাঁর নবলীলা এক—মহিমা যাঁর অসাঙ্গ !

কহিল কৃতাঞ্জলি গাঙ্গেয়—অশ্রু-অন্ধ দুনয়ন :
"অন্তিম দিনে এলে নাথ, দিতে বন্ধনহারী দর্শন !
করুণার তব কে পেয়েছে পার—জানে শুধু হৃদিগহনে
সে-ই—যে তোমার অমৃতস্বাদ লভিল গরল-বেদনে।
ধার্মিক, গুণী গণি' আপনারে যে বলে জানে সে করুণায়,
ধর্মের অভিমানের বন্ধ্যা শিখরে শ্যামলে সে হারায়।
কী বলিব বলো তোমারে শ্রীনাথ, মরু যবে লভে বৃষ্টি
কেমনে জানাবে—হৃদে তার হয় কোন্-সে সজল সৃষ্টি
রসাবেশে যার পাষাণ-অধরে জাগে উল্লসি' ফুল তৃণ,
দৈন্য কেমনে প্রকাশিবে সে-আনন্দ-মহিমা অমলিন ?
লভিয়া সূর্যকিরণ-আশিস্ কেমনে জানাবে পল্লব
কৃতজ্ঞতার সে-কোন্ উচ্ছাসে ভরে হৃদি তার, বল্লভ ?
যে-আমি তোমার দেবদেহে বাণ হানিনু হায় নৃশংস,
সে-পাপীরে এলে চরণ দিতে—কে করুণার অবতংস !
শরশয্যার দুঃখও হ'ল সার্থক আজ হে আমার,
মায়াবী কৃপার স্পর্শ তোমার লভি' হে পরশমণিকার !"

কহিল কেশব স্নিগ্ধ কম্বুকণ্ঠে : "হে প্রিয়ভক্ত !
জানি আমি জানি বেদনা তোমার : সত্যের সাথে সত্য
সংঘাত যবে আনে—জানি ঘটে সে-লগ্নে কী অনর্থ !
পুণ্য পাপের ঘোর দ্বৈরথমুখেই ফোটে মহত্ত্ব।
পাষাণকঠিন বিপরীত দুই আদর্শ-রণঘোষণায়
জ্বলে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ পথ দেখাতে তামসী নিরাশায় !
প্রজ্ঞাপ্রবীণ, শঙ্কাবিহীন, একাধারে-দ্বিজ-ক্ষত্র !
তোমার মহাপ্রাণ জানি—কার অফুরান দানসত্র।
কোন্ সে-দৈবী রশ্মি তোমার অন্তরে চিরদীপ্ত
জানি আমি, তাই জানি—প্রতি কাজে কেমন ছিলে অলিপ্ত।
পাপের কালিমা ম্লানিবে তোমারে কেমনে জন্মধন্য ?
ক্লিন্ন কুবাস পারে কি করিতে পবনে ভারবিষণ্ন ?
সুনীতি কুনীতি মানবের গড়া, মানব-অতীত চেতনে
বাঁধিতে বৃথাই ধায়—যথা শিশু ধরিতে চন্দ্র গগনে।
তাই আজ আমি এনেছি তোমার কাছে—যারা অনুতপ্ত :
পঞ্চভ্রাতা—ক্ষমিয়া তাদেরে শুনাও ধর্মতত্ত্ব।
আচার্য আছে কে তব তুল্য ? তুমি হ'লে গত মর্ত্যে
জ্ঞানের একটি বিভূতি-দীপিকা নিভে যাবে লোকবর্ত্মে।
বিদ্যা মনীষা নহে দুর্লভ : বিরল—গভীর দৃষ্টি,
চিত্ত তব যে উজলিল করি' প্রজ্ঞা-প্রদীপ সৃষ্টি।"

কহিল ভীষ্ম হাসি' : "লীলাময় ! কত তব লীলারঙ্গ !
সারথি যাদের তুমি—তাহাদেরো অনুতাপ ? এ কী ব্যঙ্গ !
কোথা আমি অবসন্ন, মলিন—কোথা মহীয়ান্ পাণ্ডব—
তব সহযোগে যারা এ-মর্ত্যে লভিল অমর গৌরব,

শরশয্যায় ভীষ্ম

যাদের দৌত্যে এসে বলেছিলে—নাই কি তোমার স্মরণে :
পাণ্ডবে করে দ্বেষ যারা তারা কেশবদ্বেষী জীবনে ?
হেন আশ্রিত— তুমি নারায়ণ, যাহাদের উপলক্ষ,
তোমারে হানিল শর যে—হননে তার হবে অনুতপ্ত ?
তুমি যাহাদের প্রভু, কাণ্ডারী, বন্ধু—হরষে বেদনে,
হেন ধন্যের চিত্তে নামিবে গ্লানি পরিতাপ কেমনে ?
ম্লান ধূলি নাথ, স্পর্শিবে কি গো অম্বরচারী পর্ণে ?
কলঙ্ক কভু লিপ্ত রহিতে পারে নিকষিত স্বর্ণে ?
ধর্মের মহাধারক নায়ক বলি' এ-ভারতবর্ষে
তুমি নির্মাণ করেছ যাদের আপনার মহাদর্শে,
অধর্মসাথা আমার নিধন—সে-ই তো তাদের ধর্ম :
পার্থে কি তুমি দাও নাই পাঠ—সমর নহে বিকর্ম
ফলাফল-ত্যাগে যবে জানি—প্রতি কর্ম তোমারি বন্দন,
এহেন দীক্ষাশিষ্যের তব কোথায় তাপের স্পন্দন ?
সর্বোপরি, হে মহালীলানট, এ কী লীলা তব বলো না ?
তুমি গুরু যার—তারে উপদেশ দিব আমি ? কেন ছলনা ?*
গঙ্গার তীরে করে যে বসতি—করে সে কি কূপজলপান ?
সূর্য যখন আকাশে—চাহে কি গৃহী প্রদীপের বরদান ?

* লোকনাথ মহাবাহো শিব নারায়ণাচ্যুত !
তব বাক্যমুপশ্রুত্য হর্ষেণাস্মি পরিপ্লুতঃ ॥
কিঞ্চাহমভিধাস্যামি বাক্‌পতে তব সন্নিধৌ ।
যথা বাচোগতং সর্বং তব বাচি সমাহিতম্ ॥
কথং ত্বয়ি স্থিতে কৃষ্ণে শাশ্বতে লোককর্তরি
প্রব্রূয়াম্মদ্বিধঃ কশ্চিদ্‌গুরৌ শিষ্য ইব স্থিতে ॥ (৫১)

কবি যার সভাপতি—সে কি কভু চায় অছন্দ কাব্য ?
হরি ঘরে যার—তার কি অন্ত দিশারি-মন্ত্র জ্ঞাপ্য ?
শিব লোকনাথ ! তোমার নিধানে কী বলিব বাণীসজ্জায়—
বেদবেদাঙ্গ বর্ণিতে যারে নির্বাক্ হয় লজ্জায় ?
আরো হায়, তুমি কাছে এলে নাথ আপ্লুত মহানন্দে
ভাব রূপ লয় রোমাঞ্চে—যথা প্রেম সমাধির ছন্দে।"

কহিলেন মৃদু হাসি' বাসুদেব : "যা কহিলে সবই সত্য :
তবু চাই আমি তোমার মুখেই শুনিতে আমার তত্ত্ব।
ভক্ত-যে তুমি, কাম্য আমার তাই তব যশ-ঋদ্ধি :
চাই নিরখিতে তোমার বচন-মুকুরে আমার দীপ্তি।
সঙ্গ-লীলাও যাচে অসঙ্গ, সীমামাঝে চায় অসীমা
ফলিতে আপন ব্যাপ্তি—প্রতিধ্বনি মাঝে ধ্বনিগরিমা।
পূর্ণবৃত্ত-সিদ্ধিরে পায়—শিষ্যের মাঝে গুরু চায়
আপনার জ্ঞানবিকাশ হেরিতে মন্ত্রপ্রভা সুষমায়।
যে-বাণী কহিতে পারে বাণীনাথ বাণীবাহ তারে বরিয়া
যখন প্রকাশ করে ভাবে—বাণীনাথও ওঠে উচ্ছ্বসিয়া।
আবাল্য তুমি পরমের ধ্যানী—জানি আমি, তাই তোমারে
অভিনন্দিতে এসেছি—আমার প্রজ্ঞা তোমার আধারে
করি' সঞ্চার তোমার মহিমা করিতে প্রচার বিশ্বে :
পূর্ণ আরতি লভে গুরু যবে পায় সে পরম শিষ্যে। *
মানবই কি শুধু চাহে দেবে ?—চাহে না কি দেবতাও মানবে ?
লীলার বাহন লীলাবিধায়কে সার্থক করে বিভবে।

* আধেয়স্তু ময়া ভূয়ো যশস্তব মহাদ্যুতে।
ততো মে বিপুলা বুদ্ধিস্ত্বয়ি ভীষ্ম সমর্পিতা ॥ (৫৩)

চতুর্থ সর্গ

অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে গাঙ্গেয় নমি' কৃতাঞ্জলি কহিল : "পায়
লীলার তব পার কে কোথা নাথ, তাই জানিতে তোমারে না ভক্ত চায়।

অণুর অণুরূপ কখনো ধরো—কভু বিরাটতম রূপ বিরাট্‌-মাঝে :
মহিমময় কভু মহৎসংসদে—দীনের দীন কভু শ্রীহীন সাজে!

যেমন মণিগণ ডোরে অনুস্যূত রহিয়া মালিকায় কণ্ঠে দোলে,
তেমনি তোমামাঝে ধৃত অনুস্যূত নিখিল প্রাণী এই অবনিতলে।

মানবতনু ধরি' কী নটলীলা হরি, করো তরঙ্গিত যোগমায়ায়!
তোমারে আত্মীয় বন্ধু গণি' প্রিয়, তাই তো ভুলি তব বিশালকায়।

হাসিয়া সেই ক্ষণে বিশ্বরূপ ধরো কোটিমুকুটবাহু কোটিচরণ
তোমার প্রতি প্রত্যঙ্গে ঝলকিয়া দীপ্যমান্ এক মহাভুবন! *

যা কিছু উজলায় আলোকে তব ভায়—শিশির হ'তে রবিচন্দ্রতারা :
নয়ন যেথা দেখে শূন্য ধূধূ—তুমি সেথাও অরূপের দাও পাহারা।

* অণীয়সামণীয়াংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থবীয়সাম্।
গরীয়সাং গরিষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ শ্রেয়সামপি॥
যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ।
গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণা ইব॥
সহস্রবাহুমুকুটং সহস্রবদনোজ্জ্বলম্।
প্রাহুর্নারায়ণং দেবং যং বিশ্বস্য পরায়ণম্॥ (৪৬)

মহাভারতী কথা

নমো হে নম ব্রহ্মণ্যদেব ধেনু ব্রাহ্মণের হিতকারী অপার,
ধরে যে কৃষ্ণ গোবিন্দ নাম—সেই বিশ্বমঙ্গলে নমস্কার।

পরব্রহ্ম হে তুমিই নারায়ণ—সকল সাধনার শেষ সাধন!
তুমিই দেবদেব, নিখিল পারে রাজো, নিখিলবুকে আছ চিরন্তন।

প্রণাম বারেকো যে কৃষ্ণে করে—ফল সে বহুযজ্ঞেরো অধিক লভে:
যে বহু যাজ্ঞিক জনমে পুনরায় —কৃষ্ণ-প্রণামী না জনমে ভবে।

কৃষ্ণ-ব্রত যারা নিয়ত যাপে—জাগি' নিশীথে কৃষ্ণেই শুধু ধেয়ায়
প্রবেশ করে তারা কৃষ্ণ-দেহে—যথা মন্ত্রপুত হবি হোমশিখায়।

চরণে নমোনম হে পুরুষোত্তম! প্রসাদ দাও, স্তবে গাহিব নাম।
প্রসারে অনাহত মন্ত্রসংহত হোক সে-অন্তিম প্রাণ-প্রণাম।

* নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ পরং তপঃ।
নারায়ণঃ পরো দেবঃ সর্বং নারায়ণঃ সদা॥
একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥
কৃষ্ণব্রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তো রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে কৃষ্ণদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণম্ আজ্যং যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে॥
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাম্।
তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রীয়তাং পুরুষোত্তম॥

শরশয্যায় ভীষ্ম

দৈত্যনাশতরে গর্ভে অদিতির লভিল জন্ম যে দ্বাদশধার,
বর্ণ যার চির-স্বর্ণ-দ্যুতি—সেই সূর্য-স্বরূপেরে নমস্কার।

শুক্লপক্ষে যে পূজিল দেবতায়—কৃষ্ণে পিতৃগণে অমৃতে তার,
দ্বিজের রাজা বলি' খ্যাত যে—করি সেই চন্দ্র-স্বরূপেরে নমস্কার।

গভীর তমসার পারে যে-অমিতাভ পুরুষ রাজে—জীব জানিলে যার
পরমদিশা হয় মরণজয়ী—সেই জ্ঞানস্বরূপেরে নমস্কার।

অঙ্গ বাণী যার, স্বরব্যঞ্জন—ভূষণ, সন্ধি ও অলঙ্কার
অঙ্গুলিতে—নাম দিব্য অক্ষর—সে-বাক্-স্বরূপেরে নমস্কার।

সাধুর সেতু বাঁধে ঋতের সহায়ে যে, মুক্ত করে ভবে অমৃত-দ্বার
ধর্ম-অর্থের সমন্বয়ে—সেই সত্য-স্বরূপেরে নমস্কার।

হিরণ্যবর্ণ যং গর্ভমদিতের্দৈত্যনাশনম্।
একং দ্বাদশধা জজ্ঞে তস্মৈ সূর্যাত্মনে নমঃ॥
শুক্লে দেবান্ পিতৄন্ কৃষ্ণে তর্পয়ত্যমৃতেন যঃ।
যশ্চ রাজা দ্বিজাতিনাং তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ॥
মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥
পাদাঙ্গং সন্ধিপর্বাণং স্বরব্যঞ্জনভূষণম্।
যমাহুরক্ষরং দিব্যং তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ॥
যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥

বহুধা ধর্মের আচারে বহুফলকামীরা অর্চনা সাধি' যাহার,
ধর্ম বহুমুখী ধারণ করে—সেই ধর্ম-স্বরূপেরে নমস্কার।

অখিল প্রাণের যে অনাদি জনয়িতা—রাজে শ্রীঅঙ্গে অনঙ্গ যার,
করে যে উন্মাদ সর্বজনে—সেই কামস্বরূপেরে নমস্কার।

জিনিয়া নিশ্বাস জিতেন্দ্রিয় যোগী ধ্যানে অতন্দ্রিত জ্যোতি যাহার
শুদ্ধসাত্ত্বিক হৃদয় দেখে—সেই যোগস্বরূপেরে নমস্কার।

পাপ ও পুণ্যের পুনর্জন্মের অতীতলোক জিনি' অভয়ে যার
শান্ত সন্ন্যাসী মুক্তি লভে সেই—মোক্ষ-স্বরূপেরে নমস্কার।

অগ্নি মুখ যার, নীলাম্বর—নাভি, দ্যুলোক— শির, ধরা—চরণ যার
নেত্র—দিনমণি, শ্রবণ—দিক্ : সেই লোকস্বরূপেরে নমস্কার।

যং পৃথগ্‌ধর্মাচরণাঃ পৃথগ্‌ধর্মফলৈষিণঃ।
পৃথগ্‌ধর্মৈঃ সমর্চন্তি তস্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ॥
যতঃ সর্বে প্রসূয়ন্তে হ্যনঙ্গাত্মাঙ্গদেহিনঃ।
উন্মাদঃ সর্বভূতানাং তস্মৈ কামাত্মনে নমঃ।
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥
যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥

শরশয্যায় ভীষ্ম

আবর্তিত মাস ঋতু ও বৎসরে অভ্যুদয় যুগে যুগে যাহার,
সৃজন-স্থিতি-লয়-নিয়ন্তা যে—সেই কালস্বরূপেরে নমস্কার।

কল্প-অন্তে যে দীপ্ত লেলিহান অগ্নিতাণ্ডবে ভস্মসার
করে এ-প্রাণলীলা প্রলয়লীন—সেই ঘোরস্বরূপেরে নমস্কার।

করিয়া গ্রাস লীলা-প্রপঞ্চেরে—পরে বিশ্বে করি' এক মহাপাথার
শয়ান রহে সেথা যে-বালমায়াবী—সে-মায়াস্বরূপেরে নমস্কার।

চতুঃসিন্ধুও পারে না পরিমাপ করিতে যার সীমাহীন বিথার
যবে সে রাজে যোগনিদ্রালীন—সেই সুপ্তি-স্বরূপেরে নমস্কার।

জন্মাতীত যার নাভিকমল এই বিশাল বিশ্বের মূল-আধার,
পরেশ পুণ্ডরীকাক্ষ—সেই মহাপদ্ম-স্বরূপেরে নমস্কার।

---

* যুগেষ্বাবর্ততে যোগৈর্মাসর্ত্ত্বয়নহায়নৈঃ।
সর্গপ্রলয়য়োঃ কর্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ॥
যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চি বিভাবসুঃ
সংভক্ষয়ন্তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ॥
সংভক্ষ্য সর্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ মায়াত্মনে নমঃ॥
সহস্রশিরসে তস্মৈ পুরুষায়ামিতাত্মনে।
চতুঃসমুদ্রপর্যায় যোগনিদ্রাত্মনে নমঃ॥
অজস্য নাভ্যাং সম্ভূতং যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
পুষ্করে পুষ্করাক্ষস্য তস্মৈ পদ্মাত্মনে নমঃ॥

নীরদ কুন্তলে, অন্তহীন নদী অঙ্গসন্ধিতে উচ্ছল যার,
জঠরে অফুরান সিন্ধু বহে—সেই তোয়ঃস্বরূপেরে নমস্কার।

অখিল লীলা যত—তাদের কারণের কারণ যে-অচিন সারাৎসার,
যাহাতে লয় হয় প্রলয়ে তারা—সেই কারণ-স্বরূপেরে নমস্কার।

জাগিয়া অচেতন জীবের শিয়রে যে নিয়ত সচেতন রহি' তাহার
পুণ্যপাপ দেখে সাক্ষিসম—সেই দ্রষ্টা-স্বরূপেরে নমস্কার।

অন্নপান হ'তে শক্তি-ইন্ধন করে যে আহরণ জীবনাধার,
রসের বিধায়ক, প্রাণের নিয়ামক—সে-প্রাণ-স্বরূপেরে নমস্কার।

অপ্রমেয় যার নিগূঢ় নামরূপ—সর্বগামী আঁখি বুদ্ধি যার,
অপার-পরিমাণ, অলৌকিক—সেই দিব্য-স্বরূপেরে নমস্কার। *

* যস্য কেশেষু জীমূতা নদ্যঃ সর্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥
যস্মাৎ সর্বাঃ প্রসূয়ন্তে সর্গপালনবিক্রিয়াঃ।
যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়ন্তে তস্মৈ হেত্বাত্মনে নমঃ।
যো নিষণ্ণো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ॥
অন্নপানেন্ধনময়ো রসপ্রাণবিবর্ধনঃ।
যো ধারয়তি ভূতানি তস্মৈ প্রাণাত্মনে নমঃ॥
অপ্রমেয়শরীরায় সর্বতো বুদ্ধিচক্ষুষে।
অপারপরিমাণায় তস্মৈ দিব্যাত্মনে নমঃ॥

শরশয্যায় ভীষ্ম

আপনি আদিহীন হ'য়ে যে বিশ্বের আদিকারণ—যার পরিধি-পার
'পায় নি সদসৎ যজ্ঞ কাল—সেই বিশ্বস্বরূপেরে নমস্কার।

বিদ্যুতের বুকে করে যে বাস—আনে দেহে আনন্দ যে উষ্ণতার,
পাবন দাহনে যে পুণ্য করে—সেই বহ্নি-স্বরূপেরে নমস্কার।

সূর্যচন্দ্রের অগ্নিতারাদের যে তেজোনিয়ামক তেজে তাহার,
দিব্য দীপ্তির মূর্তিকার—সেই তেজঃস্বরূপেরে নমস্কার।

সর্বজীবে রাখি' মুগ্ধ, বাঁধি' স্নেহনিগড়ে মহীয়ান সৃষ্টি তার
করে যে রক্ষণ লালন—সেই চির-মোহস্বরূপেরে নমস্কার।

নিখিল জীবের যে আত্মা সম রাজে, পালক অন্তক প্রাণলীলার,
হিংসা-ক্রোধ-মোহমুক্ত—সে-পরম শান্তি-স্বরূপেরে নমস্কার। *

* পরঃ কালাৎ পরো যজ্ঞাৎ পরঃ সদসদশ্চ যঃ।
অনাদিরাদির্বিশ্বস্য তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥
বৈদ্যুতো জাঠরশ্চৈব পাবকঃ শুচিরেব চ।
দহনঃ সর্বভক্ষ্যাণাং তস্মৈ বহ্ন্যাত্মনে নমঃ॥
জ্বলনার্কেন্দুতারাণাং জ্যোতিষাং দিব্যমূর্তিনাম্।
যস্তেজয়তি তেজাংসি তস্মৈ তেজাত্মনে নমঃ॥
যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ॥
সর্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ॥

জানে না মহাজন, দানব, পিতৃগণ, অমর, আদি-প্রজাপতিও যার
পরাৎপর রূপ গহনতম—সেই সূক্ষ্ম-স্বরূপেরে নমস্কার।

জনক বসুদেব, দেবকী মাতা—গদা, শঙ্খ, পদ্ম শ্রীকরে যাহার,
যাদববংশের নয়নানন্দ—সে-কৃষ্ণ-স্বরূপেরে নমস্কার।

সর্ব মাঝে যার, সর্ব যাহা হ'তে, স্বয়ং সর্ব-যে, সর্বাধার,
সর্বময়, বিভু চিরন্তন—সেই সর্ব-স্বরূপেরে নমস্কার।

প্রণাম দেবদেব, ভক্তবৎসল! প্রসীদ পরমেশ্বর অপার!
দিনের শেষে লহ চরণে সুব্রহ্মণ্য! মরণের নমস্কার! *

---

* যং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন দৈত্যা ন চ দানবাঃ।
তত্ত্বতো হি বিজানন্তি তস্মৈ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ॥
যো জাতো বসুদেবেন দেবক্যাং যদুনন্দনঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্বাসুদেবাত্মনে নমঃ॥
যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥
নমোঽস্তু তে মহাদেব নমস্তে ভক্তবৎসল।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু প্রসীদ পরমেশ্বর॥

ভ্রমসংশোধন

৮৭ পৃষ্ঠায় উনশেষ পংক্তিতে "দেবচমূসম"

"দেবচমূ সহ" পাঠ্য

১১১ পৃষ্ঠায় "কহিল শ্রীবাসুদেব"

"কহিলেন বাসুদেব" পাঠ্য

১৩৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পংক্তিতে "লীলার"

"জ্ঞানের" পাঠ্য।

১৩৮ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে ছাপা হয়েছে :

"নিরন্তর। এসেছিল শূর্পণখা যবে রাঘবের কাছে"

শুদ্ধ লাইনটি এই ভাবে পাঠ্য :

"নিত্য। এসেছিল যবে শূর্পণখা রাঘবের কাছে"